করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশীদের আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা দিল SPMC

বিস্তারিত রিপোর্ট ১৩-এর পৃষ্ঠায়

সুপ্রভাত সিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

করোনা নিয়ে সরকারের তঞ্চকতা

সম্মিলিত উদ্যোগে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে

বিস্তারিত রিপোর্ট ৪-এর পৃষ্ঠায়

Suprovat Sydney, April-2020, Volume-04, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

কোরোনাভাইরাস ভার্সেস প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এম এ ইউসুফ শামীম

কোরোনা ভাইরাস যার কোড নাম হচ্ছে COVID-19, বর্তমান বিশ্বের এক বিভীষিকার নাম। নারী -পুরুষ, আবাল -বৃদ্ধ -বনিতা, মুসলমান -অমুসলমান, দেশি -বিদেশী, সাদা -কালো অর্থাৎ সকল শ্রেণীর মানুষ এ রোগ সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল । এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সবাই অবগত। তবে কেউ আবার বুঝেও বুঝে না। এতো বেশি ভীতির কারণ হয়েছে শুধু মাত্র মিডিয়ার প্রচারের কারনে। তথাকথিত উন্নত বিশ্বের মিডিয়ার চমক। এখন হচ্ছে মিডিয়ার যুগ। যাদের হাতে বড় বড় মিডিয়া একমাত্র তারাই যে কোনো কিছু দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মিডিয়া এ রোগের ভয়াবহতা অবিরাম প্রচার করে যাচ্ছে।

যেহেতু বিশ্ববাসি এখন মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল সেহেতু মিডিয়ার উপর ভরসা করেই বেশিরভাগ মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। যেমন ধরুন আবহাওয়া সংবাদে বলা হলো, আজকে সারাদিন আকাশ মেঘলা থাকবে, বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা শতকররা ৮০%। সেদিন দেখবেন সবার হাতে ছাতা। যদিও অনেক সময় দেখা যায় তার উল্টো। সবসময় প্রচারিত সংবাদ সঠিক হয়না আবার সবসময় প্রচারিত সংবাদ ভুলও হয়না। কোরনা ভাইরাসের সংবাদ প্রচার মাত্রারিক্ত হওয়ায় মানুষ আতংকিত। মানুষকে সতর্ক করার নামে Biological Weapon বা জৈব মারনাস্ত্র এর ব্যবহারিক বিজ্ঞাপন ছেড়ে কোনো জাতি বা বিশ্বকে কোনঠাসা করে তাদের উপর কতৃত্ব প্রতিষ্টা করার নেপথ্যে কেউ কাজ করছে কিনা সে প্রশ্ন আজ জনমনে দেখা দিয়েছে।

চীন প্রকাশ করেছিল, করোনায় ৪ হাজার লোক মারা গেছে গিয়েছে অথচ মোবাইল কোম্পানীরা বলছে, দেড় কোটি লোক নিখোঁজ! তাহলে কথা হচ্ছে এতো মানুষ গেলো কোথায়? চীন সরকার সুপ্রিম করতে অনুমতি চেয়েছে ২০ হাজার রুগীকে মেরে ফেলার। কতো মর্মান্তিক। তারপরও হিসাব তো মাইল না। কোথায় ২০ হাজার আর কোথায় দেড় কোটি। বিবিধ কারনে - চীনকে বয়কট করা সকলের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা নাকি আমি বিগত ৬ মাস ধরে কেম্পেইন করে আসছি।

মার্কিন গবেষক ফ্রান্সিস বয়েল দাবি করেন, এ ধরনের জৈব মরনাস্ত্র বা Biological Weapon চীনের ইউহান BSL-4 ল্যাব থেকে লিক করেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে চাইনিজরা কেন এ ধরনের ভয়াবহ জৈব মরনাস্ত্র তৈরী করছিলো? কি তাদের উদ্দেশ্য? কাদের উপর জৈব মরনাস্ত্র প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা? কেন তারা গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করার প্ল্যান করেছে? কে তাদের বিচার করবে?

১৪,১৫,১৬ এবং ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে লন্ডন থেকে

‘চিকিৎসা জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করার আহবান জানিয়েছেন তারেক রহমান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

লন্ডন থেকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অবিলম্বে দেশে ’চিকিৎসা জরুরি অবস্থা’ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেনা। মঙ্গলবার (২২ মার্চ) এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ দাবি জানান। চলমান সংকট মোকাবেলা একই সঙ্গে তিনি ডাক্তারসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কাজকে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা এবং বিশেষ বোনাস প্রদান, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত সংখ্যক সেফটি মেডিক্যাল কিটস সরবরাহ করে দেশের প্রতিটি উপজেলায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রবীণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের চিকিৎসা সেবায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষি শ্রমিক,

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

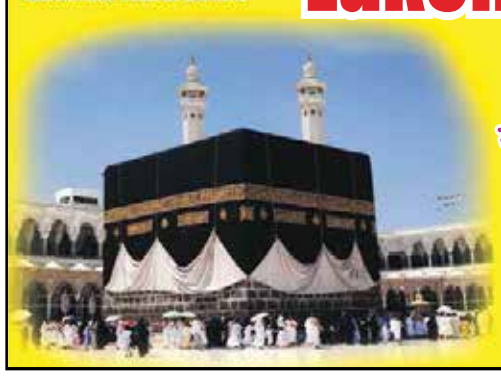

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

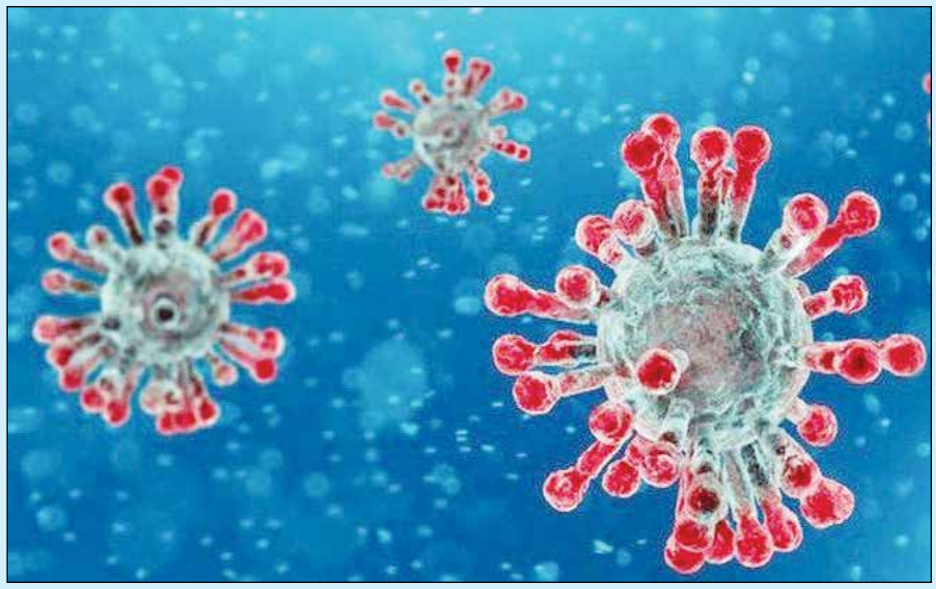

এমন একটি সময়ে সুপ্রভাত সিডনি,র এই সংখ্যাটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে যখন সারা বিশ্বজুড়ে পুরো মানবজাতি থমকে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ নামের নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। একেকটি জাতিগোষ্ঠী আজ নিজেদেরকে আবদ্ধ করে নিয়েছে ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য। আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় পুরো বিশ্ব যখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছিলো, মানুষ মনে করতে শুরু করেছিলো কোন কিছুই যেন তার অসাধ্য নয় ঠিক এমন এক সময়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায়না এমন ছোট এক ভাইরাস পুরো মানবজাতিকে যেন কাবু করে ফেলেছে।

এই মহামারীতে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের সকলের জন্য আমরা শোকাহত। আমরা কেউই জানিনা এর চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কৃত হওয়া পর্যন্ত, আদৌ যদি তা আবিস্কার করা সম্ভব হয়, আমাদের মাঝে কারা বেঁচে থাকবেন এবং কারা মারা যাবেন তাও আমাদের জানা নেই। এই মহামারী যেন নতুন করে আবারও আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো মানুষের সাধ্য কত সীমিত।

প্রতিটি দেশ তাদের সাধ্য অনুযায়ী ও বাস্তবতা অনুসারে ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য বিভিন্নরকম পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় জনসমাগম নিষিদ্ধ। এছাড়াও রেস্টুরেন্ট, ক্লাব, জিম এ ধরণের অনেক জনসমাগমের জায়গাকে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এইসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রচলনের শুরুর দিকে আমরা দেখেছি জনসাধারণ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বিভিন্ন শপিঙ সেন্টার ও দোকানগুলোতে। আপদকালীন সময়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার হিড়িক পড়ে যাওয়াতে অনেক জিনিসই এখন বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তথাপি এদেশের মূল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এসব প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ায়নি। বরং ক্রেতাদের জন্য জিনিসের সংখ্যা নির্ধারণ, সম্ভবপর সরবরাহ বৃদ্ধি, বয়স্কদের জন্য বিশেষ সময় বরাদ্দ ইত্যাদি নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে বাজার নিয়ন্ত্রণে আনার।

অন্যদিকে আমরা দু:খের সাথে দেখতে পেয়েছি যে আমাদের দেশীয় অনেক উদ্যোক্তা এবং একই সাথে উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলোরও অনেক ব্যবসায়ী এই সুযোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারী করে বাড়তি দামে জিনিস বিক্রি করে অন্যায় মুনাফা নেয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তারা জানি, আমাদের প্রিয়নবী সা. মজুতদারী ও অন্যায় মুনাফা করার মতো কাজগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। দু:খের বিষয় হলো আমাদের ধর্মচর্চা এখন আচার আচরণেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত মানবিকতা ও নৈতিকতায় আমরা ইসলামের শিক্ষা থেকে বহুগুণ দূরে অবস্থান করছি। বরং অমুসলিম মানুষরাই আমাদের অনেকের চেয়ে এই সংকটের সময় নিজেদেরকে অধিকতর বিবেকবান মানুষ হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। এই ধরণের সংকটের সময় যারা এহেন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছেন তাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ক্রমাগত ব্যর্থতা ও পশ্চাতপদতাও আমাদেরকে লজ্জা দেয়। মুজিববর্ষ পালনের নামে হাজার কোটি টাকা লুটপাটের মচ্ছব করে সরকারী দল দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে রুপান্তরিত করার পথে আরেকধাপ এগিয়েছে, কিন্তু চিকিৎসক নার্স ও হাসপাতাল কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পোষাক ও রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করতে তারা অক্ষম। তথাকথিত উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান দেশটি বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা ধামাচাপা দিয়ে, মিথ্যা সরকারী বয়ান চালিয়ে এবং গুজব রটনার কারণে গ্রেফতারের অজুহাতে তথ্যপ্রকাশের মুখে লাগাম দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কর্মহীন ও উপার্জনবিহীন দরিদ্র মানুষদের মাঝে এখন চুয়াত্তরের মতো এক দুর্ভিক্ষাবস্থার নীরব ও পরোক্ষ উপস্থিতি আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন ফ্যাসিবাদী ও জালেম শাসকদের অন্যায়ের কারণে অসহায় ও দরিদ্র জনগণকে ভোগান্তির সম্মুখীন না করেন।

সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ট মানব হজরম মুহাম্মদ (সা:) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত

ইসলামে সুন্নতের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, `হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও ক্ষমা করবেন।, -সূরা আলে ইমরান: ৩১।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের একমাত্র পদ্ধতি নবীর সুন্নত অনুসরণ করা। আর নবীর সুন্নত অনুসরণ করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে, আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যাবে। নবীর সুন্নত মতো পানাহার, শয্যাগ্রহণ,পোশাক পরিধান এমনকি মলমূত্র ত্যাগ, দেহের জন্য সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত, স্বাস্থ্যকর ও উপাকরী।

অনুরূপভাবে নবীর সুন্নত মতো দেশ ও সমাজ চালানোতে রয়েছে সমাজের সার্বিক মুক্তির সহজ, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষাতকালে নিজেই আগে সালাম করতেন, তারপর দু,হাতে মুসাফাহা করতেন। অনেক দিন পর কারো সাথে সাক্ষাত হলে তার সাথে মু`আনাকাও করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২১৪/ বুখারী শরীফ হাদীস নং- ৬২৬৫-৬২৬৬) । কোন আত্মীয়ের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার পেলে তাকে মাফ করে দিয়ে তার সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা নবীজীর সুন্নত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৫৯৯১)। হাঁচি বা হাই আসলে হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নেয়া এবং যথাসাধ্য শব্দ কম করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫০২৯)। বিধর্মীদের মত দেখা যায় বা সতর-এর আকৃতি প্রকাশ পায় বা পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পরা হারাম। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৫৭৮৭/ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৮৬৬৫) । নিজের পরিবারের লোকজন,আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব ও মহল্লাবাসী লোকদেরকে সর্বদা দীনের দাওয়াত দিতে থাকা এবং তাদের দীনের তা`লীম দিতে থাকা। সারকথা, আল্লাহর দীনের জন্য প্রতিদিন কিছু সময় বের করা। (সূরা বাক্বারা, আয়াত, ১৭৭/ তিরমিযী, হাদীস নং-২২৬৭)। প্রিয় হাবিব (সা.) বলেন, `কোরআনওয়ালাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর প্রিয় ব্যক্তি, (বুখারি)। `যার অন্তরে কোরআনের সামান্যতম অংশও নেই, সে যেন এক বিরান বাড়ি, (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, `লাইলাতুল কদরে যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল পাপ মোচন করা হবে।, -সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৭৬০; সহিহ বোখারি: হাদিস নং ২০১৪। `রমজান মাসের আগমন ঘটলে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের নিকট এই মাস সমাগত হয়েছে, তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। একমাত্র (সর্বহারা) দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।, -সুনানে ইবনে মাজা: হাদিস নং ১৬৪৪। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, `নিশ্চয় লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমজানের শেষ সাতের মাঝখানে, সেদিন সকালে শুভ্রতা নিয়ে সূর্য উদিত হবে, তার মধ্যে কোনো কিরণ থাকবে না। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সেরূপ দেখেছি, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন।, -মুসনাদে আহমদ।

উম্মুল মু'মেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) একদা রাসূল সা: কে জিজ্ঞেস করেন, শবে কদর যদি কখনো আমি পাই, তবে কোন দোয়াটি আমি আল্লাহর নিকট করব? তিনি বলেন, তুমি এই দোয়াটি পাঠ করবে: `আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা,ফু আন্নি।, অর্থ, হে আল্লাহ আপনি অসীম ক্ষমাশীল, ক্ষমা আপনার পছন্দ। অতএব, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন। (তিরমিজী, ইবনে মাজাহ)।

শবে কদর উপলক্ষে নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত কিংবা নামাজ কোনো নির্ধারিত রাকাতের উল্লেখ নেই। যতটুকু সম্ভব সারা রাত জাগ্রত থেকে নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দোয়া দুরুদ ও তাওবা-ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকবে। শবে কদর অথবা শবে বরাতের অতিরিক্ত খানাপিনার আয়োজন করা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর এ প্রচলন আমাদের সালফে সালেহিনের মধ্যেও ছিল না। যদি কেউ শবে কদরের আলামত পেয়ে থাকে, তবে সে যেন তা গোপন রাখে এবং ইখলাসের সাথে ভালো করে দোয়া করে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে লন্ডন থেকে

'চিকিৎসা জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করার আহবান জানিয়েছেন তারেক রহমান

১ম পৃষ্ঠার পর

গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানার শ্রমিক এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তার উদ্দেশে দ্রুততার সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং দেশে কমপক্ষে আগামী ছয় মাসের জন্য জাতীয় কিংবা স্থানীয় সকল নির্বাচন স্থগিত করারও দাবি জানান।

ভিডিও বার্তার শুরুতেই তারেক রহমান তাঁর মা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার কারামুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'দেশে গণতন্ত্রকামী জনগণের কাছে এটি অবশ্যই আনন্দ ও স্বস্তির খবর । সন্তান হিসেবে এ জন্য আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই'।

ভিডিও বার্তায় তারেক রহমান বলেন, সারা বিশ্বের মানুষ এক মহাবিপদের কাল অতিক্রম করছে। বিশ্বের সকল ধনী গরিব, শক্তিমান কিংবা দুর্বল, সাদা কিংবা কালো প্রতিটি মানুষ- ই এখন ভীত ও আতংকিত। প্রতিটি দেশ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। দেশে দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বাড়ছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। তাই বর্তমান পরিস্থিতি একাধারে একটি বৈশ্বিক সংকট। আবার প্রতিটি দেশের কাছে এটি একটি জাতীয় সঙ্কট। এটি এখন মানুষের বাঁচা মরার প্রশ্ন।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশ এবং জনগণের স্বার্থে সবাইকে যে কোনো মূল্যে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তারেক রহমান বলেন, দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের কাছে অবশ্যই বর্তমান সরকারের বৈধতার সংকট রয়েছে, কিন্তু চলমান করোনা ভাইরাস সংকট আরো ভয়াবহ এবং অত্যন্ত বিপর্যয়কর।

তারেক রহমান, জনগণের রায়ে ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি একাধিকবার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। অনেক সংকটময় পরিস্থিতি-ও মোকাবেলা করেছে। সারা বিশ্বের সাথে মাতৃভূমি বাংলাদেশ এখন ভয়াবহ সংকটে। তাই এই সংকট মোকাবেলায় বিএনপি সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে, 'দেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্যই রাজনীতি'।

তারেক রহমান বলেন, দোষারোপের রাজনীতি, মুখরোচক ব্যাক্যবান, কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কিংবা হুমকি-ধামকি শক্তি দেখিয়ে এই ঘোর বিপদ মোকাবেলা সম্ভব নয়। তাই এই বিপদের দিনে প্রতিটি মানুষকে একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিককে নিজের অবস্থা - অবস্থান কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে গিয়েসর্ব্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে, নিজের পরিবারকে এবং প্রতিবেশীকে নিরাপদ রাখার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, তবে এই বিপদ মোকাবেলায়, সবার আগে প্রয়োজন, রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

তিনি আরো বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেখানে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশে মতো জনবহুল একটি রাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি সামাল দেয়া কতটা কঠিন হয়ে পড়বে এই নির্মম বাস্তবতা সরকার যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে দেশের জনগণের জন্য ততই মঙ্গল।

তারেক রহমান বলেন, এই ভাইরাসটি এতটাই ছোঁয়াচে এবং স্পর্শকাতর যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে বলেছে, কারো সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেও কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, সাবান কিংবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বারবার হাত ধুতে হবে যাতে মানুষ থেকে মানুষের সংস্পর্শে এটি ছড়াতে না পারে।

তিনি বলেন, বর্তমান বিপদ মোকাবেলায় 'লকড ডাউন' 'কোয়ারেন্টাইন' কিংবা 'সেলফ আইসোলেশন' অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিন্তু বাংলাদেশের বিরাজমান বাস্তবতায় এমন পরিস্থিতির সঙ্গে দেশের জনগণ ততটা পরিচিত নয়। তাই এসব পদক্ষেপ সফল করতে হলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন, সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ যাতে দলমত, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সক্রিয়ভাবে 'লকড ডাউন' 'কোয়ারেন্টাইন' কিংবা 'সেলফ আইসোলেশন' প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারে। এ কারণে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে সফলভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

করোনা ভাইরাস চিকিৎসার জন্য দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালগুলোকে উপযোগী করে গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, সম্প্রতি দেশের অন্যতম বড় হসপিটাল রাজধানীর সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের মহাপরিচালক লিখিতভাবে জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের সরবরাহ করার মতো প্রয়োজনীয় মাস্ক হসপিটালে নাই। যা সত্যিই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, চিকিৎসকরাই যদি নিরাপদ বোধ না করেন তাহলে তারা রোগীর চিকিৎসা করবেন কিভাবে?

তারেক রহমান বলেন, জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল কিটস সংগ্রহ করা এবং দ্রুততার সাথে ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে দেশ ও জনগণকে যে কোনো অবহেলায় অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হবে।

দেশের এই সংকটকালে তারেক রহমান করোনা ভাইরাস চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত সকল, ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের কঠিন ত্যাগের বিষয়টি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, ' আগামী দিনগুলোতে আপনাদেরকে হয়তো আরো কঠিন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনাদের এই ত্যাগ সারাবিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে, করবে'।

তারেক রহমান বলেন, এই মহা বিপদকালে প্রতিটি নাগরিকের উচিৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শগুলো মেনে চলা। অপরকে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নিরাপদ দূরত্বে থেকে একের প্রতি অপরের মহানুভবতার প্রকাশ ঘটানো।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে তারেক রহমান আতংকিত হয়ে অধিকমাত্রায় কেনাকাটা করে ঘরে মজুদ না করার আহবান জানিয়ে বলেন, এই বিপদের সময় কিছু কিছু মানুষের মজুদদারীর কারণে যাতে আরেকজন বঞ্চিত না হয় এ বিষয়ে প্রত্যেকের সচেতন থাকা প্রয়োজন, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা সবার কর্তব্য।

তারেক রহমান বলেন, দেশের ৬৮ টি কারাগারে বন্দি লক্ষাধিক মানুষ। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কয়েকগুন বেশি বন্দির বসবাস হওয়ায় কারাগারগুলোতে বিরাজ করছে অমানবিক অবস্থা। তিনি বলেন, খবর বেরিয়েছে, কারাবন্দীদের মধ্যেও করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবর। এই অবস্থায়, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হলেও যাচাইবাছাই করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কয়েদি বিশেষ করে রাজনৈতিক বিবেচনায় বন্দি তাদেরকে কারামুক্ত করা দরকার। ইতালি, ইরান সহ অনেক দেশই নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই অনেক কয়েদিকে শর্তসাপেক্ষে মুক্ত করে দিয়েছে।

তারেক রহমান একইসঙ্গে কক্সবাজার জেলায় লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে যাতে করোনা ভাইরাস হানা দিতে না পারে সেটি যে কোনো মূল্যে নিশ্চিত করা জরুরি অন্যথায় বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তারেক রহমান দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মী শুভার্থী, সমর্থক, সবার প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এখন মার্চ মাস। মহান স্বাধীনতার মাস, এই মাসটি সবার জন্য গৌরবের মাস। এই মাসে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারেক রহমান বলেন, সাম্য মানবিকতা আর ন্যায় বিচারের প্রেরণায় যে বাংলাদেশটি আমরা স্বাধীন করেছিলাম সেই প্রিয় স্বদেশ আজ চরম বিপদে । এই বিপদ মোকাবেলায় স্বাধীনতার ঘোষকের দল বিএনপি'র প্রতিটি নেতা কর্মীকে মানুষের কল্যানে আবারো বিশেষ ভূমিকা পালন করার আহবান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, একটি দায়িত্বশীল দলের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে নিজেকে এবং নিজেদের পরিবারকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি প্রতিবেশীর কল্যানে বিশেষ করে নারী শিশু ও বয়স্কদের সহায়তায় যথাসম্ভব ভূমিকা পালনেই জন্যও দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি তিনি আহবান জানান।

ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া কিংবা বাংলাদেশ, দেশের প্রতিটি নাগরিক যিনি যেখানেই থাকুন, সবার সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা কামনা করে তারেক রহমান বলেন, 'এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমরা মহান আল্লাহর রহমত কামনা করছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি শিগগিরই আমাদেরকে এই মহা বিপদ থেকে রক্ষা করবেন'।

চলমান সঙ্কটকে সবার জন্যই মহাবিপদ উল্লেখ করে আতংকিত না হয়ে বরং সাহস ও ধৈর্য নিয়ে এবং নিরাপদ থাকার সকল নির্দেশনা অনুসরণ করে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তারেক রহমান দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11

করোনা নিয়ে সরকারের তঞ্চকতা

সম্মিলিত উদ্যোগে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে

কামরুল ইসলাম

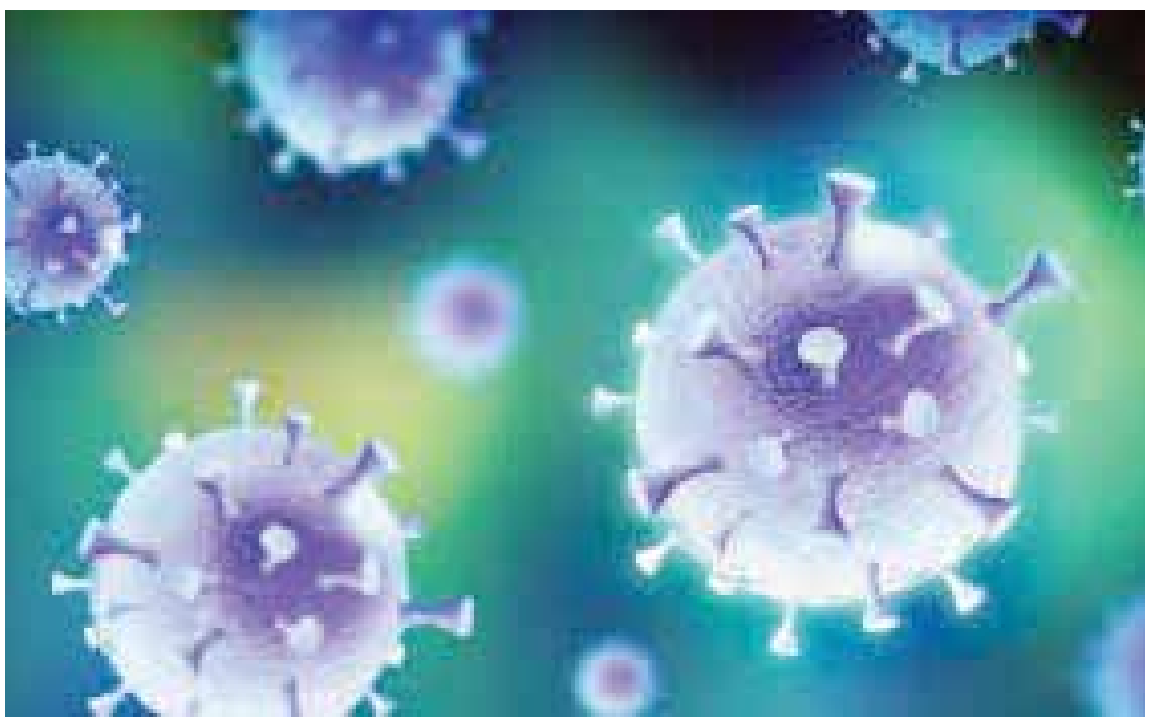

করোনা আতংকে এখন করোনার বিজ্ঞান জানার চেয়ে করোনা পরিত্রাণ জানা এ মুহূর্তে খুব জরুরি। অষ্ট্রেলিয়াতে ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়লে ৮০০০ মানুষ মারা যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ান সরকার ১০০ জনের সমাবেশ যেখানে নিষিদ্ধ করেছে। ব্রিটেনে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মৃতদের মধ্যে বাংলাদেশীরাও আছেন।

ইম্পেরিয়েল কলেজের একদল গবেষক দল সম্প্রতি জানিয়েছেন, ব্রিটেনে এই ভাইরাসে আড়াই লাখ লোক মারা যেতে পারে। অথচ সেই ব্রিটেনে বেড়াতে গিয়ে গত একমাস ধরে সিলেটের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন কামরান অসংখ্য সভা-সমাবেশ-মিটিং-দাওয়াতে অংশ নিয়েছেন। হাত মিলিয়েছেন, বুক মিলিয়েছেন। তারপর ১৫ মার্চ দেশে ফিরেছেন, এয়ারপোর্টে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা। তিনি মনের আনন্দে এদের সাথেও কোলাকুলি-গলাগলি করেছেন। করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে ফিরলে যে বাধ্যতামূলক ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইন থাকার কথা, সেটার ধারে কাছেও তিনি যাননি।

সবচাইতে আশ্চর্য্য কাজ করেছেন তার একদিন পরেই। তিনি শেখ হাসিনা, শেখ রেহানাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের সাথে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছাকাছি। কোয়ারেন্টাইন না মানায় দেশের নানান জায়গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রশাসন প্রবাসীদের জরিমানা করছেন, একই সাথে কারাগারেরও হুমকি দিচ্ছেন। যদিও প্রবাসীদের বিরাট অংশ আইইডিসিআর কর্তৃক নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় সাবেক মেয়র কামরানও তা উপেক্ষা করার সংস্কৃতি বহাল রেখেছেন। সাবেক মেয়র কামরানকে জরিমানা করার ক্ষমতা স্থানীয় প্রশাসন রাখে না, করতেও পারবে না। দেশে মেয়র কামরানদেরই জয়জয়কার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই যখন বলেন, করোনা হলো সাধারণ ভাইরাস, সর্দি-জ্বরের মতো ! প্রশ্ন হলো কে শুনবে তাদেরকে সচেতনতা?

প্রবাসীদের পরিবারগুলো আক্রান্ত হচ্ছে মর্মে খবর পাওয়া গেছে। উপেক্ষার সংস্কৃতি বারটা বাজাবে। প্রথমত প্রবাসীদের স্বজনরা আটকে যাবে এ ফাঁদে, পরবর্তী ধাপে পাড়াপড়শি ও নিকট আত্মীয়রা। এখনও প্রবাসীদের কাউকে টেস্ট করাতে বললে তিনি দড়ি ছেঁড়া গরুর মত হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছেন। মহামারী একটু জেঁকে বসলেই তিনি আর পার পাবেন না। আজ একজন ৬৫ বছরের বয়স্ক মানুষ আক্রান্ত হবার খবর বেরিয়েছে। তিনিও পরিবারের সদস্যদের দ্বারায় আক্রান্ত হয়েছেন।

একযোগে অনেকে আক্রান্ত হলে দেশের নাজুক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বসে যাবে। প্রবাসী, যারা বুক চিতিয়ে কোয়ারেন্টাইনের বিধি বিধান মানেননি, তখন দেখবেন-ডাক্তার মিলছে না, হাসপাতালে নেয়ার অ্যাম্বুলেন্স নেই, হাসপাতালে সিট খালি নেই, স্বজনরা ফোন ধরছে না, পড়শিরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এসবই দেখতে হতে পারে। এমন রোগ কারুর দেখা তখন মিলবে না। নিজের স্বজনদের লাশ অসুস্থ অবস্থায় নিজেকেই কবরে নামাতে হতে পারে। চোখের পানি, নাকের পানি একাকার করে সেই দিনটি না আসুক প্রত্যাশা করছি।

রাষ্ট্র প্রকৃত তথ্য গোপন করবে, নাগরিককে দোষী করবে, এটা রাষ্ট্রের স্বভাব,সরকারের স্বভাব। আগে প্রশ্ন তোলেননি এখন প্রশ্ন তোলেন। আগে জানতে চাননি, এখন জানতে চান, জোরে না পারলে আস্তে আওয়াজ তোলেন, তবুও তোলেন। রাষ্ট্রের জন্য নাগরিক নয়, নাগরিকের জন্যই রাষ্ট্র। আপনি এই রাষ্ট্রের হকদার, রাষ্ট্রের পরিচালকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনেন। যারা এই আতংকজনক পরিবেশে হাস্যকর কথাবার্তা বলছে তাদের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলুন, এটা সার্কাস বা কমেডি শো দেখার সময় নয়।

ভাবুনতো আপনার নিজের বা পরিবারের কেউ করোনায় আক্রান্ত হলো। তখন কি করবেন? আপনাকে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরতে হবে। একের পর এক হাসপাতাল ফিরিয়ে দেবে। করোনা টেস্ট করবে না। একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে যেতে বলবে। শুনেছি, সেখানে সরকারের নির্দেশনা ছাড়া টেস্ট করা হয় না। হবে কিভাবে। আছে মাত্র ১৭৫০ টেস্ট কিট। একটাও নষ্ট করার উপায় নেই। তার উপর ভিআইপিদের জন্য রেখে দিতে হবে না?

ডাক্তাররা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। তাদের নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে নিজের মাস্ক নিজে কিনে নিতে। ডাক্তারদের সুরক্ষা কেবল ডাক্তারদের জন্যই জরুরি না বরং রোগীদের জন্য আরো বেশি জরুরি। ইতালিতে দেখা গেছে অরক্ষিত ডাক্তাররা প্রথমে সুপারস্প্রেডার ছিল। ওদিকে তাদের সুরক্ষার জন্য প্রটেকশন গিয়ার নেই। সুখের কথা হলো বিশ্ব জায়ান্ট কোম্পানির মালিক জ্যাক মা বাংলাদেশসহ আরো ৯ টি দেশকে মাস্ক এবং প্রটেকশন গিয়ার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এইদিকে কিছু উদ্যোক্তা করোনা মহামারীর মোকাবেলায় ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিনামূল্যে ৪ লাখ সুরক্ষাপোষাক বানাচ্ছেন যা তারা বিনামূল্যে দেবার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এগুলো বানানো হচ্ছে মার্স্ক অ্যাস্পেন্সারের সাথে নিয়মিত কাজ করা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে। ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে চার লাখ তৈরি হয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা মার্স্ক অ্যাস্পেন্সারের। এ গুলো দিলেও অন্তত আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের আগে এগুলো মিলছে না। অথচ এই সময়টা খুবই খুবই ক্রিটিক্যাল। অনেকেই অনেক কিছু করছে কিন্তু আমাদের সরকার, মন্ত্রণালয়, আমলা, চোর, ব্যাংক লুটকারী ও পাচারকারীরা কি করছে?

যে দেশের মন্ত্রী এমপিরা সর্দিকাশির চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে ছুটেন, প্রভাবশালী মন্ত্রী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হবার পর ডেঙ্গু প্রতিরোধের পরিবর্তে নিজ কার্যালয়ে ও সংসদে যেতে আতংকবোধ করেন, প্রধানমন্ত্রী ১০টাকার টিকিট কেটে চিকিৎসা নেবার পর দেশের বাইরে যান চিকিৎসা করাতে। ওই দেশের সাধারণ মানুষের 'এসো এসো আমার ঘরে এসো' গান গেয়ে করোনাকে বরণ করে মরে যাওয়ায় ভালো। তবুও- মরার আগে অন্তত একবার আওয়াজ তুলেন- যারা বেঁচে আছে ওই সব সাধারণ মানুষের জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

বৈশ্বিক বিপর্যয় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মোটাদাগে বাংলাদেশের সামনে দুটি উপায় উপস্থিত হয়েছে।
১) ভারতের মোদী মারফত সার্ক সংযোগ সক্রিয় করে আঞ্চলিক তহবিল গঠন, সম্মিলিত কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।
২) ডাঃ জাফরুল্লাহর গণস্বাস্থ্য উদ্ভাবিত সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য কিট কাজে লাগিয়ে আক্রান্তদের চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

যদিও অভিজ্ঞাত বাস্তবতা হচ্ছে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত হবার কারণে সার্ক (সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন) বরাবর অবহেলিত হয়ে আসছে, বিপরীতে সার্ক বাদ দিয়ে বিমসটেক সক্রিয় করার ব্যর্থ প্রয়াস চলেছে। অন্যদিকে, বিএনপি ঘরানার বুদ্ধিজীবী চিহ্নিত জাফরুল্লাহ চৌধুরীকেও রাজনৈতিক কারণে নানাভাবে কোনঠাসা করে রাখার চেষ্টা চলেছে। স্বল্পতমমূল্যে কিডনি ডায়ালায়সিসসহ অন্য অনেক সাশ্রয়ী স্বাস্থসেবা জাতীয়ভাবে প্রমোট করার পরিবর্তে উল্টো তাঁকে শহীদ মিনারে প্রকাশ্যে অপমান অপদস্ত করা, এমনকি মাছ চুরির মতো হাস্যকর দায় দেখিয়ে তার নামে মামলা মোকদ্দমা করে হয়রানি করা হয়েছে। তো, এসমস্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে এ দুটো সরকার-অপছন্দ উপায় আদতে মহামারী করোনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকারি তরফে কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পাবে, এ নিয়ে সন্দেহের সঙ্গত কারণ আছে। তবুও ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে ইঁদুর বিড়াল বা সাপ ব্যাং যেমন সব ভুলে জীবনের তাগিদে একসাথে একস্থানে আশ্রয় নেয়, আওয়ামী লীগও তেমন করে তার অহমিকা অগ্রাহ্য করে নির্বিশেষ সবাইকে সাথে নিয়ে উদ্ভূত এই বিপর্যয় মোকাবেলায় উদ্যোগী হবে, এমনটিই আশা করতে হয়।

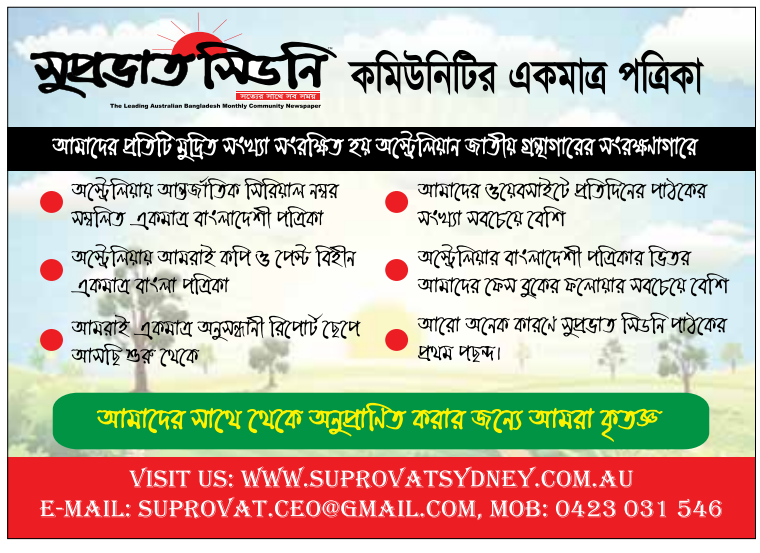

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes to an end I want to thank the Islamic community for the generosity and charity they have shown to every Australian during the month of Ramadan.

Eid mubarak

Tony Burke

TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 **Email:** tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au @Tony_Burke Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

ADVERTISEMENT

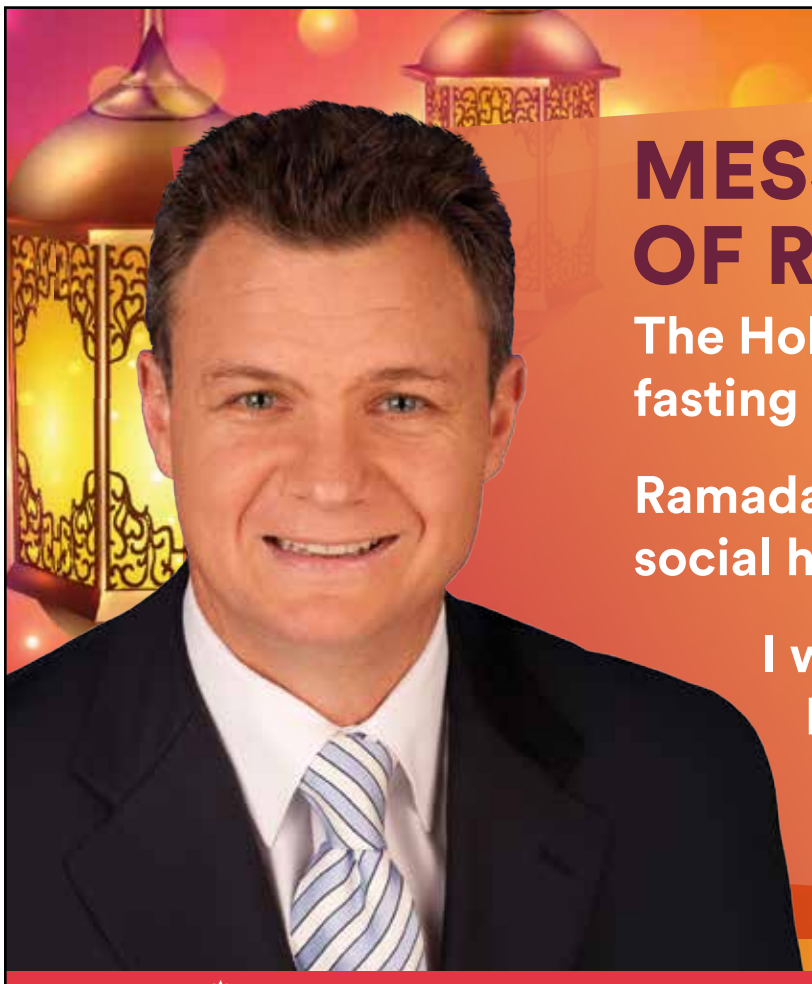

MESSAGE FOR THE START OF RAMADAN

The Holy Month of Ramadan is a time of prayer, fasting and the renewal of faith.

Ramadan is a special reminder of the importance of social harmony and cohesion in our community.

I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.

Ramadan Kareem

MATT THISTLETHWAITE MP

FEDERAL MEMBER FOR KINGSFORD SMITH

Office: Shop 6, 205 Maroubra Rd, Maroubra **Mail:** PO Box 895, Maroubra NSW 2035 **Email:** Matt.Thistlethwaite.MP@aph.gov.au
Phone: (02) 9349 6007 **Fax:** (02) 9349 8089 **www.mattthistlethwaite.com.au** www.facebook.com/ThistlethwaiteM @Mthistlethwaite

Authorised by Matt Thistlethwaite MP, Shop 6, 205 Maroubra Rd, Maroubra.

ADVERTISEMENT

Ramadan Mubarak

Best wishes to everyone celebrating this holy month of Ramadan. Wishing you, your family and friends peace, happiness and prosperity.

ED HUSIC MP

FEDERAL MEMBER FOR CHIFLEY

Office: Shop 6, 15 Cleeve Close, Mt Druitt 2770 **Email:** contact@edhusic.com
Phone: (02) 9625 4344 ehusic @edhusicmp **edhusic.com**

Authorised by Ed Husic, ALP, 6/15 Cleeve Close Mt Druitt

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Jihad Dib MP

**Member for Lakemba, Shadow Minister for Education,
Acting Shadow Minister for Multiculturalism.**

*During this difficult time,
I hope you've had a blessed
Ramadan and wishing you
and your loved ones a
happy, peaceful and
joyful Eid-ul-Fitir*

P 9759 5000 F 9759 1945
E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Level 3 Roselands Shopping Centre
P.O. Box 5 Roselands NSW 2196

Australian Labor

আহমদের কোরআন সম্পর্কে দেয়া তথ্যসমূহ গোপালের নিকট একেবারেই নতুন। সে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের সাথে চলাফেরা করছে কিন্তু কখনও এধরণের তথ্য জানার সুযোগ তার হয়নি। যে বিষয়টিতে গোপাল সবচেয়ে বেশী অবাক হচ্ছে তা হোল, সে যখনই কোন প্রশ্ন করছে আহমদকে, আহমদ তার উত্তর দিচ্ছে কোরআন থেকে। কোরআন যেন গোপালের জন্যই লেখা এক গ্রন্থ। তার মানে কি তাহলে গোপালের সকল প্রশ্নের উত্তরই কোরআনে রয়েছে। আজ সে আহমদের কাছে কোরআন সম্পর্কে আরও কিছু নতুন প্রশ্ন নিয়ে এসেছে।

- আচ্ছা আহমদ ভাই, আপনার কাছ থেকে জানলাম কোরআন মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে লিখে নাই। এটি স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ্য থেকে এসেছে। আমাকে এখন একটু বলুন। আমি যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেই কোরআন মুহম্মদের বা অপর কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ, আপনি কিভাবে তা খন্ডন করবেন?

- গোপাল দা, আপনি অত্যন্ত কমন প্রশ্ন করেছেন। এ পর্যন্ত বহু মানুষ এ প্রশ্ন করেছে এবং সকলেই তাদের উত্তর পেয়ে গিয়েছে। আমি আপনাকে অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। এতে যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, তবে আমি আরও উদাহরণ দেব।

- প্রথমেই বলে নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন লেখাপড়া না জানা মানুষ। জীবনে কখনও কোন স্কুলে বা স্কুলের বাইরে করোও কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন নি। একজন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তি। তাঁর পক্ষে কিভাবে কোরআনের মত একখানা বিজ্ঞানসম্মত, ব্যকরণগত নির্ভুল গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। গোপাল দা, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন, এটা আদৌ সম্ভব কিনা।

তিনি নবীত্ব বা নবুয়ত লাভ করেন চল্লিশ বছর বয়সে। এর আগে তিনি কিরূপ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তা সকলেরই জানা। আরব ভূখণ্ডে সে সময় গোত্রে-গোত্রে মারামারি, হানাহানী ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। বিদেশী পরাশক্তিরা সে সময় আরব ভূখন্ড শাসন পর্যন্ত করতে চাইতো না। সেই বিরূপ পরিবেশে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সততার জন্য সে সময় তাঁকে আল-আমীন অর্থাৎ সত্যবাদী উপাধিতে ভুষিত করা হয়েছিল। তিনি হটাৎ করে মানুষকে মিথ্যা বলবেন আর এর ফলে নিজেই নিজের জীবনের উপর অবিশ্বাসীদের অমানুষিক নির্যাতন ডেকে আনবেন এটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

আর কোরআন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অথবা অপর কোন মানুষের রচনা হতে পারেনা সে বিষয়ে আপনাকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় আগে নাজিল হলেও কোরআন একমাত্র গ্রন্থ যা আজ অবধি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে। আপনি হয়তো নিউজটি দেখেছেন, বছর খানেক আগে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কোরআনের একখানা কপি পাওয়া গিয়েছিল। দেশ-বিদেশের সকল মিডিয়াতে সে সময় খবরটি এসেছিল। এক্সপার্টদের মতে কপিটি কমপক্ষে ১৩৭০ বছরের পুরনো ছিল। অর্থাৎ এটি তৈরি হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মাত্র বিশ বছর সময়কালের মধ্যে। আপনি আশ্চর্য হবেন যে সেই কপির সাথে আজকের কোরআনের কপির শতভাগ মিল রয়েছে। কোরআন নাযিল হবার দিন থেকে আজ অবধি একটি শব্দও কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। এটি কেউ করলে সে ধরা খেয়ে যাবে কেননা শুরু থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ কোরআন মুখস্থ রাখছে। যাদেরকে কোরআনের হাফেজ বলে। হাফেজরা সহজেই কোরআন পরিবর্তনকারীকে ধরে ফেলবে। এই ধরুন, আমার কথা। আমার কিন্তু কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে। আমাকে মুখস্থ করতে হয়েছে কেননা একাজটি করা ছাড়া আমি নামাজ আদায় করতে পারবোনা। আর নামাজ তো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এক বাধ্যতামূলক ইবাদত। আল্লাহ তাঁর কালামকে হেফাজত করতে আমাদেরকে ব্যবহার করছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেনঃ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। [সূরা হিজর:৯]। দেখছেন তো আল্লাহ কিভাবে এ গ্রন্থ সংরক্ষণ করছেন। দ্বিতীয় উদাহরণ দিচ্ছি কোরআনের ভবিষ্যৎবানী বিষয়ে। কোরআন একমাত্র গ্রন্থ যাতে বর্ণিত সকল ভবিষ্যৎবানী ১০০% সত্য হয়েছে। যেমন ধরুন, কোরআন বলছেঃ রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। [সূরা আর-রূম:২-৪] এখানে চতুর্থ আয়াতে 'বিদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবিতে এ শব্দের মানে হলো কয়েক। যা সংখ্যায় তিন থেকে দশের মধ্যবর্তী কোন সংখ্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সময়কালীন সময়ে দুইটি পরাশক্তি ছিল। যার একটি হোলঃ পারস্য, অপরটি হলোঃ রোমান। ৬১৬ খ্রীস্টাব্দে পারস্য ও রোমানদের মাঝে যুদ্ধ হয়। এতে পারস্য জয়লাভ করে। এ যুদ্ধে তারা বৃহত্তর সিরিয়া, মিশর দখল করে নেয়। কন্সটেন্টিনপলকে তাদের রাজধানী করে নেয়। এ জয়ের পর কোরআন ভবিষ্যৎবাণী করেছে রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে আবার দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ সংগঠিত হয় আর এতে সত্যি সত্যি রোমানরা বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধে তারা তাদের হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করে নেয়। গোপাল দা, কতদিনের মধ্যে এটা ঘটে জানেন? মাত্র ছয় বছরের মাঝে। ছয় সংখ্যা হোল তিন ও দশ সংখ্যার মধ্যবর্তী এক সংখ্যা। কোরআনের ভবিষ্যতবানী কিভাবে সঠিক হয়ে গেছে, লক্ষ্য করেছেন।

গোপাল দা, কোরআনে উল্লেখিত প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ ১০০% সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নীচের আয়াতখানা খেয়াল করুন। যেখানে আল্লাহ বলেনঃ আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী। [সূরা আয-যারিয়াত: ৪৭]

গোপাল দা, আরবী ভাষায় কিন্তু কারক দুই প্রকার। অতীত কারক ও বর্তমান- ভবিষ্যৎ কারক। অর্থাৎ একই শব্দ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কে বুঝাতে পারে। উল্লেখিত আয়াতে আরবী শব্দ "মুসিউন" ব্যবহার করা হয়েছে যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কারক। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মহাকাশ সম্প্রসারণ হচ্ছে ও হতে থাকবে। বৈজ্ঞানিক এ তথ্য ততদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল যতদিন পর্যন্ত স্পেকটোগ্রাফ এবং ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ আবিস্কৃত হয়নি। এডওয়ার্ড হাবেল নামক এক বিজ্ঞানী ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম এটি পর্যবেক্ষন করেন। পরবর্তীতে তা এনসাক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে প্রকাশিত হয়েছে যা কোরআনের দেয়া তথ্যের সাথে হুবহু মিলে গেছে। [সূত্রঃ দি নিউ এনসাক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৬, পৃঃ ১১৪]

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছিলো। আহমদকে মাগরিবের নামাজের জন্য এখনই উঠতে হবে। গোপাল ও সৌরভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আহমদ মসজিদের দিকে দ্রুত পা ফেললো। **চলবে**

লেখকঃ প্রকৌশলী, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি (IOU) তে ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইসলামিক স্টাডিজে (৯ম সেমিস্টারে) অধ্যয়নরত

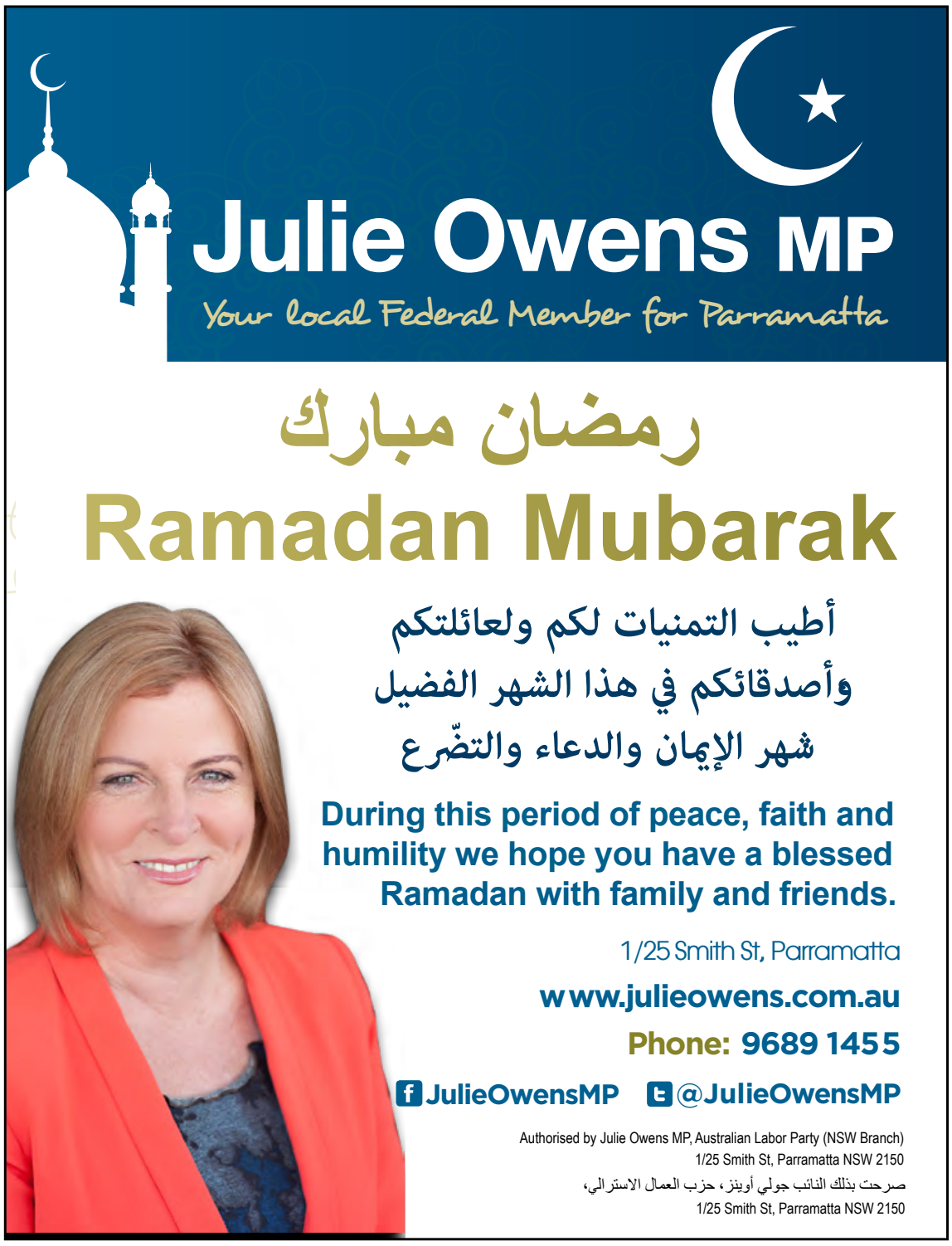

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

7

আতিকুর রহমান

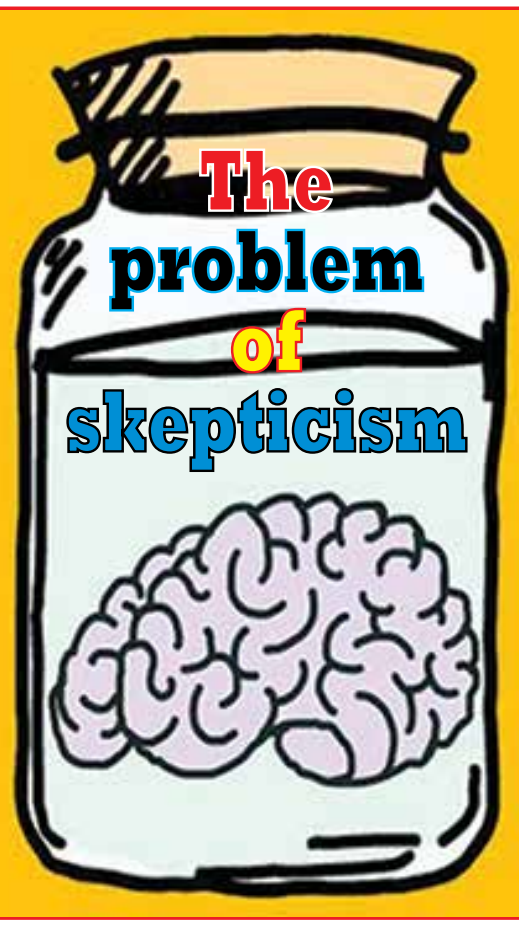

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ADVERTISEMENT

JASON CLARE MP
FEDERAL MEMBER FOR BLAXLAND

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced educators who are able to fulfill your expectations and needs about your child.

We offer various childcare services including:

- Full-time, part-time or casual care
- Before/after care for 5-12 year olds
- School holiday care
- Emergency care
- Overnight and shift work

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde, Lakemba - 2193

Educator contact No.: 0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

কবি মুহম্মদ আবদুল খালেককে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে সংবর্ধনা প্রদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিশ্ব কবিতা কংগ্রেসের সভাপতি কবি ও মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবদুল খালেককে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এসময় নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ক্যাম্বেলটাউনের সহ সভাপতি এইচ এম হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্ব বাঙালি সম্মেলন ও বিশ্ব কবিতা কংগ্রেসের সভাপতি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী কবি আবদুল খালেককে তাঁর কবিতা ও সাহিত্যের জন্য সম্মাননা এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুফাজ্জল হোসেন ভূঁইয়া, মোস্তফা কামাল, মোঃ মাইনুল ইসলাম, মোঃ জহুরুল ইসলাম, মোঃ জিয়া উদ্দিনসহ আরো অনেকে। সংবর্ধনার পর নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়। নৈশভোজের পূর্বে দোয়া করা হয়।

সংবর্ধনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি আবদুল খালেক বলেন, বাংলা ভাষা জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সর্বপ্রথম দাবি উত্থাপন করেন। অচিরে বাংলা ভাষা জাতিসংঘে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ঢাকায় তাঁর ও বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের উদ্যোগে বিশ্ব বাঙালি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাম্প্রতিক ভারতের গণহত্যা নিয়ে লাইভ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবার সুপ্রভাত সিডনি দ্বারা পরিচালিত লাইভ অনুষ্ঠান ফেস টু ফেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক পত্রিকা Australasian Muslim times (AMUST) এর প্রধান সম্পাদক জিয়া আহমেদ।

ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদেরকে নির্বিচারে গণহত্যার ইস্যু নিয়ে তিনি অত্যান্ত সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আমাদের ফেসবুকে (https://www.facebook.com/suprovatpage/?ref=bookmarks) অথবা ইউটিউবে (https://www.youtube.com/results?search_query=suprovat+sydney) ঢুকে suprovat sydney লিখলেই আমাদের সবগুলো অনুষ্ঠান চলে আসবে। ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন,ফেসবুকে লাইক ও শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকুন।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11

পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোঃ ইমাম হোসাইন (ব্রুনাই)

নিশ্চয়ই কুরআন আমিই নাযিল করেছি। আর অবশ্যই তার হিফাজতের দায়িত্ব আমারই। (সূরা হিজর,আয়াত -০৯)

কুরআনের পরিচয়:

কুরআন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ঐ কিতাবকে বলা হয়, যা তিনি তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর উপরে দীর্ঘ তেইশ বৎসর কালব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়, প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছিলেন। ভাষা এবং ভাব উভয় দিক হতেই কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। অর্থাৎ কোরআনের ভাব (অর্থ) যেমন আল্লাহ্‌র তরফ হতে আগত তেমনি তাঁর ভাষাও।

কুরআন নাযিলের কারণ:

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষনের পরে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে বেহেশত হতে দুনিয়ায় পাঠানোর প্রাক্কালে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছিলেন যে, "তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে পড়। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে জীবন বিধান যেতে থাকবে। পরন্তু যারা আমার জীবন বিধান অনুসারে চলবে, তাঁদের ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবেনা। (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তিতে তাঁরা আবার অনন্ত সুখের আধার এ বেহেশতেই ফিরে আসবে)। আর যারা তা অস্বীকার করে আমার নিদর্শন সমুহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে„। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ৩৮-৩৯)

আল্লাহ্‌ তায়ালার উক্ত ঘোষণা মোতাবেকই যুগে যুগে আদম সন্তানের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ হতে হেদায়েত বা জীবন বিধান এসেছে। এই জীবন বিধানেরই অন্য নাম কিতাবুল্লাহ। যখনই কোন মানবগোষ্ঠী আল্লাহ্‌র পথকে বাদ দিয়ে নিজেদের মন গড়া ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে, তখনই কিতাব নাযিল করে আল্লাহ্‌ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

মানব সৃষ্টির সুচনা হতে দুনিয়ায় যেমন অসংখ্য নবী-রাসুল এসেছেন, তেমনি তাঁদের উপরে নাযিলকৃত কিতাবের সংখ্যাও অগণিত। নবীদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেমন সর্বশেষ নবী, তেমনি তাঁর উপরে নাযিলকৃত কুরআনও আল্লাহ্‌র সর্বশেষ কিতাব। অতঃপর দুনিয়ায় আর কোন নতুন নবীও আসবেন না এবং কোন কিতাবও অবতীর্ন হবে না।

কুরআন কেন এবং কাদের জন্য :

আল্লাহ তায়া,লা সকল সৃষ্টিকে প্রকৃতিগত ভাবেই জীবন পরিক্রমের জন্য পথনির্দেশ দান করেছেন। তবে কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু মানুষ আর জিন।

মানুষের সুন্দর, সফল ও কল্যাণের পথে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়া,লা মানুষের মধ্য থেকেই নবী রাসূল নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানুষের জন্যে হিদায়াত বা জীবন যাপনের পথনির্দেশ (guidance) প্রেরণ করেছেন।

তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের পথনির্দেশ হিসেবে আল কুরআন নাযিল করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, এটি(এই কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্যে একটি স্মারক ও উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা ইউসুফ : আয়াত,১০৪)

হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে এসেছে একটি কল্যাণময় উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা (যে অজ্ঞতা, অন্ধতা, সংশয়,কুটিলতা, দ্বৈততা) আছে, তার নিরাময়। (সূরা ইউনুস: আয়াত, ৫৭)

(এ কুরআন) এমন এক গ্রন্থ, (যা) আমি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনতে পারো। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত -০১)

এটি (এই কুরআন) মানবজাতির জন্যে এক সুস্পস্ট বিবৃতি (statement)।
(সূরা ইমরান, আয়াত -১৩৮)

*কুরআন অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণতি : কুরআন অমান্যকারীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করে আল্লাহ বলেন, আর যারা সে (হিদায়াত) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
(সূরা বাকারা, আয়াত-৩৯)

যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ ও পরাজিত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে দু:সহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
(সূরা সাবা,আয়াত-০৫)

এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন সূরা নং ও আয়াত প্রদত্ত হলো: ৩:১১; ৪:৫৬; ৫:১০; ৬:৩৯,৪৯,৫৪,৬৮,১৫০,১৫৭;সূরা৭:৯,৩৬,৪০,১৩৬,১৪৬,১৪৭,১৮২; সূরা৩৯:৭১,৭১ এবং আরো অনেক।

কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য:

কুরআনের আলোচ্য বিষয় হল, মানব জাতি। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যান ও অকল্যানের সঠিক পরিচয়ই কোরআনে দান করা হয়েছে। কোরআনের উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে খোদা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন, যাতে দুনিয়ায়ও নিজের জীবনকে কল্যানময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

ওয়াহীর সূচনা কিভাবে হয়েছিল:

বুখারি শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্নিত আছে। তাতে বর্ননা করা হয়েছে যে, "ওয়াহীর সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, হুজুর ঘুমের ঘোরে এমন বাস্তব স্বপ্ন দেখতে থাকেন যা উজ্জ্বল প্রভাতের ন্যায় বাস্তবায়িত হতে থাকে,। অতঃপর হুজুরের নিকটে নির্জনবাস আকর্ষনীয় অনুভূত হল এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনবাস শুরু করে দিলেন। এখানে তিনি একাধিক রাত্রি কাটিয়ে দিতেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় ও জরুরী সামগ্রী সাথে নিয়ে যেতেন। তা ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে এসে খাদীজার(রাঃ) নিকট হতে তা নিয়ে গুহায় ফিরে যেতেন। এভাবেই এক শুভক্ষনে হেরায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে হকের(ওয়াহীর) আগমন ঘটল। ফিরিশতা (জিবরাইল আমিন) এসে তাঁকে বললেন, আপনি পড়ুন। (হুজুর বলেন) আমি বললাম, আমি পাঠক নই। হুজুর বলেন, অতঃপর ফিরিশতা আমাকে বগলে দাবিয়ে ছেড়ে দিলেন। ফলে আমি খুব ক্লান্তি বোধ করতে থাকলাম। আবার তিনি আমাকে পড়তে বললেন এবং আমি একই জওয়াব দিলাম। তিনি আবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন এবং তিনবারই হুজুর একই জওয়াব দিলেন। অতঃপর ফিরিশতা পাঠ করলেন,

"তুমি পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে ঘনীভূত রক্ত বিন্দু হতে। তুমি পাঠ কর তোমার সেই মহিমান্বিত প্রভুর নামে যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানব জাতিকে শিখিয়ে দিয়েছেন যা সে জানত না„। (সুরা আলাকঃ ১-৫)

অতঃপর হুজুর উক্ত আয়াতসমুহ নিয়ে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন। আর খাদীজার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, `আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও,। এভাবে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়ার কিছুক্ষন পর তার অস্থিরতা কেটে গেল। তিনি হযরত খাদীজাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনালেন এবং বললেন, আমার নিজের জীবন সম্পর্কেই আমার ভয় হচ্ছে। হযরত খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ কিছুতেই আপনার কোন অনিষ্ট করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দরিদ্র ও নিরন্নকে সাহায্য করেন, অথিতির সেবা করেন এবং উত্তম কাজের সাহায্য করেন„। অতঃপর হযরত খাদীজা হুজুরকে নিয়ে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলিয়াতে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা জানতেন। আর ইঞ্জিল হতে উক্ত ভাষায় যা ইচ্ছা নকল করতে পারতেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদীজা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই আপনার ভাইপোর ঘটনা শুনুন, ওয়ারাকা সব ঘটনা শুনে বললেন, "এতো সেই ফিরিশতা যিনি হযরত মুসার (আঃ) কাছে এসেছিলেন। আফসোস! তোমার লোকেরা তোমাকে যখন দেশ থেকে বের করে দিবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম!„ হুজুর বললেন, তাহলে কি তারা আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা পেয়েছ ইহা যে যে পেয়েছে তার সাথে অনুরুপ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যদি ঐ দিন জীবিত থাকি, তাহলে তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করব। অতঃপর পুনরায় ওয়াহী নাযিলের আগেই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি যেদিন ঘটে সেদিন ছিল ১৭ই রমজান সোমবার। হুজুরের বয়স ছিল তখন চল্লিশ বছর ছয় মাস আট দিন। অর্থাৎ ৬ই আগস্ট ৬১০ খৃস্টাব্দ।

কুরআনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য :

আল কুরআনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, আল্লাহর বাণী হিসেবে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস সহাপন করা -ঈমান আনা। কুরআন পড়তে শিখা ও নিয়মিত পাঠ করা। কুরআন বুঝা ও কুরআনে কি আছে তা জানা। কুরআনের হুকুম বিধান মেনে চলা ও অনুসরণ করা। যারা জানেনা তাদের কে কুরআন শিক্ষা দেয়া। কুরআন প্রচার করা ও কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকা। কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কাজ করা। আল্লাহ বলেন, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়া,লা, তাঁর রাসূল এবং আমি (কোরআন আকারে) যে আলো (তোমাদের জন্যে) নাযিল করেছি তার ওপর ঈমান আনো। (সূরা তাগাবুন,০৮)

এ হচ্ছে এমন একটি কিতাব যা আমিই নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো,আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে।
(সূরা আনয়াম,আয়াত- ১৫৫)

সম্মানিত পাঠক, ইনশা-আল্লাহ সামনেই কুরআন নাযিলের মাস পবিত্র মাহে রমযান। তাই আমাদের উচিত এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ অধ্যয়বে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করা। এক্ষেত্রে কোরআনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, আল কুরআন একাডেমি পাবলিকেশন্স।

কুরআনুল কারিম, তাফসির ইবনে কাসীর,তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। শব্দে শব্দে আল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী। মূল কপি সংগ্রহ সম্ভব না হলে আমরা সহজে ডাউনলোড করে অধ্যয়ন করতে পারি।

"সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে, আমাকেও রাখিও রহমান, যারা কুরআনের আহবানে নির্ভীক, নির্ভয়ে সব করে দান "

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশীদের আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা দিল SPMC

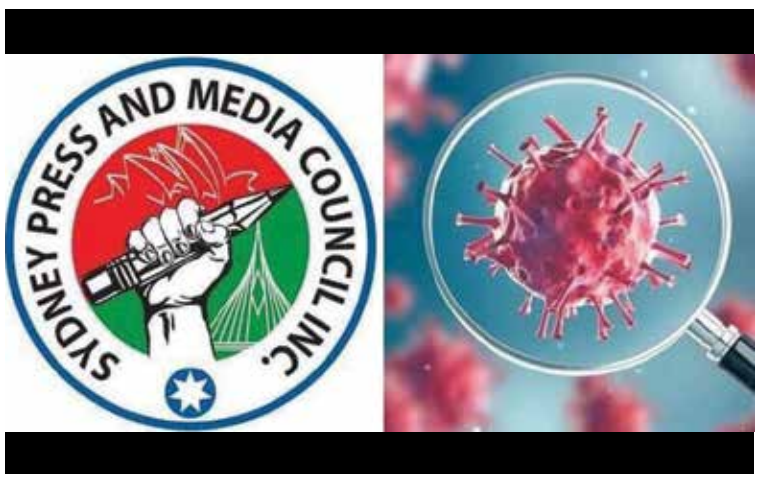

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশীদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC) .
জানা গেছে, সম্প্রতি করোনা ভাইরাসে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন আগামী ৬ মাসের জন্য ১৮৯ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা ঘোষণা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরায় এ আর্থিক সুবিধা পাবেন।
কিন্তু সিডনিতে যেসব বাংলাদেশী রিফিউজি রয়েছেন যারা করোনা ভাইরাসের কারণে সম্প্রতি চাকুরিচ্যুত হয়েছে এবং অনেকের কাজের বৈধ কোন অনুমতি নেই বিধায় অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছ থেকে তারা কোন আর্থিক সহযোগিতা পাবেন না।
তাই সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল রিফিউজিদেরকে এবং করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদে থাকার জন্য বাংলাদেশের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে কাউন্সিলের সভাপতি ড. এনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মতিন জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাস সংকটে যে সমস্ত সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশী রিফিউজি তাদের চাকুরি হারিয়েছেন কিংবা অর্থনৈতিক মন্দায় দিন যাপন করছেন তাদের সহযোগিতা করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে তাদের সম্ভাব্য সহায়তা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।
সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তাদেরকে সার্জিক্যাল মাস্ক, হাতধোয়ার জন্য তরল সাবান ও হ্যান্ড সেনিটাইজারসহ প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হবে।
বিবৃতিতে সভাপতি ও সম্পাদক আরো জানান, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই মহতি উদ্যোগে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করার বিনীত অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে দাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানদের নামসহ রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।
সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশী রিফিউজিরা যে কোন জরুরি সম্ভাব্য সহায়তার জন্য এবং সাহায্যকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সভাপতি ড. এনামুল হক (০৪১৬ ৭৪৭ ৯১৪), সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল মতিন (০৪৩৩ ৩৪৮ ৮০২) কিংবা সিনিয়র সহ সভাপতি আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম (০৪২৩ ০১৩ ৫৪৬) এর সাথে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন।

সুপ্রভাত সিডনি-তে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন শিহাব

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝে প্রনিধাণযোগ্য ও অগ্রগণ্য বাংলাভাষী পত্রিকা `সুপ্রভাত সিডনি,তে সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন শিহাব। গত ১৩ মার্চ বাংলাদেশী অধ্যুষিত সাবার্ব লাকেম্বার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত পত্রিকাটির সাধারণ সভায় তাকে বরণ করে নেন প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীমের নেতৃত্বে সুপ্রভাত সিডনির অন্যান্য সংবাদকর্মীরা।
বাংলাদেশে সাংবাদিকতায় প্রায় দীর্ঘ দুই যুগের ক্যারিয়ার গড়েছেন শাহাব উদ্দিন শিহাব। প্রথম বারো বছর প্রিন্ট মিডিয়ায় অভিজ্ঞতার পর বৈশাখী টেলিভিশনে যোগদানের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যাত্রা শুরু করেন তিনি। সেখানে তিনি সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও নানা সময় বাংলাদেশের বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন চ্যানেল ২৪ ও বাংলাটিভিতে কাজ করেছেন শিহাব। পাশাপাশি তিনি দেশের জাতীয় দৈনিক খবরপত্র এবং সিলেটের আঞ্চলিক দৈনিক জালালাবাদ, সবুজ সিলেট, দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকাগুলোতেও জেষ্ঠ্য প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন।
দেশের গণমাধ্যম কর্মীদের মাঝে সাংবাদিক সমাজের স্বার্থে কাজ করা একজন পেশাজীবি নেতা হিসেবেও তার পরিচিতি রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন (ইমজা) সংগঠনটির তিনবারের সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
শিহাবকে সুপ্রভাত সিডনিতে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত এদিনের সাধারণ সভায় শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পত্রিকাটির সম্পাদক ড. ফারুক আমিন এবং রিপোর্টার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ও আবুল বাশার। তারা সকলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে একজন পেশাজীবি সংবাদকর্মীর লেখা ও অবদানের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ায় বহুলপরিচিত পত্রিকাটির মান আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় বঙ্গবন্ধুর শতমত জন্মদিন পালন

সুপ্রভাত সিডনি

অস্ট্রেলিয়া ও সিডনি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিন ১৭ মার্চ রাত ১২.১ মিনিটে ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রাণ সম্পাদক আবুল বাশার রিপন। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের (একাংশ) সভাপতি সিরাজুল হক , কচি, রতন, খুসবু, দিদার, রুবেল ও আলম,মিকু।
সিডনি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি গাউসুল আজম শাহজাদা, ফয়সাল আজাদ,শহিদুর রহমান, শাহজাহান মিল্টন ও মানিক নাগ, মুশফিকুর রহমান, তরিকুল ইসলাম ও এস.কে কাইয়ুম, ইমরান হেসেন, আবু সুফিয়ান মাতবর, মো. রোহান ও করিম খান, মো. আব্দুস সালাম, মেহেদী হাসান প্রমুখ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11

কোরোনা ভাইরাস ভার্সেস প্রাসঙ্গিক ভাবনা

১ম পৃষ্ঠার পর

এর গভীরে অনেক অনেক যুক্তি -তর্ক ও গবেষণা দরকার যা হয়তো খুব তাড়াতড়ি সকলের কাছে প্রচারিত হয়ে যাবে মিডিয়ার বদৌলতে।

সারা বিশ্বের প্রায় সব জায়গা আতঙ্কের শহরে পরিণত হয়ে লক ডাউন বা তালাবদ্ধ করে ফেলেছে শুধুমাত্র করোনা থেকে বাঁচার জন্যে। বিশ্বের ক্ষমতাসীন দেশগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের প্রায় ২শত দেশে কোরোনার প্রকোপ বলে মিডিয়ায় প্রকাশ। সারা বিশ্ব আজ ভয়াবহ আতংকে গভীর নিস্তব্দ। কারো মুখে কোনো উচ্চ বাক্য নেই ,সাড়া শব্দ নেই। যার যার মৃত্যু ভয়ে আত্মারাম খাঁচায় উঠেছে। কোথায় আজকে বিশ্ব মোড়লদের বড় বড় কথা ? কোথায় টেকনোলজি ? কোথায় ওই সমস্ত অন্তর্কজাতিক গুন্ডা ,যারা কথায় কথায় যে কোনো দেশে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে দেয় ? কোথায় ওই সমস্ত অন্তর্কজাতিক গুন্ডাবাহিনী ,যারা কথায় কথায় যুদ্ধ বিমান পাঠিয়ে দেয় ? কোথায় সে সমস্ত ক্ষমতাধর বিশ্ব নেতৃবৃদ্ধ যারা কথায় কথায় তাদের টেকনোলজির বড়াই দেখায় ? কোথায় সে সমস্ত বিশ্ব মাতব্বর যারা কথায় কথায় দেশের পর দেশ ধ্বংস করে আনন্দের ঢেঁকুর তুলছে ? কোথায় আজ সে সমস্ত কসাই যারা মুসলমানের রক্তে গোসল করে আনন্দের বন্যা ছড়াচ্ছে ? কোথায় সে সমস্ত ইবলিশের দল যারা কথায় কথায় মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী টাইটেল দিতে পছন্দ করে ? কোরোনার কাছে আজ সকলেই ধরাশায়ী ! সকলের ঝারি -ঝুরি সব খাঁচায় উঠেছে। কোনো টেকনোজিতে কাজ হচ্ছে না। সব বিশ্ব মোড়ল বা মাতব্বররা আজ কুপোকাত ! সবাই যার যার ইয়ানোফসি। এ যেন হাশরের ময়দান ! কেউ কারো নয়। মারা গেলে কেউ কবর দিতেও ভয় পাচ্ছে। সংক্রামক রোগ ! অথচ সংক্রামক বলতে ইসলামে কোনো শব্দ নেই। সংক্রামক শব্দ একটি গলদ ধারনা। যার যেখানে মৃত্যু আছে সেখানে তার মৃত্যু হবেই। দুরারোগ্যের ভয়ে কেউ সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলেও আল্লাহ চাইলে তাকে ওই রোগে আক্রান্ত করতে পারেন। আবার চীনের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা অনেক সুস্থ আছেন। এতেও যদি আমাদের ঘুম না ভাঙ্গে তবে আর কখন ভাঙবে ? মালাকাল মউত হাজির হলে ?

আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এ রোগ একমাত্র নিরাময় সম্ভব। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ গুলো এখন সবাই স্বীকার করছে। কোনো ঔষধ এ পর্যন্ত আশ্বাস দিতে পারেনি কোরোনা থেকে বাঁচার। কোরোনার চিকিৎসা দিতে যেয়ে এ পর্যন্ত অনেক ডাক্তার অক্কা পেয়েছেন। অর্থাৎ মেডিক্যাল সাইন্স ১০০০% কলাপ্স ! তবে আল্লাহপাক পবিত্র কোরানে যতগুলো খাবারের নাম উল্লেখ করেছেন অবশ্যই তাদের ভিতর শিফা লুকিয়ে আছে । নবী (সা:) যা খেতে বলেছেন বা উনি যা সবসময় খেতেন,উনি যেভাবে চলতেন বা চলার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে জীবন কাটালে কোনো রোগ স্পর্শ করবেন না। নবী (সা:) এর সুন্নতের ভিতর ই সকল সমাধান-যদি সবাই বুঝতে পারে।অনেক বিধর্মীরা গবেষণা করে আমাদের নবী (সা:) এর সুন্নতের গুণাবলী বর্ণনা করচেন ,অথচ মুসলমানেরা এখনো সুন্নত থেকে অনেক অনেক দূরে। নবী (সা) এর সুন্নত যে বুঝে নাই ,তার মতো হতভাগা দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নাই। নবী (সা:) এর সাহাবী (রা:) ও আমাদের মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্ষের ভিতর একটি হচ্ছে -প্রতিটি সাহাবী সুন্নতের উপর আমল করতেন ফরজের মতো ! আর তাইতো তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী হয়েছেন। অথচ আমরা অনেকে বলি -এটাতো সুন্নত,না করলেও হবে। যে ব্যক্তি সুন্নত বুঝেন নাই -সে ব্যক্তি অবশ্যই অবশ্যই গোমরাহীর ভিতর আছেন ,তিনি হয়তোবা প্রতি বছর হজ্জ করেন বা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন অথবা অন্য আরো অনেক আমল করেন। ফরজ পালন করার পাশাপাশি সুন্নতের উপর বিশেষ গুরুত্ত দিতে হবে, নতুবা পুরোপুরি রহমত-বরকত নিজের জিন্দেগীতে আসবেনা ,পরিবারের ভিতর না।

চীনাদের ল্যাব থেকে এ রোগের উৎপত্তি হলেও আল্লাহপাকের নির্দেশে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে ছড়াচ্ছে। আল্লাহপাক যাকে চাইবেন এ রোগে ধরাশয়ী করবেন আর যাকে চাইবেন নিস্তার দিবেন। হে আল্লাহ -তোমার দ্বীন সম্পর্কে আরো কিছুটা জ্ঞান দাও।

স্বয়ং চীনের ইউহান শহরে আমাদের বাংলাদেশী প্রাকটিস মুসলমান সহ অন্নান্য মুসলমান আছে ,যাদের কোনো সমস্যা নেই -শারীরিক ভাবে অত্যান্ত সুস্থ আছেন। আল্লাহপাকের এ আজাব থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহমুখী হতে হবে -খুব স্বাভাবিক কথা। ইসলাম বিরোধীদের কাছে যদিও এ কথার কোনো গুরুত্ত নেই। এ মুহূর্তে যদিও তাদের মুখেও কোনো আওয়াজ নেই। কট্টর ইসলাম বিরোধী ফেরাউনও আল্লাহ পাকের বড়ত্ব উপলব্ধি করেও তার সঙ্গদোষে হেদায়েতের রাস্তা থেকে গোমরাহ হয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে চাইবেন ,তাকেই হেদায়েত দিবেন তবে হেদায়েত চাইতে হবে।

বর্তমান বিশ্বের আল্লাহমুখী ও শয়তানমুখী সবাই আল্লাহপাকের অসীম ক্ষমতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন চায়নার রাষ্ট্রপতি
শি জিনপিং (Xi Jinping) মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। রমজানের সময় মুসলমানদেরকে জোর পূর্বক মদ ও শুকরের গোস্ত মুখে পুরেছে। দাড়ি ও নিকাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অনেক মসজিদ বন্ধ করেছে। সম্প্রতি কোরোনার প্রকোপে একই ব্যক্তিকে দেখা গেছে মসজিদে যেয়ে মুসলমানদের সাথে কুশল বিনিময় করছে। যদিও এ ব্যাপারে অথেনসিটি নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেকের। চায়নার পর কোরোনা আক্রান্ত সবচেয়ে ভয়াবহ দেশ হচ্ছে ইতালি। তাদের রাষ্ট্রপ্রধানেরও প্রায় একই স্বীকারক্তি।

ওদিকে হিন্দু নেতা দম্ভোক্তি করে বলেছিল তাদের দেবতা থাকতে কোরোনা নাকি কিছুই করতে পারবেনা। অথচ তার কথাও ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে অনেক অতি উৎসাহী হিন্দুরা কোরোনার প্রতিষেধক হিসেবে গরুর চনা, গৰুৰ ঘু,ছাগলের লেদি সব খাওয়া ধরেছে। ঘু মুত খেয়ে অনেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

মার্কিন গবেষক ড. ক্রেইগ কন্সিডাইন তার রিপোর্টে লিখেছেন ,"আপনারা কি জানেন মহামারির সময়ে সর্বপ্রথম কে এই সবচেয়ে ভালো ও প্রথম কোয়ারেন্টাইনের উদ্ভাবন করেছেন? আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে ইসলাম ধর্মের নবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোয়ারেন্টাইনের ধারণা দেন। যদিও তার সময়ে সংক্রামণ রোগের কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তারপরেও তিনি এসব রোগব্যাধিতে তার অনুসারীদের যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা ছিল COVID-19 এর মতো প্রাণঘাতী রোগ মোকাবেলায় দুর্দান্ত পরামর্শ। তাঁর সেই পরামর্শ মানলেই করোনার মতো যেকোনো মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।"

দুনিয়ার কোনো ডাক্তার বা গবেষক কোরোনার কোনো ঔষুধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। শুধু গণহারে বলছেন -হাত ধৌত করেন,মানুষ থেকে দূরে থাকেন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

PROTHOMBANGLADESH.NET

শেখ হাসিনা থাকতে করোনা ভাইরাস আমাদের কিছুই কর...

ORBITTIMES.COM

চীনের মুসলিমরা এখনো করোনাভাইরাস মুক্ত আছেন

করোনা ভাইরাস: মহানবীর নির্দেশনা মানার আহ্বান মার্কিন গবেষকের

ইত্যাদি। হাত ধোওয়ার ব্যাপার আসলে মুসলমানেরা নিশ্চই হাসেন ,কারণ প্রতিটি মুসলমান দিনে ৫বার ওযু করেন, ৩ বেলা খেতে বসার আগে সুন্নত হচ্ছে হাত ধোয়া,১বার গোসল করেন। যতবার ওয়াশরুমে গমন করেন ,ততবার হাত ধৌত করেন। অনেক অমুসলমান হয়তো এতবার হাত ধৌত করার কথা কখনো শুনেনি। সুতরাং অনেকের কাছে হাত ধোয়া বা সেনিটেজ করা বিরাট ব্যাপার।

আবার এমনও লোক আছে যারা সপ্তাহে ২/১দিন গোসল করে , তাদের জন্য হাত ধোয়া বা সেনিটাইজিং করা বিরাট বিষয়। কারণ ,আমাদের ইসলাম ধর্ম মতে -পরিষ্কার পরিছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। মুসলমানদের কাপড় চোপড় যেমন সব সময় পরিষ্কার তেমনি শরীরও। একজন প্রেক্টিস মুসলমান হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে পরিস্কার বা পরিচ্ছন্ন প্রাণী।

অনেকে দেশে দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো - আমরা যারা জন্মগত মুসলমান ,তারা কবে প্র্যাক্টিস মুসলমান হবো ? কবে আমরা আল্লাহ পাকের হুকুম ও নবী (সা) এর আদেশ উপদেশ মেনে চলবো ? দুনিয়া আখেরাতে শান্তি ও কামিয়াবী একমাত্র দ্বীনের ভিতর রেখেছেন আল্লাহপাক। এ কথা গুলো যে যত দেরিতে বুঝবে সে ততো বেশিদিন ভুগবে। যুক্তি,তর্ক,অহেতুক প্রশ্ন বা পাকনামি না করে সোজা আল্লাহপাকের কাছে আত্মসমর্পণ করে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। অনেক অনেক প্রাকটিস মুসলমান দিন রাত কান্নাকাটি করছেন ,নফল রোজা রেখে, সদকা দিচ্ছেন। হয়তো করোনা থেকে শীঘ্র আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। কিন্ত তারপর ? হয়তোবা আবার নুতন কোনো আজাব আসবে। শুনা যাচ্ছে,নুতন আরেকটি ভাইরাস আসছে যার নাম হচ্ছে "হানটা ভাইরাস" , এর ভয়াবহতা নাকি করোনা থেকেও প্রায় ৩৬ গুন বেশি। এগুলো আল্লাহ পাকের আজাব। কোনো না কোনো ভাবে আল্লাহপাক দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন -পাঠাবেন। কোনো মানুষের শরীরে সরাসরি,কখনো প্রাণীর দ্বারা,কখনো লেবের দ্বারা,কখনো গাছ পালার দ্বারা। যতোকিছু আমাদের নজরে আসে সবকিছু আল্লাহপাকের তৈরী মাখলুক। অনেককিছু আমরা দেখিনা -আল্লাহপাক দেখেন ও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেন ।যা কিছু দেখি বা না দেখি ,সবকিছু একমাত্র আল্লাহপাকের সৃষ্টি। সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নেই কাউকে ক্ষতি করা। এটাই হচ্ছে ঈমান। আর এ ঈমান যার যত বেশি মজবুত ,সে তত বেশি নম্র। সে অনেকের মতো উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করবেন না। যার ঈমান যত বেশি সে ততবেশি এবাদত করবে এটাই স্বাভাবিক। যার ঈমানে কমজুরি আছে -সে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভট প্রশ্ন করবে,মানুষ হাঁসাবে। প্রশ্ন করে নিজের পান্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করে তবে যাদের নূন্যতম দ্বীনি এলেম আছে তারা ওই সমস্ত ক্লাউনদের সাথে কখনো তর্ক দেননা। তারা মুসলমান,কিন্ত এমন এমন প্রশ্ন করবে -মনে হবে নাস্তিক। তাদের উদ্ভট প্রশ্ন : ক্কেন?কিভাবে ? তাহলে ওটা কেন হলোনা ইত্যাদি। প্রশ্ন করতে করতেই দুনিয়া থেকে একদিন হয়তো হেদায়েত না পেয়েই দুনিয়া থেকে হতভাগা বিদায় নিবেন। প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই,যে নাকি আল্লাহ ও সারসুল (সা:) কথা শুনবে ও বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে যাবে। সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারে দ্রুত যার ভিতর তলব ও মানার যোগ্যতা আছে। দুনিয়াতে কোরনা কোরোনা জিকিরে আজ সবাই মশগুল। দুনিয়াবাসী যেভাবে এ কোরোনাকে ভয় পাচ্ছে,তার অর্ধেক ও যদি কোরোনার নিয়ন্ত্রককে ভয় পেতো ,মনে হয় সকলকে আল্লাহপাক মাফ করে হেদায়েতের সুশীতল চাদরে মুড়ে নিতেন।

একজন প্রকৃত মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল রোগের উর্ধে থাকবে যদি তারা নবী (সা:) এর অনুকরণ ও অনুসরণ করেন। এলেম আল্লাহপাক ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছেন,এটাই হয়তো বেশির ভাগ মুসলমান জানেনা। আজকে মুসলমানই অমুসলমানদের মতো কাজ করছেন। আমাদের মুসলমান উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দের কাজ -কর্ম ,দিক নির্দেশনা নিয়ে অনেক সংশয়। বিশ্বের বড় বড় মুসলমানদের দেশ বলে আখ্যায়িত দেশের রাস্ট্র প্রধানদের জীবনী বা রাষ্ট্র পরিচালনা দেখলে যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারবেন ।ইসলামের নামে যতরকম অনৈসলামানিক জঘন্য কাজ তাদের দ্বারা হচ্ছে -শয়তানও লজ্জা পায়। একদিকে মুসলমানেরা জেনে শুনে আল্লাহপাকের দ্বীনকে অবজ্ঞা করছেন, অন্যদিকে হেদায়েত না থাকায় অন্যরাও একই কাজ করছেন ,অর্থাৎ আল্লাহ পাককে রাগন্বিত করার যত রোকোমরকম রাস্তা আছে ,সব অবলম্বন করা হচ্ছে -বুঝে ও নাবুঝে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহপাক আমাদেরকে ধ্বংস না করে এখনো দিব্বি বাঁচিয়ে রেখেছেন-এটাই আশ্চর্য্য -উনিতো গাফুরুর রাহিম ! হে আসমান জমিনের মালিক! আমাদেরকে পরীক্ষা নিও না. গুনাহগার হলেও আমরা তোমারই বান্দা। আমরা ক্ষমা চাই। আমাদের পাপের কারনে একের পর আল্লাহ পাক আজাব পাঠান,এজন্য বেশি বেশি তওবা,সদকা,নফল নামাজ,পবিত্র কোরান তিলাওয়াত ও কান্নাকাটি করা খুব দরকার। হে আল্লাহ রহম করো। আমাদেরকে মাফ করে দাও, রক্ষা করো (আমিন) । তবে আল্লাহ পাকের কিছু ধমক পবিত্র কোরান মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এখানে না বললেই নয়,যেমন :

-সূরা আহযাব-৯

-৯/ আর তারপর আমি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী । এমন এক বাহিনী যা তোমরা চোখে দেখতে পাওনি ।

-সূরা আনআম-৪২

-৪২/ তারপর আমি তাদের উপর রোগব্যাধি, অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা চাপিয়ে দিয়ে ছিলাম, যেন তারা আমার কাছে নম্রতাসহ নতি স্বীকার করে।

-সূরা ইয়াসীন-২৮-২৯

-২৮-২৯/ তারপর (তাদের এই অবিচার মূলক জুলুম কার্য করার পর) তাদের বিরুদ্ধে আমি আকাশ থেকে কোনো সেনাদল পাঠাইনি । পাঠানোর কোনো প্রয়োজনও আমার ছিল না । শুধু একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো, আর সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল (মৃত লাশ হয়ে গেল)

-সূরা আ'রাফ-১৩৩

-১৩৩/ শেষ পর্যন্ত আমি এই জাতিরকে পোকামাকড় বা পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, প্লাবন ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দিয়ে ক্লিষ্ট করি ।

-সূরা বাকারা-২৬

-২৬/ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মশা কিংবা এর চাইতেও তুচ্ছ বিষয় (ভাইরাস বা জীবাণু) দিয়ে উদাহরণ বা তাঁর নিদর্শন প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না ।

-সূরা আ'রাফ-৯৪

-৯৪/ ওর অধিবাসীদেরকে আমি দূঃখ, দারিদ্র্য রোগ-ব্যধি এবং অভাব-অনটন দ্বারা আক্রান্ত করে থাকি । উদ্দেশ্য হলো তারা যেন, নম্র এবং বিনয়ী হয় ।

-সূরা মুদ্দাসসির-৩১

-৩১/ তোমার "রবের" সেনাদল বা সেনাবাহিনী (কত প্রকৃতির বা কত রূপের কিংবা কত ধরনের) তা শুধু তিনিই জানেন।

-সূরা আন'আম-৬৫

-৬৫/ তুমি তাদের বলো যে, আল্লাহ্ তোমাদের উর্ধ্বলোক হতে বা উপর থেকে এবং তোমাদের পায়ের নিচ হতে শাস্তি বা বিপদ পাঠাতে পূর্ণ সক্ষম ।

-সূরা আ'রাফ-৯১

-৯১/ তারপর আমার ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করে ফেললো । ফলে তারা তাদের নিজেদের গৃহেই মৃত অবস্থায় উল্টো হয়ে পড়ে রইল ।

-সূরা কামার-৩৪

-৩৪/ তারপর আমি এই লূত সম্প্রদায়ের ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী এক প্রচন্ড ঘূর্ণিবায়ু ।

-সূরা ইউনুস-১৩

-১৩/ অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিলো।

-সূরা নং-৩৪ , আয়াত নং-১৬

JUGANTOR.COM

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হবিগঞ্জে পুণ্যস্নান!

-১৬/ তারপর প্রবল বন্যার পানি তৈরি করলাম এবং ফসলি জমিগুলো পরিবর্তন করে দিলাম। অকৃতজ্ঞ অহংকারী ছাড়া এমন শাস্তি আমি কাউকে দিই না ।
-সূরা বাকারা-১৪৮
-১৪৮/ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর (অর্থাৎ আরশ, পঙ্গপাল কিংবা ভাইরাস) সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ।
-সূরা বাকারা-১৫৫
-১৫৫/ আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি এবং ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে পরীক্ষা করব । তবে তুমি ধৈর্যশীলদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও ।
-সূরা সাফফাত-১৭৩
-১৭৩/ আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী (আমার পরিকল্পনা পূর্ণ করে)
-সূরা আন'আম-৪৪-৪৫
-৪৪-৪৫/ অতঃপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উপদেশ এবং দিক-নির্দেশনা দেওয়া হলো, তারা তা ভুলে গেল (আল্লাহর কথাকে তুচ্ছ ভেবে প্রত্যাখ্যান করলো) তাদের এই সীমালংঘনের পর আমি তাদের জন্যে প্রতিটি কল্যাণকর বস্তুর দরজা খুলে দিলাম অর্থাৎ তাদের জন্যে ভোগ বিলাসিতা, খাদ্য সরঞ্জাম, প্রত্যেক সেক্টরে সফলতা, উন্নতি এবং উন্নয়ন বৃদ্ধির দরজা সমূহ খুলে দিলাম । শেষ পর্যন্ত যখন তারা আমার দানকৃত কল্যাণকর বস্তু সমূহ পাওয়ার পর আনন্দিত, উল্লাসীত এবং গর্বিত হয়ে উঠলো, তারপর হঠাৎ একদিন আমি সমস্ত কল্যাণকর বস্তুর দরজা সমূহ বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দরজাসমূহ বন্ধ করে দিলাম । আর তারা সেই অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়লো । তারপর এই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কর্তিত হয়ে গেল এবং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যেই রইলো, যিনি বিশ্বজগতের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী বা সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী "রব" ।
-সূরা ত্বা'হা-১৪
-১৪/ নিশ্চয়ই আমিই হলাম "আল্লাহ" । অতএব আমার আইনের অধীনে থাকো ।
-সূরা মূলক্-১৬-১৭
১৬/ তোমরা কি ভাবনা মুক্ত হয়ে গিয়েছো যে , আকাশে যিনি আছেন , তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না ?? অথবা তোমাদেরকে ভূ'গর্ভে বিলীন করে দিবেন না ?? এমন অবস্থায় যে ভূ'ভাগ তথা জমিন (আল্লাহর নির্দেশে) আকস্মিক ভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে বা ভূমিকম্পকে চলমান করে দেওয়া হবে ।
১৭/ নাকি তোমরা ভাবনা মুক্ত হয়ে গিয়েছো যে , আকাশে যিনি আছেন , তিনি তোমদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা বৃষ্টি কিংবা প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করার হুকুম দিবেন না ?? (যদি আমি এমন করার হুকুম করি) তখন তোমরা জানতে পারবে বা উপলব্ধি করবে , কেমন ছিল আমার সতর্ক বাণীর পথ-নির্দেশ ।
-সূরা আ'রাফ-১৩০
-১৩০/ তারপর আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে রেখেছিলাম এবং অজন্ম ও ফসলহানি দ্বারা বিপন্ন করেছিলাম । (সংকটাপন্ন এবং বিপদগ্রস্থ অবস্থায় রেখেছিলাম) উদ্দেশ্য ছিল, তারা হয়তো আমার পথ-নির্দেশ গ্রহণ করবে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করবে আনবে । (আমার আধিপত্য স্বীকার করে নিবে)
-সূরা আ'রাফ-৯৭-৯৮
-৯৭-৯৮/ জনপদের অধিবাসীরা কি ভাবনা মুক্ত হয়ে গিয়েছে সেই আল্লাহর বিষয়ে যে, তিনি তাদের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় শাস্তি পাঠাবেন না ? যে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে ! নাকি জনপদের অধিবাসীরা চিন্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছে এই বিষয়ে যে, আমি তাদের উপর শাস্তি পাঠাবো না, এমন অবস্থায় যে যখন তারা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিল ??
-সূরা ফাজর্-৬-১৪
-৬-১৪/ আপনি কি দেখেননি, আপনার "রব" আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিল ?? যাদের দৈহিক

গঠন ছিল, স্তম্ভ এবং খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ এবং তাদেরকে এত শক্তি ও বলবির দেওয়া হয়েছিল যে, সারা বিশ্বের শহরসমূহে অন্য কোন মানব গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়নি । এবং সামুদ গোত্রকে যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করতো এবং বহু সৈন্যবাহিনীর অধিপতি ফেরাউনের সাথে, যারা দেশের সীমা সমূহ লঙ্গন করেছিলো । অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল । তারপর আপনার "রব" তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত করলেন । নিশ্চয়ই আপনার "রব" প্রতিটি বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ।
-সূরা আল-ইমরান-১৭৮
-১৭৮/ আমি জালিমদেরকে সুযোগ দিই বা বেঁচে থাকার সময় দেই, তাদের পাপকে পাকাপোক্ত করার জন্য। (এই বেঁচে থাকার সুযোগে তারা নিজেদের পাপের বোঝা বা পরিমাণকেই বৃদ্ধি করে থাকে) অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অপমানকর শাস্তি।
-সূরা কাসাস্-৪
-৪/ নিশ্চই ফেরাউন তার দেশে প্রচন্ড উদ্ধত সভাব দেখিয়ে ছিল এবং সে তার দেশের মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল । তারপর সে এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণী বা দলকে প্রাধান্য দিয়ে কোন কোন দল বা শ্রেণীকে (ক্ষমতার অপব্যাবহারের মাধ্যমে বা অবিচার মূলক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) দূর্বল করেছিল ।
-সূরা মূলক্ -৩০
-৩০/ তুমি তাদেরকে বলো যে , তোমরা কি ভাবনা বা চিন্তা করে দেখেছো কি ?? যদি আল্লাহ্ তোমাদের ভূগর্ভের পানি সরিয়ে ফেলেন বা ভূগর্বের পানি তোমাদের নাগালের বাহিরে নিচে নামিয়ে দেন, তবে তোমাদেরকে কে এনে দেবে পানির স্রোতধারা ??
-সূরা ইব্রাহিম-৪২
-৪২/ জুলুমকারী বা ক্ষমতার অপব্যাবহার কারীদের সম্পর্কে তুমি কখনোও মহান আল্লাহকে উদাসীন মনেকরবে না ।
-সূরা ইব্রাহীম / আয়াত নং-১৩
-১৩/ এবং এইসব মিথ্যার উপর আশ্রয়গ্রহণকারী জালিমরা অর্থাৎ কফিররা বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করব । অন্যথায় তোমার আমাদের মতাদর্শে ফিরে এসো । তারপর আল্লাহ্ অহী পাঠালেন, আর বললেন আমি অবশ্যই জুলুমকারী শক্তিগুলোকে সমূলে বিনাশ করে দেব ।
-সূরা আন'আম-১৩৪
-১৩৪/ তোমরা আল্লাহকে কখনোও অক্ষম বা দুর্বল করতে পারবে না। তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় ঠিক করে রাখা কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী ।
-সূরা আ'রাফ-১৮৩
-১৮৩/ আমি (জুলুমকারী শক্তি গুলোকে) প্রচুর সময় সুযোগ দিয়ে যাচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত জটিল ।
-সূরা মারইয়াম-৭৪
-৭৪/ আমিতো তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে (তাদের সীমা লঙ্ঘনের কারণে) সমূলে বিনাশ করে দিয়েছিলাম । তারা তাদের চাইতেও সম্পদে এবং জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল ।
সূরা নাহল্ / আয়াত ৪৫-৪৭
-৪৫/ যারা কুচক্র বা কু'কর্ম করে বা বিভিন্ন ধরণের অপরাধ , অবিচার এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা কি চিন্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছে যে "আল্লাহ্" তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দিবেন না কিংবা তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না ?? কিংবা তাদের উপর এমন সব দিক থেকে বিপদ বা শাস্তি এনে হাজির করানো হবে না, যে দিকগুলোর বিষয়ে এর আগে তাদের কোন ধারণাই ছিল না ??
৪৬/ কিংবা তাদের সাধারণ চলাফিরা করার মধ্যেই তাদেরকে আকস্মিক ভাবে পাকড়ও করে ফেলা হবে না ?? (আমি এমন করলে) তারা তো তা কখনোই ব্যর্থ করতে পারবে না । (তা থেকে বেঁচে যেতে পারবে না)
৪৭/ কিংবা তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না ?? আসলে তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী "রব" তো অত্যন্ত নম্র-দয়াদ্র পরায়ণ , পরম দয়ালু ।
-সূরা ত্বাহা-১১১
-১১১/ সেদিন (কর্মফলের দিন) শুধু তারাই পরাজিত বা ব্যর্থ হবে যারা জুলুম করার পাপের বোঝাগুলো বহন করতে করতে তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী "রবের" সামনে দাঁড়াবে ।
-সূরা হূদ- ১১৩
-১১৩/ তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, যদি তোমরা ক্ষমতার

গুঞ্জন
করো*নার চেয়েও আওয়ামীলীগের শক্তি অনেক ...

অপব্যবহার কারীদের বা অবিচারমূলক শক্তি প্রয়োগকারীদের সাথে সাথে থাকো কিংবা তাদের সহযোগী হও !!
-সূরা নং-৭৮, আয়াত-২১
-২১/ নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে (মিথ্যার উপর আশ্রয় গ্রহণকারী জালেমদের জন্যে)
-সূরা নং-২৯, আয়াত-৫৩
-৫৩/ নিশ্চয় যারা জালেম তথা কাফের তাদের উপর চূড়ান্ত শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, যেন তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি ।
-সূরা হজ্জ-৪৮
-৪৮/ আমি বহু জনপদকে এমন অবস্থায় বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছিলাম যে তারা ছিল অপরাধী, সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । তারপর (নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর) আমি তাদেরকে পাকড়াও করি ।
-সূরা নং-৮৫, আয়াত-১৫-১৬
-১৫-১৬/ আমি "আল্লাহ্" আমার যা খুশি আমি তাই করি, আমিই আরশের মালিক ।
-সূরা মারইয়াম--৬৮ ও ৭২
-৬৭ ও ৭২/ আমি আল্লাহ্ জুলুম কারীদেরকে নতজানু আবস্তায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করাবই এবং নতজানু অবস্তায় তাদের এতে রেখে দেব ।
-সূরা ফালাক্-২-৩
-২. আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর (আল্লাহর) সকল সৃষ্টির ক্ষতি বা অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন (হোক তা জীবজন্তু, জীবাণু, ভাইরাস, ডেঙ্গু, কিংবা পোকামাকড় অথবা তাঁর অন্য কোন সৃষ্টি)
-৩. এবং আরও আশ্রয় চাচ্ছি রাত্রি। থেকে, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (অর্থাৎ গভীর অন্ধকারে আমাদের অজান্তেই যেসব ক্ষতি চলে আসতে পারে তা থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি)
--- তোমরা স্থলে বা আকাশে আল্লাহকে কখনো অক্ষম বা দুর্বল করতে পারবে না, তিনি ব্যতীত হিতাকাঙ্খী অভিভাবকও পাবে না এবং পাবে না সাহায্যকারীও...
আমাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস তিনি করবেন না ,কারণ আমাদের দয়ার নবী (সা:) আমাদের জন্য দোয়া করে গিয়েছেন যাতে কওমে আদ ,কওমে সামুদ,কওমে লুতের মতো আমাদেরকে সমূলে বিলুপ্ত করে না দেন। তবে দুরারোগ্যে কোনো মুসলমান মারা গেলে তিনি শহীদি দরজা পাবেন বলে আমাদের ধর্মে উল্লেখ আছে।
অস্ট্রেলিয়া ,আমেরিকা ,কানাডা,ইউকে বা ইউরোপ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এ মুহূর্তে ঘোষণা দিয়েছে তাদের জনসাধারণকে নিরাপদ রাখার জন্যে। সারা বিশ্বে এমন কোনো দেশ বা জাতি নেই যারা নাকি কোরোনার জন্য তাদের বাজেট ঘোষণা দেননি। যার যার অবস্থান থেকে ঘোষণা দিয়েছেন। আমাদের দেশ আমেরিকা বা সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে যারা বলেছিলেন -এখন কোথায় সে সমস্ত লোক। অযথা মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে আওয়ামীলীগ চালানো সম্ভব কিন্ত দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব নয়।
মানুষের দুর্দিনে মানুষ চেনা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুনিয়ায় এমন বিপর্যয়ে অনেক বিত্তবানরা এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করতে। আমাদের দেশেও বেশ কিছু ধনকুবের আছেন যাদের থেকে আজ পর্যন্ত তেমন কোনো কিছু শুনা যায়না। মনে হয় তাদের সকল অর্থ সম্পদ সহ তারা কবরে যাবেন। বাংলাদেশের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের অগাধ অর্থ যা নাকি বর্তমান ক্রাইসিসে এগিয়ে গরীবদেরকে সহযোগিতা করা খুব প্রয়োজন।
আরেক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক লুটেরা বা চোর আছে যারা বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় মদদে কোটি কোটি টাকা সরিয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। আওয়ামীলীগের রাজত্বকাল ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে চুরির জন্যে। শুধু চুরি করে ক্ষান্ত হয়নি। আওয়ামী আমলা ও মন্ত্রীদের বিভিন্ন ধরণের উল্টা পাল্টা কথা শুনে মনে হয় তারা সব বদ্ধ উন্মাদ। বিশেষ করে বর্তমান আমলারা করোনা নিয়ে যে বিয়াকুফের মতো জন সমক্ষে বলছেন,তাতে লজ্জায় মাথা হেট্ হয়ে যায়। এক পাগল আমলা বলেন: শেখ হাসিনা থাকতে কোরোনা আমাদেরকে কিছুই করতে পারবে না। আমাদের দেশে নেই কোনো আইন,নেই কোনো বেবস্থা,নেই কোনো কোরোনার কোনো ধরণের কোনো সঠিক তথ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক মিথ্যার নাটকে নিমজ্জিত গোটা জাতি। দেশের সব সেক্টেরগুলোতে ডিজিটালাইজ করতে ব্যর্থ এ সরকার পুরো জাতির জন্য ভাইরাস হয়ে আবির্ভাব হয়েছে।রাষ্ট্রীয় কোনো উদ্যোগ নেই করোনার জন্য,যখন হয়তো এর ভয়াবহতা অনুধাবন করা শুরু করবে তখন হয়তোবা অনেক দেরি হয়ে যাবে। সরকার বা মানুষের ভিতর নেই কোনো সচেতনতা। যে যার মতো চলছে। যেমন রাজা -তেমন প্রজা। যেহেতু কোরনা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই সেহেতু সবাই আগের মতই চলছে। ওদিকে ভারত থেকে কোনো রকম কোরোনার তোয়াক্কা না করে ট্রাক ড্রাইভাররা বাংলাদেশে ঢুকছে।ওদিকে পুলিশের ঘুষ বাণিজ্য আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে কোরোনাকে কেন্দ্র করে। জেক তাকে যত্র -তত্র আটকিয়ে কোরোনা আছে বলে হুমকি দিয়ে জোর করে টাকা আদায় করছে। আরেকদল বের হয়েছে বিভিন্ন শহরে -সুন্দর কাপড় চোপড় পরে মানুষের

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ঘরে ঘরে যেয়ে বলে-সরকার আমাদেরকে পাঠিয়েছে বিনে পয়সায় কোরোনা চেক করতে। বাসার দরজা খুললেই ভিতরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জেলায় জেলায় অন্যায়-অত্যাচার -ঘুষ-দুর্নীতি-মিথ্যা -শিশু ও নারী নির্যাতন,নির্বিচারে সরকারের বাহিনী দ্বারা রাজনৈতিক গুম -হত্যা,গণ ধর্ষণ,নেশা, সরকারী বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি আজাব আসার জন্য যথেষ্ট। দেশের মানুষ সব জেলায় মাস্ক পড়তে পারছেনা,মজুত নাই এবং অর্থের অভাব। রাষ্ট্রীয় ভাবে জনগণকে সচেতন করার তেমন কোনো উদ্দ্যেগ দেখা যায়নি। অথচ ভারতকে মোটা ডোনেশন দিয়েছে কোরোনার জন্য !কেন? কি ধরনের খাতির ? দেশের মানুষকে বিপদে সাহায্য না করে একজন কট্টর মুসলমান বিদ্বেষী সন্ত্রাসীকে কেন সাহায্য বা সহযোগিতা করা ? সরকারের একজন মন্ত্রীর কথায় বলতে হয় - তবে কি স্বামী -স্ত্রী সম্পর্ক ? ছি ছি ! আওয়ামীলীগের আবাল মন্ত্রীদের লাগামহীন পাগলের প্রলাপে গোটা জাতি আজ বিভ্রান্ত !

আওয়ামী নেতা ও সাধারণ সম্পাদকের মতো দায়িত্বশীল পদে থেকে দায়িত্বহীন টোকাইর মতো কথা বলেন-যাতে প্রমাণিত হয় -তিনি শারীরিক ভাবেই অসুস্ত নন,মানুষ ভাবেও অসুস্থ। আওয়ামীলীগ নাকি কোরোনার থেকেও শক্তিশালী ! কোরোনা নিয়ে ১১ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ, মাত্র কয়েকদিনের মাথায় তার বক্তব্য পরিবর্তন। প্রথমে বলেছেন

-কোরোনার জন্য আমাদের সকল ধরণের প্রস্তুতি আছে। তারপরে বলেছেন -কোরোনা নিয়ে সতর্কতার সামান্য ঘাটতি নেই। তার পর বলেছেন -কোরোনা মোকাবেলায় আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।শেষমেশ সত্যি কথা মুখ থেকে বের হয়েছে -কোরোনা মোকাবেলায় সরণজ্জমের নাকি ঘাটতি আছে। এটাই বাস্তবতা।

দুনিয়ার সকল দেশ যেখানে কোরোনার কাছে পরাজিত ও ব্যর্থ হয়েছে মোকাবিলা করতে ,সেখানে কোথাকার কোন আবাল মন্ত্রী বলে -আমরা কোরনা মোকাবেলায় প্রস্তুত। আরেক বিয়াকুফ মন্ত্রী বলেন- আমেরিকা নাকি তার কাছে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট চেয়েছে ইত্যাদি। এ ধরনের পাগলের প্রলেপ যারা বলে শুধু তারাই মনে হয় আওয়ামীলীগে যোগদান করার যোগ্যতা পায়। ধরে নিলাম-ভোট চুরি ছাড়াই তারা ক্ষমতায় এসেছে ,তবে কি তারা কোনো সুস্থ মানুষ খুঁজে পায়নি দল গঠনের ? নাকি বেছে বেছে মানসিক বিকারগস্থ লোক নিয়ে সংসদের পরিবর্তে

পাগলা গারদ বানিয়েছে এ সরকার। এ সমস্ত পাগলা মন্ত্রীদের কথা শুনে শুনে ভালো মানুষ ও পাগল হয়ে যাবে। তবে দেশের ক্রান্তি লগ্নে সেনাবাহিনী নামিয়ে আবারো এ দিশেহারা জাতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। বাংলাদেশের অকুতোভয় সেনাবাহিনী সবসময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও দেশ ও জাতিকে খেদমত করে গিয়েছে,এখনো করছে আগামীতেও করবে বলে জানা গেছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস দল মাঠে কাজ করছে -ইতিমধ্যে কোরোনায় কাজে নিয়োজিত একজনের শহীদ হবার খবর পাওয়া গিয়েছে। দেশে আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখ বলে বেসরকারি মাধ্যমে জানা গেছে। যেহেতু আমাদের দেশে এখনো কোনো সিস্টেম নেই ,যন্ত্রপাতি নেই,সরকারের তেমন কোনো মাথা ব্যথাও নেই তদুপরি আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যাও গোপন রাখা হচ্ছে ,সেখানে গোটা বিষয়টি এক বিরাট গোলক ধাঁধা !

শহরের প্রান্তে পতিত জমির উপর ডোবার আশেপাশে চিন্তিত মনে ঘোরাঘুরি করছেন ডক্টর আশফাক চৌধুরী। দু-তিনটি মাস্তান গোছের ছেলে সেখানে আসলো। তাদের মধ্য থেকে একজন ডক্টর আশফাকের উদ্দেশ্যে বলল

-স্লালামালাইকুম। কেমন আছেন স্যার?

-ওয়াআলাইকুম, ভাল। তোমাদেরকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

-আমাগো আপনি চিনবেন না। আর চেনারও দরকার নেই। যা বলছি শুধু সেটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন। আর পালন করবেন; ব্যাস্ হয়ে গেল। তাতে আপনারও লাভ, আমাদেরও লাভ। নইলে...

-তোমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না বাবা।

-শুনেন বিজ্ঞানী সাব! পাগলামী ছাইড়া সঠিক পথে চইলা আসেন। কি দরকার কোটি টাকার জায়গায় জঙ্গল করার? কোটি টাকার জায়গায় কোটি টাকার কারবার হইবো। এখানে বিশাল বিশাল বিল্ডিং হইবো। সুইমিং পুল, স্কুল, কলেজ। দু,টাকার গাছ লাগাইয়া কি লাভ? মাথা খারাপ হইছে নাকি আপনার? একটা ডাক্তার দেইখা লইয়েন। আপনার সাথে সাথে সরকারের কয়েকজন লোকেরও মাথা খারাপ হইয়া গেছে মনে হয়। কি সব কারবার! সব গুলারে পাবনায় পাঠানো দরকার।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। ডক্টর আশফাক তাদের কথার জবাবে একটি কথাও বললেন না। আর কি বা বলতে পারেন তিনি? যে দেশের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষিত লোকেরাও প্রকৃতি ও পরিবেশের মূল্য বুঝে না, সেখানে অশিক্ষিত গুণ্ডারা বুঝবে কি করে?

সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সরকারের এ খাস জায়গায় একটা এনভায়রোনমেন্টাল ইনস্টিটিউট এবং তার আশে পাশে বিভিন্ন ধরণের এনডেনজারড প্লান্টসহ ঔষধি ও ফলজ গাছের বাগান তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে একটি বিদেশী এনজিও। ডক্টর আশফাক চৌধুরী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরে চীফ এনভায়রোনমেন্টালিস্ট হিসাবে কাজ করছেন। দেশের পরিবেশ রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তিনি। পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে প্রায়ই প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশে।

বিদেশী এনজিওটির একজন বাংলাদেশী প্রতিনিধি ডক্টর আশফাকের সাথে দেখা করতে আসলেন।

-আসসালামু আলাইকুম স্যার।

-ওয়ালাইকুম আসসালাম।

-কেমন আছেন স্যার?

-এইতো, ভাল আছি। আপনার কি খবর?

- স্যার আছি কোন মতে।

-আমি ঠিক বুঝলাম না। কালকে সাইটে গিয়েছিলাম। গুন্ডা টাইপের কয়েকটা ছেলে এসেছিল। মনে হল ওখানে ইনস্টিটিউট হোক ওরা চায় না। কে ওরা?

-ওরা লস্করের লোক।

-লস্কর! সে আবার কে?

-বেশ ক্ষমতাওয়ালা লোক স্যার। বেআইনীভাবে জায়গাটা দখল করে আছে বহুদিন থেকে। এখন জায়গাটাকে তার লস্কর রিয়েল স্টেটের অধীনে নিয়ে প্লট আকারে বিক্রির পরিকল্পনা করেছে।

-কেন? ওটা তো সরকারের খাস জমি?

-হ্যাঁ স্যার। তারপরও ক্ষমতার জোর খাঁটিয়ে জায়গাটা নিজের দখলে রেখে কাজে লাগাতে চায় সে।

-আচ্ছা আপনি আপনার কাজ এগিয়ে নেন। আমি বিষয়টা দেখবো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলে নিব।

ডক্টর আশফাক বেশ আশ্বাসের সুরে এনজিওটির প্রতিনিধির সাথে কথা বললেন। আশ্বাস পেয়ে কিছুটা সাহসের সাথে ডক্টর আশফাকের দিকে তাকিয়ে বললেন,

-স্যার! পরিবেশ, প্রকৃতি, উদ্ভিদ; এসব কিছু কেউ বুঝে না। বুঝতে চায়ও না। সবাই বুঝে শুধু টাকা। যে জিনিস থেকে কোন ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প আসে না; সে জিনিসের দরকার কি?

-ঠিকই বলেছেন। এমনকি আমাদের মন্ত্রণালয়ের গুটি কয়েক লোক ছাড়া সরকারী অন্য আমলাদের কেউ বুঝতেই চায়না পরিবেশ ও প্রকৃতির কদর। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, এতো গাছ লাগায় করবেন কি? মাঝে মাঝে তো দু-একজন ইয়ার্কি করে বলেই ফেলে-দেশটা কি গাছগাছালিতে ভরে ফেলবেন বিজ্ঞানী সাহেব?

-স্যার সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্টের দিকে খেয়াল না করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিকটা মাথায় রেখে অনবরত সবাই কাজ করে গেলে দেশ একদিন পঙ্গু হয়ে যাবে। মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে আমাদের এ দেশ। উত্তরবঙ্গে তো ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মরুকরণ।

তার কথার সাথে সুর মিলিয়ে ডক্টর আশফাক বললেন,

-এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বাংলাদেশ। শুধুমাত্র উদ্ভিদ ও পরিবেশের কদর না করার কারণেই সারা দেশে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন ধরণের ব্রাঙ্কিয়্যাল ও স্কিন ডিজেজ। খাদ্য সংকট, খাবার পানির সংকট তো নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

-তারপরও স্যার এ ব্যাপারে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। পরিবেশ ও প্রকৃতির দিকে খেয়াল না করে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি বিবেচনায় রাখার ফলেই যে এসব হচ্ছে তাই হয়তো অধিকাংশ মানুষ আজও বোঝে না । যাই হোক স্যার ইউনেপ থেকেও আমরা বেশ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছি। আশা করছি আমাদের এনভায়রোনমেন্টাল ইনস্টিটিউট ও গাছ লাগানোর অভিযান বেশ সফল হবে। এখান থেকে বিভিন্ন ধরণের এনডেনজারড প্লান্ট এবং পাশাপাশি ঔষধি ও ফলজ গাছের চারা উৎপাদন করে বিনামূল্যে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হবে। আপনি শুধু সরকারের ঐ জায়গাটার ব্যবস্থা করে দিবেন স্যার প্লিজ।

-ওকে। আপনারা কাজ এগিয়ে নিন। আমি এই দিকটা দেখছি।

-থ্যাংক ইউ স্যার।

-ওয়েলকাম।

কি জানি আইনি জটিলতায় ইন্সটিটিউটের কাজ পিছিয়ে গিয়েছিল। ডক্টর আশফাকের পরিবর্তে মন্ত্রণালয় থেকে নতুন এবং জুনিয়র একজনকে তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারপরও ডক্টর আশফাকের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেশ কয়েক মাস পর আবার শুরু হতে যাচ্ছে এনভায়রোনমেন্টাল ইন্সটিটিউটের কাজ। এই কাজ দেখার জন্য বর্তমানে কোন সরকারী দায়িত্বে না থাকলেও ডক্টর আশফাক ইন্সটিটিউটের কাজ এগিয়ে নিতে সাহায্য করছেন বিদেশী এনজিওটাকে । সরকার ও বিদেশী এনজিওটার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছেন তিনি। ইনিস্টিটিউটের কাজ কতদূর এগুলো সে বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য নতুন অফিসারের সাথে দেখা করতে মাঝে মাঝেই সাইটে অসেন ডক্টর আশফাক। আজও আসলেন তিনি। জুনিয়র অফিসারের সাথে তার কথাও হল বেশ খানিকক্ষণ। সেখানে একটা নার্সারী গড়ে তুলেছেন তিনি। সেই নার্সারী থেকেই কয়েকটা দুর্লভ প্রজাতির অশ্বত্থ চারা ও বেশ কয়েকটা এনডেনজারড ঔষধি গাছের চারা নিতে এসেছেন। প্রত্যন্ত এক গ্রামের ঔষধি বাগানে লাগাবেন বলে।

চারা নিয়ে সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন ডক্টর আশফাক। পরদিন খবরের কাগজে হেডলাইনে বড় করে লেখা দেখা গেল- "অশ্বত্থ চারার জন্য খুন হলেন পরিবেশবিদ ডক্টর আশফাক চৌধুরী।„ হেড লাইনের নিচে বড় করে একটা ছবি ছাপানো। মৃত আশফাক সাহেব রক্তে রঞ্জিত ছোট্ট অশ্বত্থ চারা বুকে জড়িয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন।

হায়রে হতভাগা মানুষ! যে সমাজের মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সুনিশ্চিত একটা সুস্থ পরিবেশের ব্যবস্থা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন; সে সমাজের মানুষদের হাতেই তাকে অভাগার মতো মরতে হল!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11

টিয়া

বটু কৃষ্ণ হালদার

আজ সকাল থেকে রাজুর খুব মনটা খারাপ। মুখ ভার করে বসে আছে সেই বাবলা গাছের তলায়। যেখানে সে পুতে রেখেছিল তার প্রাণ প্রিয় পোষা টিয়া পাখিটাকে। দেখতে দেখতে পাক্কা এক বছর হয়ে গেলো। ভুলতে পারেনি তার কথা। সেই টিয়া ছিল তার আত্মার আত্মীয়। পাখির বেদিটাকে সে নিজে হাতে পরিষ্কার করে ফুল মালা দিয়ে সাজিয়েছে। করো ডাকে সে ভ্রুক্ষেপ করেনি। তার মেজো কাকা তার দিকে এগিয়ে যায়, বলে মুখে কিছু দিবি না? রাজু শুধু মুখ তুলে তাকায়।

মা জিজ্ঞাসা করে, কি রে রাজু আজ স্কুল যাবি না?

মুখ তুলে সে শুধু উত্তর দেয়, যাব না।

মেজো কাকা বলে, থাকনা বৌদি, একদিন স্কুলে না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ছেলেটা কেমন মন মরা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছো তো।

আমি বুঝি না বাপু তোদের কাকা ভাইপোর রঙ্গ তামাশা দেখে। মুখ খানি বাঁকিয়ে তার মা চলে যায়।

ঠিক এক বছর আগে এক ঝড়ের রাতে পাশের ঘরে শুয়েছিল রাজু তার মেজো কাকার সাথে। রাত বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছিল ঝড়ের দাপট। রাজু উসপাশ করছে দেখে কাকা জিজ্ঞেস করে ঘুমাস নি এখনও? ঠাণ্ডা লাগছে তোর?

না, ঘুম আসছে না, খুব চিন্তা হচ্ছে পাখিগুলোর জন্য।

কোন পাখিগুলো রে রাজু? কাকা জিজ্ঞেস করে?

-পুকুর পাড়ের দক্ষিণ ধারে আমড়া গাছের মাঝখানে একটা কোটরে টিয়া পাখির বাসা আছে। তাতে তিনটে ছানা আছে, ভাবছি তাদের কথা। ওরা কি কষ্ট পাচ্ছে বল তো? ওর মা কি করছে কে জানে?

-তুই আগে তো বলিসনি সে কথা। তাহলে পেড়ে নিতাম দিন থাকতে থাকতে।

-কি করে জানবো এইভাবে ঝড় আসবে। রাজু বলে।

-আচ্ছা এখন ঘুমিয়ে পড়, কাল সকাল হতেই দুজনে যাব; ঠিক আছে।

-আচ্ছা ঠিক আছে। বলে রাজু পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। শেষ রাতের মোরগ ডাকতেই রাজু কাকাকে ডাকে। কাকাই ও কাকাই ওঠোনা ভোর হয়ে গেছে। দুজনে দরজা খুলে দৌঁড়ে চলে যায় পুকুর পাড়ে, ততক্ষণে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আমড়া গাছটা হেলে পড়েছে এক দিকে, ডালপালা ভেঙে গেছে। পাখির ছানাগুলো পড়ে ভাসছে জমা জলে, জলে ভিজে নেতিয়ে পড়েছে। তড়িঘড়ি করে ছানা তিনটে নিয়ে আসে ঘরে, তখনও কাঁপছে ছানাগুলো। উনুনে রাজুর মা ভাত বসিয়েছে, তার পাশে পাখির ছানাগুলো রেখে দেয়।

-ওদের মা যে খুঁজে বেড়াবে রে, তুই কেনো নিয়ে এলি? রাজুর মা বলল।

-আমি কি জানি; তাকে তো দেখতে পাই নি, আর কিছুক্ষণ ওভাবে জলে পড়ে থাকলে মারা যেতো যে, তাই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এলাম মা।

পাখির ছানাগুলো রাজুর বন্ধু হয়ে গেলো, তাদের খাওয়ানো, যতন করা সব কিছু করতো রাজু আর তার মেজো কাকা। এমন কি রাতে তাদের নিয়ে এক বিছানায় ঘুমাতো রাজু। পাখিগুলো চোখের মণি হয়ে উঠেছে রাজুর। শুধু নামমাত্র স্কুলে যায় তার মায়ের কাছে রেখে দিয়ে। তিন তিনটি বাচ্চা সামাল দিতে গিয়ে রাজু পড়াশোনায় ক্ষতি হতে থাকে এটা তার বাবা লক্ষ্য করে। রাজুকে বলে তুই কি করছিস এই সব। পরীক্ষায় ফেল করবি যে। রাজু শোনেনি সে সব কথা, সেদিন রাত পাখিদের পিছনে পড়ে থাকে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে গোল ভারা বেঁধে দেয়, মাঝ খানে লাঠি বেঁধে, তার দুই পাশে কড়ির কাপ তার দিয়ে বেঁধে তাদের একটা তে খাবার অন্যটায় জল থাকে। পাখির ছানাগুলো মুক্ত পৃথিবীর নিচে জীবন যাপন করতে থাকে। কয়েক দিন পর তার পিসির ছেলে ঘুরতে আসে তাদের বাড়িতে, যাবার সময় সে একটি পাখির ছানা নিয়ে যায় আর একটি রাজুর ছোটো ঠাকুরদা নিয়ে যায় তাতে রাজুর মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। তার কাকা বলে, রাজু দেখ একসঙ্গে তিনটে পাখি থাকলে যত্ন করা খুব মুস্কিল; তোর পড়াশুনা আছে। ভেবে দেখ একবার।

-আচ্ছা কাকাই, তিন জন আলাদা হয়ে গেলে ওদের মন খারাপ করবে না?

-সে হয় তো করবে; কিন্তু ওরা কি বড় হয়ে একসঙ্গে থাকবে বল? যেমন আমরা দেখ কাজের খোঁজে কে কোথায় থাকবো তা কেউ বলতে পারব না, ওরাও বড়ো হলে নিজেদের আলাদা আলাদা জগত তৈরি করে নেবে বুঝলি। মন খারাপ করিস না, যে যেখানে থাকবে ভালো থাকবে।

এইভাবে কেটে যায় বেশ কয়েক মাস। পাখিটা বড় হয়, উড়তে শিখেছে। উড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকে, তা দেখে রাজুর কি আনন্দ। হাততালি দিয়ে নাচে। উড়ন্ত পাখিটাকে সবাইকে ডেকে ডেকে দেখায়, বলে আমার বন্ধু কেমন উড়তে শিখেছে দেখো। শিশু মনে রাজুও কেমন হারিয়ে যায় নীল সীমানায় ওই ডানা মেলা উড়ন্ত পাখিটার মতো। অনাবিল আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে যায়। কয়েক দিন হল রাজু পাখিটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেনো বলতে থাকে। এটা তার মা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করে, কি রে রাজু কি কথা বলছিস ওর কানে কানে?

রাজু বলে, দেখি ও কথা বলতে শেখে নাকি, তাই ওকে অ, আ, ক, খ শেখাচ্ছি।

-ধুর, পাগলের কথা শোনো, আরে ওযে বুনো পাখি, ও কি কথা বলতে পারে?

রাজু চিৎকার করে বলে, মা তুমি ওকে বুনো বলে ডাকবে না, শুনেছি চেষ্টা করলে নাকি সব হয়, মন দিয়ে পাথরের সামনে কথা বললে নাকি পাথর ও কথা বলে। আর এ তো পাখি, একে আমি বুলি দিয়েই তবে শুনব। এই বলে তাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় রোজ ভোর বেলা সে আর তার মেজো কাকা। পাখির মুখে মুখে অনেক কথা বলে, শীষ দেয়। পাখিটা কেমন অবাক হয়ে শুনতে থাকে তাদের কথা। কখনও রাজুর মুখে মুখ দিয়ে কি যেনো বোঝানোর চেষ্টা করে, মনে হয় বলতে থাকে তোমাদের ভাষা তোমরা নিজেরা বুঝতে পারো না আর আমি তো অন্য জগতের জীব, আমাদের ভাষা তোমাদের মতো নয় গো। রাজু নাছোড় বান্দা; কথা যে তাকে বলতেই হবে। কিছুদিন যাবৎ এইভাবে চলতে থাকে সকাল-বিকাল কোনো লাভ হয় না। এই পাখি নিয়ে তার পড়াশুনা, খেলাধুলা সব মাথায় উঠে যায়। তার গ্রামের বন্ধুরা তাকে যা তা কথা বলতো। এমনকি তার সঙ্গে ঝগড়া করে খেলতে না যাওয়ার জন্যে। গ্রামের এক বন্ধু চাম গুলতি কিনে আনে বাজার থেকে তার পাখিটাকে মারার জন্যে। রাজু জানতে পেরে তাকে খুব মারে আর সেই চাম গুলতিটাকে ভেঙে দেয়। বলে, এমনি আর কোনোদিন করবি না, কারণ এই পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সবার আছে। এই পৃথিবী সবার জন্যে, আর এই পাখি তো তোর কোনো ক্ষতি করেনি। যারা এই বাসভূমিকে দূষিত করছে তারা তো বেঁচে আছে দিব্যি, তাহলে পাখিদের কি দোষ বল? বন্ধুটা কোনো কথা না বলে চলে যায়, সেদিন বিকালে স্কুল থেকে ফিরে রাজুর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে নেয়। রাজু বলে, তুই তোর ভুল বুঝতে পেরেছিস আমার আর কিছু বলার নেই বন্ধু।

একদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছোটো খোকা ছুটে আসে রাজুর কাছে। বলে, এ রাজুদা আমদের পাখিটা উড়ে চলে গেছে খালের ওপারে ওই জঙ্গলে, এখনও ফেরেনি। কি বলিস রে! চল দেখি, রাজু চলে যায় তার সঙ্গে খালের পাড়ে। অপেক্ষা করতে করতে ফিরে আসে ঘরে।

মা জিজ্ঞাসা করে, কি রে রাজু পাখিটা ফিরে এলো?

রাজু উত্তর না দিয়ে সোজা ঘরে চলে যায়, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে।

মেজো কাকা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, আরে দেখবি কাল সকালে ফিরে এসেছে।

-তুমি সত্যই বলছো? কাকা বলল, হাঁ রে, চল এখন খেয়ে নিবি, দুজনে খেতে চলে যায়।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই রাজু তার পাখির কাছে যেতেই পাখিটা তাকে বাবা বলে ডাকে, রাজু চিৎকার করে বলতে থাকে, ও মা দেখো পাখিটা আমাকে বাবা বলে ডেকেছে, আমি পেরেছি মা আমি পেরেছি, সবাই কে ডেকে ডেকে পাখির কথা শোনাতে থাকে, সে কি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস রাজুর বাঁধন হারা নদীর ঢেউ এর মত।

পারের দিন রাজুর ঘুম ভেঙে যায় পাখির মিষ্টি শীষ শুনে। বিছানা থেকে উঠে আসে পাখির কাছে। তাকে কাঁধে নিয়ে বলে, তুই তো বুঝে গেছিস রে আমাদের ভাষা। খুব আদর করতে থাকে তাকে।

কয়েক দিন ধরে রাজু লক্ষ্য করে পাখিটা মুখে করে জিনিসপত্র নিয়ে আসছে, কারো বাড়ি থেকে চিরুনি, পেন, কাগজ টুকরো, প্লাস্টিকের খেলনা ইত্যাদি। একদিন বিকালে রাজু পাখিটাকে নিয়ে পুকুর পাড়ে বসে, হেলে থাকা তাল গাছটায়।

বলে, তুই আজকাল জিনিসপত্র চুরি করা শিখেছিস যে বড়ো। এইগুলো ঠিক নয়। আর আনবি না তো, বলে পাখিটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। পাখিটা মহা আনন্দে রাজুর আদর খেতে থাকে। তার পর উড়ে গিয়ে তাল গাছের উপর বসে। রাজু লক্ষ্য করে সে আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেনো দেখছে। রাজু চলে যায় মাঠের দিকে খেলা করতে যেখানে তার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

পরেরদিন সময় মত রাজু স্কুল চলে যায়। টিফিনের ঘন্টা পড়েছে সবে মাত্র, এমন সময় রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই দেখে তার বন্ধু অমল দৌঁড়ে আসে। বলে, রাজু তুই তাড়াতাড়ি বাড়িতে চল, তোর মা তোকে ডেকে পাঠিয়েছে।

-কেনো রে অমল, কি হয়েছে?

-তোর পাখির খুব শরীর খারাপ।

-কি হয়েছে তুই কিছু জানিস?

অমল উত্তর দেয় না।

ঠিক আছে তুই বাড়ি যা, আমি মেজো কাকাইকে খবরটা দিয়ে আসছি, কাকাই আজ কলেজ এসেছে।

অমল বাড়ি ফিরে আসে। রাজু স্কুলের মধ্যে গিয়ে বই এর ব্যাগ নিয়ে সোজা কলেজ-এর দিকে দৌঁড় দেয়। সে তার কাকাকে খবরটা দিয়ে সোজা দৌঁড় দিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়। উঠানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। রাজু আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে মাঝখানে যায়, গিয়ে দেখে পাখিটা মাটিতে শুয়ে আছে নিঝুম হয়ে।

তার লেজ ও মাথাটা বেঁকে গিয়েছে। রাজু তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে থাকে। পাখিটা একটু নড়ে ওঠে। রাজু তাকে কতো ডাকাডাকি করে কিন্তু সে আর চোখ খোলে না। রাজুর দুই চোখ দিয়ে জল গাড়িয়ে পাখিটার মাথায় পড়তেই পাখিটা মাথা তুলে রাজুর দিকে তাকাতে চেষ্টা করে। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসে, পাখিটার চোখ বন্ধ হয়ে যায়, নিচের দিকে তার মাথাটা লুটিয়ে পড়ে।

রাজুর সে কি কান্না, মেজো কাকা তাকে জড়িয়ে ধরতে সে আরো জোরে চিৎকার করতে থাকে কাকাই কে জিজ্ঞেস করে, কে ওকে বিষ দিল কাকাই?

-এইভাবে কে ওকে মারলো গো?

-কাকাই যে পৃথিবীতে এই অবলা জীবের বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না, সেখানে আমাদের মতো শিশুরা কিভাবে বাঁচবে বলো?

এই কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে রাজুর দিকে তাকিয়ে থাকে। রাজু কাঁদতে কাঁদতে পাখিটাকে কোলে নিয়ে খালের পাড়ে বাবলা গাছের দিকে চলে যায়। তার বন্ধুরাও তার পিছু পিছু যায়।

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

রোজা রাখার নিয়ত:
নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিং শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম

ইফতারের দোয়া:
আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া তাওয়াক্কালতু আ'লা রিজক্বিকা ওয়া আফতারতু বি রাহমাতিকা ইয়া আর্ হামার রা-হিমীন

RAMADAN TIMETABLE-1441, APRIL-MAY-2020

DAY	DATE (CE)	DATE (AH)	FAJR (Imsāk)	SUNRISE	ZUHR	ASR SHAFI'I	ASR HANFI	MAGHRIB & IFTAR	ISHĀ
SAT	25	1*	5:01	6:25	11:58	2:57	3:42	5:22	6:44
SUN	26	2	5:01	6:26	11:58	2:56	3:41	5:21	6:43
MON	27	3	5:02	6:26	11:58	2:55	3:40	5:20	6:42
TUE	28	4	5:03	6:27	11:58	2:54	3:39	5:19	6:41
WED	29	5	5:03	6:28	11:58	2:54	3:38	5:18	6:40
THU	30	6	5:04	6:29	11:58	2:53	3:37	5:17	6:39
FRI	**1**	**7**	**5:05**	**6:29**	**11:57**	**2:52**	**3:36**	**5:16**	**6:39**
SAT	2	8	5:05	6:30	11:57	2:51	3:35	5:15	6:38
SUN	3	9	5:06	6:31	11:57	2:50	3:34	5:14	6:37
MON	4	10	5:07	6:32	11:57	2:50	3:33	5:13	6:36
TUE	5	11	5:07	6:32	11:57	2:49	3:33	5:12	6:35
WED	6	12	5:08	6:33	11:57	2:48	3:32	5:11	6:34
THU	7	13	5:08	6:34	11:57	2:48	3:31	5:10	6:34
FRI	**8**	**14**	**5:09**	**6:35**	**11:57**	**2:47**	**3:30**	**5:09**	**6:33**
SAT	9	15	5:10	6:35	11:57	2:46	3:29	5:09	6:32
SUN	10	16	5:10	6:36	11:57	2:45	3:28	5:08	6:32
MON	11	17	5:11	6:37	11:57	2:45	3:28	5:07	6:31
TUE	12	18	5:12	6:38	11:57	2:44	3:27	5:06	6:30
WED	13	19	5:12	6:38	11:57	2:44	3:26	5:05	6:30
THU	14	20	5:13	6:39	11:57	2:43	3:25	5:05	6:29
FRI	**15**	**21**	**5:13**	**6:40**	**11:57**	**2:42**	**3:25**	**5:04**	**6:28**
SAT	16	22	5:14	6:41	11:57	2:42	3:24	5:03	6:28
SUN	17	23	5:15	6:41	11:57	2;41	3:23	5:03	6:27
MON	18	24	5:15	6:42	11:57	2:41	3:23	5:02	6:27
TUE	19	25	5:16	6:43	11:57	2:40	3:22	5:01	6:26
WED	20	26	5:16	6:43	11:57	2:40	3:22	5:01	6:26
THU	21	27	5:17	6:44	11:57	2:39	3:21	5:00	6:25
FRI	**22**	**28**	**5:17**	**6:45**	**11:57**	**2:39**	**3:20**	**5:00**	**6:25**
SAT	23	29	5:18	6:45	11:57	2:38	3:20	4:59	6:25
SUN	24	30	5:19	6:46	11:57	2:38	3:19	4:59	6:24

* Commencement and termination of Ramadan is subject to the sighting of the moon

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11
20

বৃষ্টি

বদরুদ্দোজা শেখু

বৃষ্টি ওগো বৃষ্টি আমার আকাশ-ভরা আনন্দ
সাগর-পারের সম্মোহনী হৃদয়-হরা সুগন্ধ
ছন্দ-মোহন অন্ধকারে বন্ধ ঘরে উন্মাতাল
শব্দ শুনি বৃষ্টিপাতের, বালুচরে চির-কাঙাল
লাল নীল সব স্বপ্ন ওড়ে, সবুজ স্বপ্ন হলুদ সুখ
আবছা অতীত ধূসর স্মৃতি ঝাপসা সহজ সরল মুখ
বুক-ভরা তার তৃষ্ণা এবং চলকে,-ওঠা অহংকার-
চোদ্দ পুরুষ চাষার রক্ত, রুদ্ধ গলায় গন্ধ-ভার
সোঁদা গন্ধ স্নিগ্ধ গন্ধ বুনোটে গন্ধ আবিষ্ট
নিবিষ্টতায় গুণছি প্রহর, শুনছি শব্দ সুমিষ্ট
খরার মধ্যে জরার মধ্যে ঘরের মধ্যে শ্যামল মাঠ
পথঘাট সব পিছোল পিছোল, নিচোল-ভেজা রাজ্যপাট,
ছিটেফোঁটার ফাঁকির মধ্যে কোথায় বৃষ্টি মুষলধার?
ধ্যান-ধারণায় ঘুরছে বৃষ্টি সৃষ্টি-সুখের সারাৎসার...
আসমানী সে মেহেরবানির দ্রাক্ষালতার কল্পনা,
বৃষ্টি ওগো বৃষ্টি আমার জীবন-জোড়া প্রার্থনা।

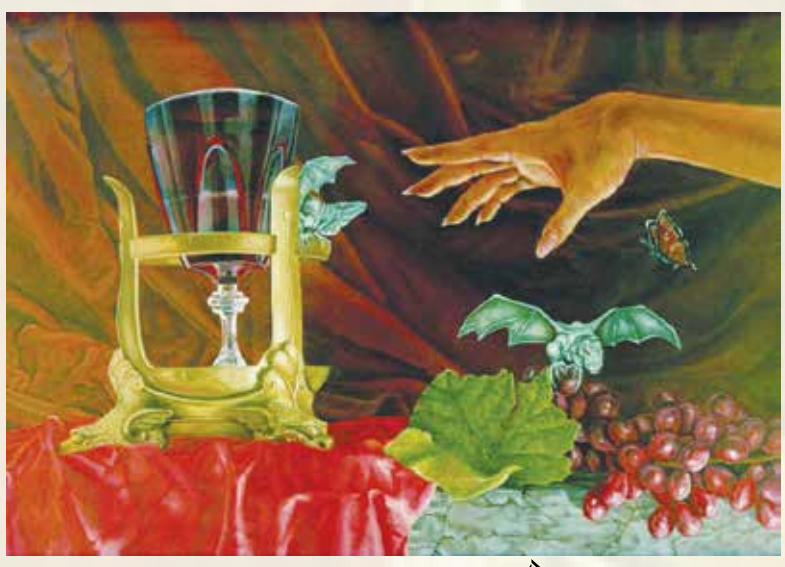

বিষবৃক্ষ

নির্মাল্য ঘোষ

জানোই তো সেই অনন্ত যাত্রা
কেউ কেউ ভুলে থাকার ভান করে
কেউ বা অন্য থিওরির কথা বলে
কিন্তু...
উপেক্ষাও আঘাত
নির্মেঘ বৃষ্টিপাত
জানোই তো
তবুও...
এক পশলা জলে মৃত্যুভয় দেখ
অপমানকেও "মান„ শব্দটি বহন
করতে হয়
আমার বহনের মত
নিঃশব্দ সৈকতে আছড়ে পড়া
জোয়ারের মত
আসলে তোমাকে স্পর্শ করা মানে
একটি সংস্কৃতিকে স্পর্শ করা
অল্প আলোয় মুখোশ স্পষ্ট হয়
তাই শ্রাবন্তীর কারুকাজ খুঁজি
তোমার মুখে নয়..
তোমার কাজে- তোমার বাক্যে
বিষবৃক্ষ ধর্ষিত

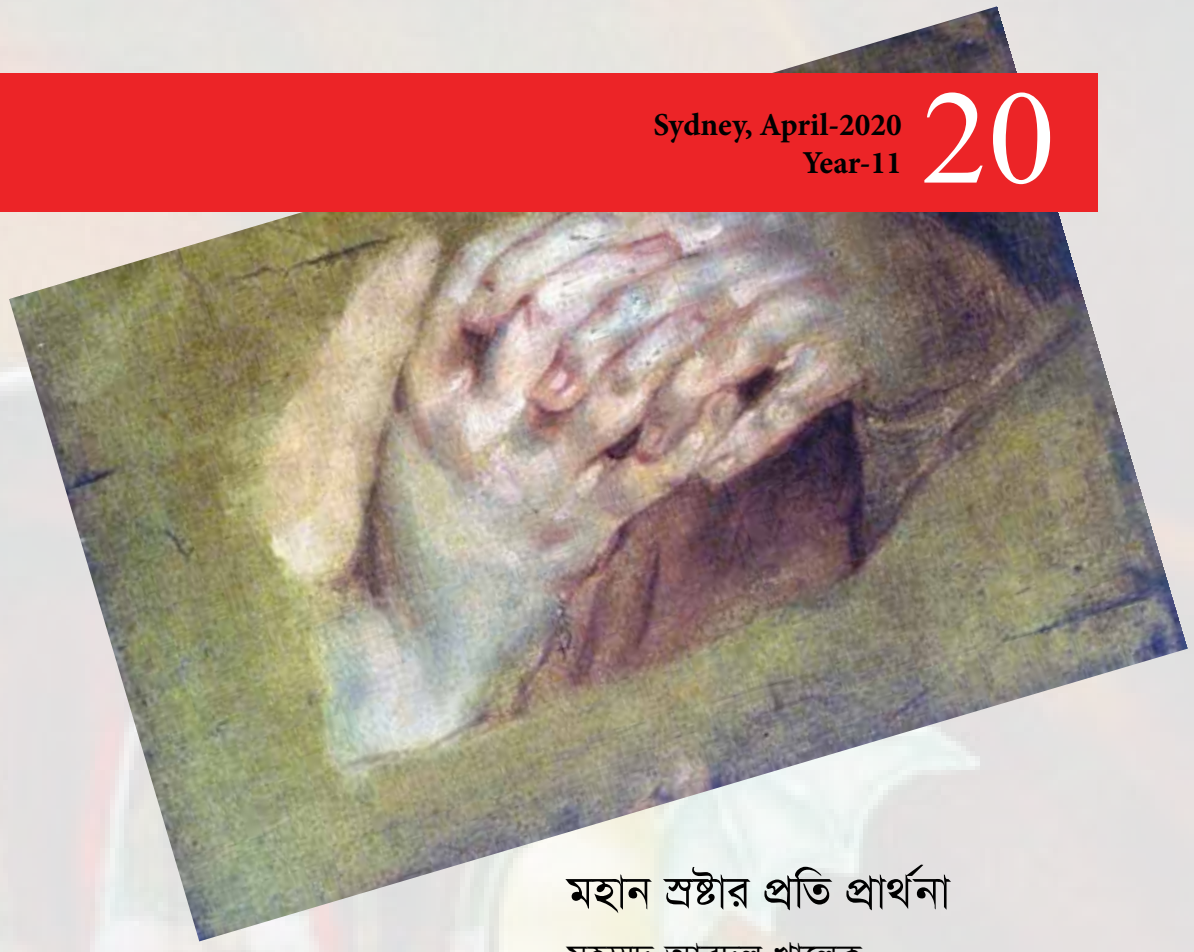

মহান স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনা

মুহম্মদ আবদুল খালেক

হে মহান আল্লাহ, পরমপ্রিয় স্রষ্টা,
তোমার কাছে প্রতি মোনাজাতে দু,হাত তুলি,
তোমার দরবারে প্রতিক্ষণে আত্ম সমর্পণ করি।
হে মহান স্রষ্টা, তুমি উদার, তুমি মহান,
যা কিছু উচ্চারণ করি পবিত্র উচ্চারণ,
যা কিছু হৃদয়ে উপলব্ধি করি তোমার পবিত্র বাণী
তোমার সৃষ্টি হযরত আদম-হাওয়া থেকে শেষ নবী,
তোমার পরমপ্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।
তাঁর নিমিত্তে সকল মানুষের জন্য মোনাজাত করি,
হে মহান সৃষ্টা, সকল মানুষের প্রতি শান্তি দাও।

তোমার সৃষ্টি যত মুসলিম পাঠিয়েছো এ বিশ্বে,
হে মহান স্রষ্টা, আমাদের পরমপ্রিয় আল্লাহ,
তুমি তাদের সবার কবরে শান্তি দাও,
সবার মাতাপিতার আত্মাকে শান্তি দাও।

হে মহান স্রষ্টা, আমরা সকল মানুষ কমবেশী পাপী,
যত অন্যায় করেছি তোমারই কাছে,
তুমি ক্ষমা করে দিতে পারো, তুমি মহান, তুমি উদার।

হে মহান আল্লাহ, তুমি বিশ্বব্যাপী রোগ করোনা দিয়েছো,
তোমার সৃষ্টিকে শাস্তি দিচ্ছো অপকর্মের জন্য,
আমরা তো মহাপাপী, আমরা ক্ষমা চাই তোমারই কাছে।
আমরা যারা তোমাকে মানি না,
তুমি তাদের শাস্তি দাও মহাশাস্তি দাও,
গণহারে আমাদের প্রতি তুমি নারাজ হইও না।
হে আল্লাহ, তুমি তো তোমার সৃষ্টিকে ভালবাসো,
তুমি ক্ষমা করো তোমার সৃষ্টিকে,
প্রতি মোনাজাতে প্রতি ইবাদতে আমাদের প্রার্থনা তাই।

আমাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে

দালান জাহান

আমি মনে করি-
আমাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে,
দিয়ে গেছে বর্ষার ক্ষত লাল চোখ।
খসে পড়া মেঘের প্রেমে,
জল ভাঙে বরফের বন,
প্রণয়ের সৌর-স্রোত,
আত্মার আঙিনা দাউ দাউ জ্বলছে,
আমি মনে করি-
আমাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে।
আমি মনে করি- কেউ একজন
আমার চোখের ভেতরে ঢুকে গেছে,
আমি স্পর্শ করি তার-অশরীরী ছায়া,
জোড়া নদীর মুখ,
মাংস ভরা হাওয়ার শাটল,
ঘুমের গলা কেটে-
হরণ-প্রেয়সী চিতায় ঢেলে গেছে।
আমি মনে করি,
আমাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে।
অনাবৃত নিঃশ্বাসে ফোটা অন্ন শরীর,
মহাকালের মতো যার মন-
সবার অলক্ষেই আমাকে হত্যা করে গেছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

স্বাধীনতা

রেজাউল করিম রোমেল

স্বাধীনতা...
তোমার জন্য
অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল
বিদ্রোহী বাঙালি জনতা।

স্বাধীনতা...
তোমার জন্য
একাত্তরের নরপিশাচ ভয়ে পালিয়েছিল
শত প্রলোভন ছেড়ে।

স্বাধীনতা...
তোমার জন্য
পিরোজপুরের ছেলেহারা ছখিনা বিবি
আজো কাঁদে-
রক্তে ভেজা জামাটি বুকে নিয়ে।

স্বাধীনতা...
তোমার জন্য
আজ আমরা পেয়েছি
লাল সবুজ পতাকায়
পৃথিবীর বুকে এক স্বাধীন ভূখণ্ড।

বিবর্ণ মন

সুদীপ্ত ঘোষাল

হাতের থালায় রাঙা আবীর
মুখে স্মিত হাসি নিয়ে
চুপি চুপি পা টিপে টিপে
দাঁড়ালে, মন রাঙাতে গিয়ে।

ভাবতে, বোধহয় নিলে সময়
আমায় রাঙানো যায় কিনা
আমার আবার ভালো কিছু
সব সময় সয়ও না।

মন বলে "আবেগী হয়োনা
বশে রাখো লাগাম দিয়ে
আজকের দিনে রঙীন হলে
বছর কাটাবে কি নিয়ে?

রঙ মুছিয়ে আজ এসেছে
রঙিন বার্তা তোমায় দিতে
নিজের আনন্দের শরিক করতে
পারবে কি মেনে নিতে?

একটু ভাবো ক,বার পেরেছো
রঙ দিয়ে রাঙাতে তাকে
বিরক্তি জানিয়ে সরিয়ে দিয়েছে
আমল দেয়নি আবেগটাকে।

আজ এসেছে সাথে নিয়ে
উপচে পড়া প্রাণের আমোদ
সেই আনন্দের শরিক হবে
নাকি মেটাবে, করে শোধ-বোধ?

বই উৎসব

নাসির উদ্দিন

মিনা, রাজু, রিনা, সাজু
কইরে তোরা কই,
পাঠশালাতে চল জলদি
আনতে নতুন বই।

বিনামূল্যে দিচ্ছে সরকার
নতুন নতুন বই,
এমন সুযোগ ছেড়ে দেবো
এত্তো বোকা নই!

নতুন বইয়ে নতুন পড়া
লাগে মজা বেশ,
এসব পড়া শিখতে পারলে
দূর হবে সব ক্লেশ।

নতুন বইয়ে আছে আরো
মিষ্টি- মধুর ঘ্রাণ,
হাতে নিয়ে শুঁকার পরে
জুড়িয়ে যাবে প্রাণ।

বই উৎসবে পাঠে যেতে
করলে আজ ভুল,
জীবন বাগে ফুটবে নাকো
কখনো সুখের ফুল।

করোনাঃ প্রিয়তমা, মা এবং

নজমুল হেলাল

করোনা বলছে, একা এসেছিলে একা হয়ে যাও আর আল্লাহকে ডাকো
যারা স্বার্থপরের মত শুধুই নিজেকে নিয়ে
ব্যস্ততার যানবাহন বানিয়ে ফেলেছিলে আপনজীবন তাদের জীবন এখন কেমন লাগবে,
কে জানে?
যারা সবাইকে নিয়ে সুখ দু,খ ভাগাভাগি ক,রে থাকতেনiতারা
মনোকষ্টে থাকবেন সে কথা ভাবতেই দেখি
আমার প্রিয়তমা,র আঁখি যেন অশ্রু সরোবর আর মা প্রার্থনা করতে
করতে করজোড়ে কখন যে আধাঁর কাটিয়ে
আলো ভরা ভোর ক,রে তুলেছেন আবারওiতা জানেনই না!
বিপদমুক্ত দূরত্ব বজায় রাখুন ট্রাক বাসের পিছনে
এখন দেখছি জীবনের গা গতরের সবখানে লেখা।
জীবন জীবনের জন্য- মানুষ মানুষের জন্য
সেই কথা যেন সত্যি হয় এ পৃথিবীর মডার্ণ ল্যাবে
শুধু করায়ত্ত করার জন্য ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই যেন
শক্তিমান কারও কাছে কিচ্ছু না থাকে
কিচ্ছু না থাকে
কিচ্ছু না থাকে
করোনা ভাইরাস না ভয়ঙ্কর অন্য কিছু
সেই কথা হবে পরে! আগে গ্রহ সামলাই!

প্রতীক্ষা

শুভজিৎ বোস

তুমি আসবে বলে মনের মধ্যে এক আকাশ দেখছিলাম
মেঘলা যৌবনে সূর্যরঙা উত্তাপ ছিঁটিয়ে দিচ্ছিল অপূর্ব এক নারী,
আমার ভালোবাসার রোদ আজও কিন্তু সেই উষ্ণতাই দেয় আমাকে।
শহুরে পূর্ণিমায় ডুব দেয় তিস্তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো রেলওয়ে জংশন,
সেদিনের মেলামেশাটা আমার কাছে আজও এক একটি ভ্যালেন্টাইন ডে,
কিন্তু তোমার কাছে বারে বারে তা কল্পিত সময়ের আবদার।

তুমি রেগে গিয়ে বহুবার আমার আবেগ খামচে দিয়েছ শরীর ভেবে!
আমার ব্যাথা লেগেছে, কিন্তু তা হৃদয়ে! রক্ত বেরিয়েছে শূণ্য হাহাকার বুক থেকে,
বলছি তোমার রঙিন নখগুলোর আকর্ষণ খুবই জটিল!
কিন্তু তাতে আমার লাভের দরজা বোধ হয় আজ বন্ধ।

জানি না তুমি আমার প্রেমকে কবর দিয়ে দিয়েছ কিনা!
কিন্তু তুমি আসবে বলে কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলি আজও ঝরেনি,
প্রতীক্ষার সকালে আমার ভালোবাসার ডাক নাম হারিয়ে যায়,
ভাঙা রোদ্দুরের শরীর বেয়ে তাই অভিমানের অশ্রু ঝরে!
নাম না জানা ব্যথার খামে তাই ভরে রেখে দেই আমার অধৈর্য সমাপ্তি সঙ্গীত।

সুখ সুখ বাতাসে রুমঝুম নূপুর

মুহাম্মদ ইউসুফ

তাক ধিন্ তাক ধিন্
তেরে কেটে ধা
তেরে কেটে ধা
তাক ধিন ধা

সেতারের দ্রুতলয়ে
সুখ-সুখ বাতাসে
রুমঝুম ঝুম!

মনবক উড়ে যায়
অসীমের নীলিমায়
অসীমের নীলিমায়
দ্রুতগতি বোরাকে!

মনগাড়ি ছুটে চলে
ঝিকঝিক ঝিকঝিক
সেতারের ঝংকারে
বুজে আসে চোখ!

অসীমের জানালায়
রাখি মনচোখ!

পৃথিবীর সবসুখ
অসীমেরiজানালায়
গান গেয়ে নেচে নেচে
মাতোয়ারা কবি।

সাতসুরে গান গায়
সব সুখ-পাখি!

দশ লাখ বেহালা
একসাথে বাজে
তুমি আর আমি-যে
একতারে বাঁধা!

প্রভু-সুরে গান গেয়ে
মজেছেন কবি
অন্তরে প্রভুছবি
যায়-না-যেদেখা!

পরমসত্তানুসন্ধানে আত্মোপলব্ধির গুরুত্ব

রব নেওয়াজ খোকন

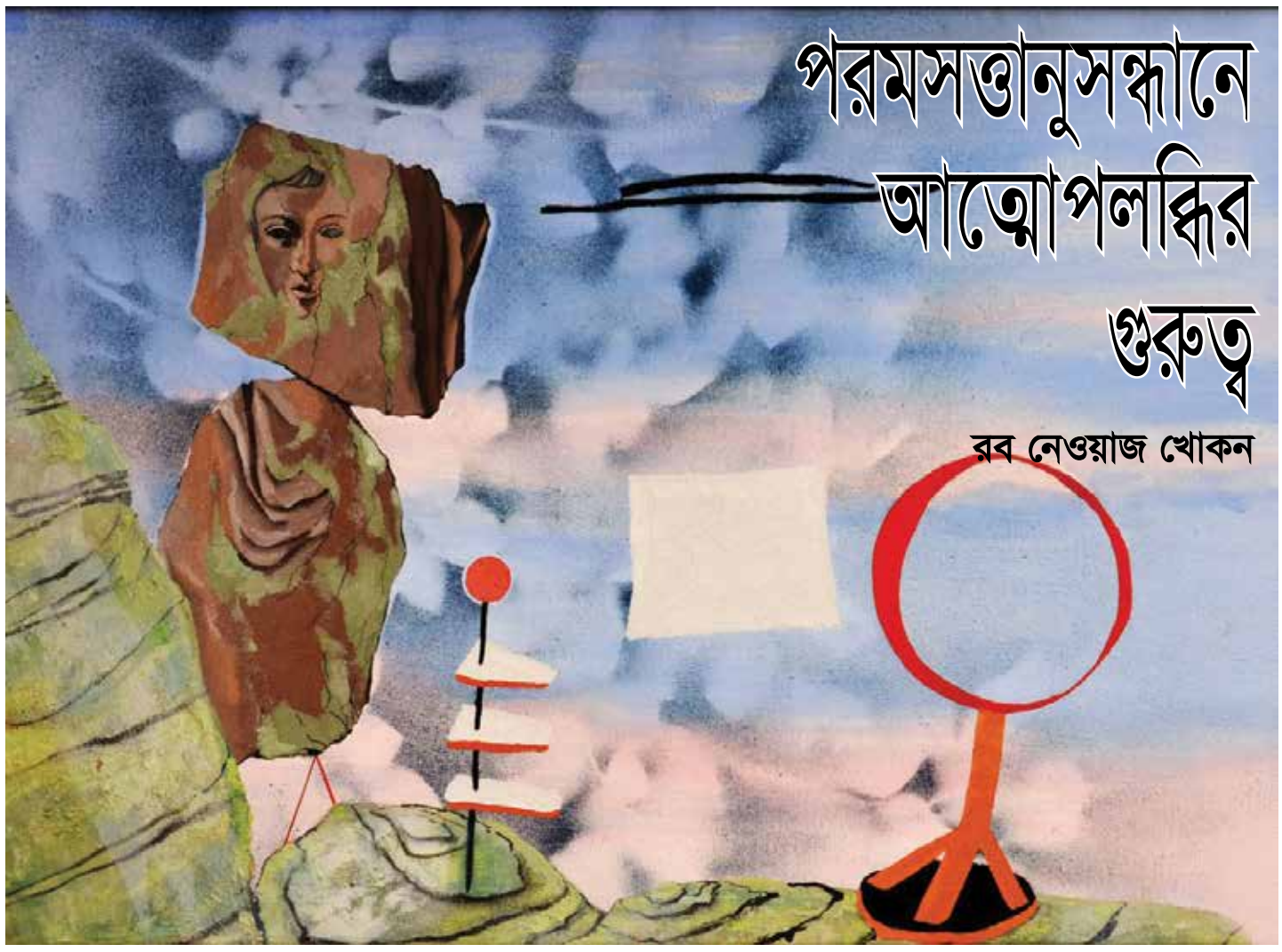

মহাজগতের মূল চালিকাশক্তির স্বরূপ জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে দর্শনের। ধর্মগ্রন্থ কিংবা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বহুমতের বিভ্রান্তি যখন ঘোলাজলের মতো অস্বচ্ছ করে দেয় পরমসত্তার রহস্য, তখন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পায়। তবে দর্শনের উৎপত্তি ধর্মেরও আগে প্রাগৈতিহাসিক কালে। মানব সভ্যতা শুরুর সাথে সাথে এর সূচনা। কোনো কোনো মনীষীর ধারণা, দর্শনকে পুঁজি করে ধর্মের অবতারণা। তবে এ মতটির সাথে ধর্মতাত্ত্বিকদের মতের ভিন্নতা রয়েছে। ধর্মগ্রন্থ যদি প্রত্যাদেশ বা ঐশি বাণী হয়ে থাকে, তবে দর্শনের ওপর নির্ভরশীলতার মতবাদটি অবান্তর। এ নিয়ে বিতর্কও রয়েছে বেশ। সে যাই হোক। বাস্তবতা হলো, দর্শন বহুধর্ম, বহুমতের মধ্যকার সমন্বিত প্রয়াস। ইতিহাস কিংবা ধর্মের কাছে দর্শন জিম্মি নয়। সে সবসময় নিজের ঠাঁট বজায় রেখে চলে। তবে ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য দর্শন চর্চাকে ত্বরান্বিত করে।

ধর্মকে ঐশী বাণী হিসেবে মর্যাদার একটি আসনে সসম্মানে জায়গা দিলেও, ইতিহাস নিয়ে রয়েছে দর্শনের খানিকটা দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের বর্ণিত সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে সে কোনো কালেই মানেনি। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন যে, ইতিহাস হলো সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে তৈরি এক সুস্বাদু জঘাখিচুড়ি। সত্য ও মিথ্যা দুটোই রয়েছে তাতে। তবে কোনটির ভাগ বেশি, তা নির্ধারণ করাটা বেশ জটিল কাজ। জঘাখিচুড়ির এ রেসিপিতে সত্যের পরিমাণ নির্ভর করে ইতিহাস-লেখকের বিচক্ষণতা, দর্শনবোধ ও প্রাজ্ঞিক চৈতন্যের ওপর। তবে বিচক্ষণতায় ইতিহাসবিদ যতোই পোক্ত হোন না কেন, তার রচিত ইতিহাসে মিথ্যা বা অলীক কল্পনার মিশেল থাকবেই। আর সেজন্যেই ইতিহাস এতো মজাদার বিশ্বাসের যোগান দেয়। সাধারণ পাঠক-শ্রোতা তা হৃদয়ের কার্নিশে সযত্নে সাজিয়ে রাখে। ঠিক এই অবোধবোধে ঠোকা মেরে দার্শনিক ওমর খৈয়াম যথার্থই বলেছিলেন,

`নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও
বাকির খাতা শূন্য থাক
লাভ কী শুনে দূরের বাদ্য
মাঝখানে যার বেজায় ফাঁক।,

তাঁর এ উক্তিটি ইতিহাস-নির্ভরতার প্রতিকটাক্ষ হলেও, সাধারণের মাঝে এর প্রভাব পড়েনি বললেই চলে। কারণ মানুষ কল্পনানির্ভর রূপকথায় এতো বেশি আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত যে, এমন দু-চারটা ঠোকা বা খোঁচায় টনক নড়বে না। অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিকতাকেই আকড়ে ধরে অসীম শূন্যতার ভেতর নিজের স্বসীম সংকীর্ণতার আশ্রয় খোঁজে মানুষ। আর অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের মূলে রয়েছে অজ্ঞতার বাহুল্য। অজ্ঞতার পুঁজি যার যতো বেশি কাল্পনিক অলৌকিতায় তার ততো বেশি নির্ভরতা। অবুঝ শিশুর ভূত-পেত্নী বা রূপকথার গল্পের প্রতি জোরালো বিশ্বাস দেখলে আমরা বিষয়টা সহজে আন্দাজ করতে পারি। লৌকিকতার চেয়ে অলৌকিকতায় কৌতুহল বেশি থাকার কারণে দূরের বাদ্যে কান পাততে ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধিমূলক একটি কথায় এর স্পষ্টতা মেলে।

`দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ঘাসের শীষের ওপর
একটি শিশির বিন্দু`

আমরা প্রতিনিয়তই কাছের বস্তুকে অবজ্ঞা করে দূরের পানে তাকাই। ক্ষুদ্রকে পায়ে দলে বৃহতের মাঝে কাঙ্ক্ষিতকে খুঁজে ফিরি। পরশপাথর পেতে, সীমাকে অতিক্রম করে অসীমতায় সাঁতার দিয়ে থাকি। এসবই আমাদের ভ্রান্তি। প্রজ্ঞার দারিদ্র্য। প্রজ্ঞার প্রাচুর্যই আত্মোপলব্ধির নির্দেশক। আর এ আত্মোপলব্ধির পথ ধরেই দর্শনের এগিয়ে চলা। আত্মোপলব্ধির দর্শন বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রে, দূর অপেক্ষা নিকটেই বেশি চর্চিত। এ-যে আপনার মাঝেই পরমসত্য বা পরমসত্তার অনুসন্ধানে বেশি আকৃষ্ট। নিজ দেহ-মনের সংযোগস্থলেই মহাজগতের মূল চালিকাশক্তি বা পরমসত্তার স্টেশন বলে মনে করে এবং এটিই আত্মদর্শন নামে অভিহিত। বলা হয়, `যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে।, সেদিক থেকে অংক কষলে পরমসত্তার অনুসন্ধানের উৎসটি একেবারেই কাছের। ইতিহাসকে বা গ্রন্থগত সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে না-মেনে আত্মোপলব্ধির আশ্রয় নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। চিরাচরিত বিশ্বাস্যকে চূড়ান্ত হিসেবে না নিয়ে স্বকীয় বোধের যাচাইকলে পিষে এর নির্যাসটুকু বের করে আনাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে তথ্যভাণ্ডার হিসেবে মর্যাদার আসনে বসানো ও গৌণতার পদবি দিলে উভয় কূলই রক্ষা পায়। ইতিহাস তার অবদানের স্বীকৃতি পায়। আর আমাদের স্বকীয়তার উন্মেষ নিশ্চিত হয়। স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যে-দর্শন চর্চিত, সেটিই সত্যদর্শন। আমিত্বের মাঝেই সকল জিজ্ঞাসার জবাব, সৃষ্টিরহস্যের সকল মীমাংসার গুপ্তধন। সকল ধর্মেরও মূলবাণী আসলে এটিই।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বুমেরাং

রাণা চ্যাটার্জী

`ওই হারামজাদিটাকে টেনে বের করতে পারছিস না কেউ তোরা!, অগ্নিগর্ভ লাল নেশা চোখে, পান চিবোতে চিবোতে পল্টুর দিকে তীব্র ক্ষোভ নিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলো তেওয়ারী।

পাল্টা কিছু একটা বলতে উদ্যত হতে গিয়েও থামলো পল্টু। বড়ো মুখ খারাপ, এই চাল আড়তে আসা ওদের বন্ধুটির। একটু পিক ফেলে আবার ভ্রু কুঁচকে শুরু করলো "রাখ, যত্ত ন্যাখড়া বাজি তোদের, বেড়ালকে মাছ দেখিয়েছিস, আর এবার সামলা!„ -বলে কাঁচ ঠেলে ভেতরে আসা ভয়ে, ওই জড়োসড়ো, এক রক্ত মাংসহীন, কত কাল না খেতে পাওয়া, শীর্ণকায় সাহায্যপ্রার্থী মহিলার মুখের ওপর দু,টাকা ছুঁড়ে দিয়ে রীতিমতো শাসিয়ে বললো "এই হারামি শোন, আর কোনদিন এখানে এসেছিস তো ন্যাংটা করে বেঁধে রাখবো„। শুনে একবার প্রতিবাদ করতে গিয়েও ইচ্ছে হলো না, আর করবেই বা কাকে, যে বলছে তার নিজের চরিত্র কি আদৌ ঠিক আছে! কাজের মেয়ে, প্রতিবেশী কেউই নিরাপদ নয় এই হারামখোর তেওয়ারীর কাছে! মেয়ে সে ভিখারিনী হোক আর বাচ্চা শিশু কন্যা একা পেলে যেন জিভ লকলক করে এমন বহু প্রমান তার এই ক,বছরে যথেষ্ঠ পেয়েছে।

অমিত ততক্ষণে শশব্যস্ত হয়ে, কাঁচের দরজাটা খুলে ওনাকে বাইরে বের করে দিতে পারলে বাঁচে। চোখের সামনে কোনো মহিলাকে এভাবে অপমানিত হতে দেখা, তার কাছে খুবই অস্বস্তির ও তাকে খুব কষ্ট দেয়। বেরিয়েই লুকিয়ে দশ টাকা তার হাতে গুঁজে চাপা স্বরে বলে `দিদি, বাচ্ছাটাকে একটু দুধ কিনে দিও , আর এসো না গো, বড়ো মুখ খারাপ ওই লোকটার।, পল্টু ঠিক লক্ষ্য করেছে মহিলার চোখ বেয়ে, নোনা জলের চকচকে দু,চার বিন্দু অশ্রু। অমিত ভেতরে ঢুকতেই বুঝতে বাকি রইলো না, শালা তেওয়ারী শকুন চোখে ঠিক দেখেছে আড়ালে টাকা দেওয়া! তেলে বেগুনে জ্বলে ওমনি আবার বাজখাঁই গলায় দু,চারটে কাঁচা খিস্তি ঝেড়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শান্ত হলো!

ও যে এদের বস, সেটাও নয়, তবু দুনিয়ায় কিছু কিছু লোক আছে, স্বভাবটাই অন্যদের ওপর খবরদারি করা! সপ্তাহের দুদিন করে পল্টু, অমিত, রমেশ রা আসে এই ছোট্ট এক কামরার অফিসটাতে বর্ধমানে এলে। চালের বাজারদর, হাবিজাবি খবরের সাথে নিখাদ আড্ডা চলে একটু আধটু।

বরাবরই অমিত একটু অন্য ধাঁচের মানুষ। প্রতিদিন স্টেশনে এসে ট্রেনের লেট হলে, সরোজমিনে এই গরীব, অনাথ মানুষ, ভিখারীগুলোর গতিবিধি দূর থেকে দেখে। কখনও, কেমন নিজের পুরনো জামাকাপড় এনে, ওদের দিয়ে দেয়। অন্যদেরও দিতে, অসহায়দের জন্য কিছু করতে উৎসাহ দেয়। সমমনস্ক পল্টুও চেস্টা করে এটা বোঝাতে যে, নিজের ক্ষতি না করে যতটা পারো হাত বাড়াও আশেপাশের অসহায়দের দিকে। এতে কেউ সাড়া না দিলেও কিছু যায় আসে না, অন্তত এই মানসিকতায় নিজের মতো করে পথ হাঁটা জরুরী।

ঘটনার সূত্রপাত হয় কিছুদিন আগে থেকেই। একদিন পল্টু চাল গদি অফিসে যাবার পথে দেখতে পায়, এই শতছিন্ন শাড়ি পরা মহিলাটি, কোলে বাচ্ছাকে নিয়ে কেমন অসহায় ভাবে উদাসদৃষ্টিতে। সেদিনই, বাইক দাঁড় করিয়ে কিছু দিতে যেই উদ্যত, পেছন থেকে এক বুড়ি ঠাকুমা জানায় কাল থেকেই ভীষণ জ্বর ছেলেটার। কথাটা শুনে কাল বিলম্ব না করে একটু তফাতে ওষুধের দোকান থেকে দুটো প্যারাসিটামল এনে খাইয়ে দিতে অনুরোধ করে। সে যাত্রায় ভাগ্য সাথ দেওয়ায় অল্প ওষুধে বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলো জলদি। মহিলা দিদিটি দু,একদিন খুব বিপদে পড়লে হাত পাততে আড়ত অফিসে চলে আসতো ,হয়তো পল্টুকে যদি দেখতে পায় এই ভরসায়।

অনেক বছর পার। একদিন সেটা ছিলো গরম কাল, দুই প্রাণের বন্ধু পল্টু আর অমিত নাইট শোতে সিনেমা দেখে ফিরছিল। কিছুটা এগুতেই তুমুল হই হট্টগোলের আওয়াজ খাল পাড়ের বস্তি থেকে। কারা যেন কাউকে ধরেছে, বিরাট চিৎকার, হম্বি তম্বি। `চল যাবিরে, দেখবি নাকি,, অমিতের কৌতূহলী ইশারায় পল্টু আর না করতে পারে নি। কিছুটা এগুতেই চক্ষু চড়ক গাছ ওদের। কিছু পাড়ার মাস্তান গোছের ছেলে কাকে যেন ঘিরে ধরে, বেধড়ক পেটাচ্ছে! আর খুব চেনা একটা কণ্ঠস্বর „আর আসবো না, এ বারের মতো ক্ষমা করে দাও„ শুনে অমিত বিস্ময় কণ্ঠে "এ কিরে পল্টু, ওরে বাবা এ যে সেই শালা তেওয়ারী!, অস্ফুটে কথাটা মুখ দিয়ে বেরুতেই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে, অমিত ও পল্টু হাঁ করে পরস্পরকে দেখছে।

সাহসে ভর করে, একটু এগিয়ে, "কি হয়েছে কি, মারছো কেন, কি করেছে?„ বলতেই জনগণের রোষ এসে পড়লো এদের ওপর। কয়েকজনতো আবার বলে উঠলো, "এরাও মেয়ে পাচারের সঙ্গে যুক্ত বোধ হয়, সাগরেদ ধরা পড়তেই! বাঁধ ব্যাটাদের, গরীব ঘরের মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা বের করছি "শুনে তো ভয়ে, অমিতদের দফা রফা। জোড় হাত করে, `না না আমরা চিনি না, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হই হই শুনে দেখতে এলাম।„ কিন্তু শুনবে কেন উত্তেজিত জনতা, এই অস্থির পরিস্থিতিতে যুক্তিবোধ কমই কাজ করে। ঠিক এই মুহূর্তে সবাইকে অবাক করে যে হাজির হলো, পল্টুরা তো বিস্ময় চোখে হতবাক। সেই হতদরিদ্র ভিখারি মহিলা, যাকে সেই কয়েক বছর আগে, সেদিন তেওয়ারী "হারামজাদী, দূর হ বলে„ অপমানে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু সেদিনের ওই রংচটা হতদরিদ্র ভিখারির আজ একি পরিবর্তন! সে আসতেই সবাই ভিড় পাতলা করে সরে দাঁড়াল। মুহূর্তে অন্যান্যদের হাবে ভাবে অমিতদের বুঝতে বাকি রইলো না, যে ওই ভিখারি দিদি আজ এই খেটে খাওয়া বস্তির মানুষগুলোর খুব আপন ও দেখভাল করার নেত্রী গোছের হয়ে গেছে। এরপর তেওয়ারীর সামনে এসে উনি বললেন, "শালা হারামজাদা, লজ্জা করে না, ভদ্র পোশাকের ভদ্র লোক সেজে, বস্তির কচি কাঁচা মেয়েগুলোর দিকেও নজর পড়েছে! আর যদি এদিকে দেখি, কচু কাটা করে খালের জলে ভাসিয়ে দেব„ অমিত, পল্টু সব দেখে শুনে লজ্জায়, ঘেন্নায়, ভয়ে ভিড়ের মাঝ থেকে চুপ চাপ কেটে পড়লো; পাছে তেওয়ারী, না ওদের ছায়াও মাড়াতে পারে।

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts In Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11
24

অজানা দ্বীপে আবেল

মূলঃ উইলিয়াম স্টেইগ
ভাষান্তরঃ ফকির আহমেদ শাহ

পূর্ব প্রকাশের পর

এটা তার ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার আত্মীয় স্বজনদের কথা মনে পড়তে সে বিরক্তি বোধ করল। কারণ, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা কেউ তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেনি।

আবেল কল্পনায় বাড়িতে চলে গেল। সেখানে তার প্রিয়তমা স্ত্রী আমান্দা রয়েছে। আমান্দার চারিদিকে রয়েছে অনেক বই। যেগুলোকে আবেল খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে পছন্দ করে। আরও রয়েছে দামী দামী পেইন্ট, জরুরী আসবাবপত্র, পোশাক আশাক, আরামদায়ক সোফা, চেয়ার টেবিল সহ নানারকম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ।

আর এখানে সে হতদরিদ্র অসহয় ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই নির্জন দ্বীপে এক কাপড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তা থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। এই ভাবে যদি আরও কিছুদিন তাকে এই দ্বীপে আটকে থাকতে হয় তাহলে তার দিন যে কিভাবে কাটবে, তা সে ভেবে পাচ্ছে না।

এই দ্বীপে খাবারের কোনো অসুবিধা নেই। খাওয়ার মতো অনেক গাছগাছালি, ফল মূল রয়েছে। যা আনায়াসে সংগ্রহ করে খাওয়া যায়। নানা রকম কীটপতঙ্গ আছে, যা খেয়ে জীবন ধারণ করা যায়। আবেল একটা গাছের ওপরে অনেকটা সময় ঘুমিয়ে কাটালো। গাছের ওপরে তার এই আস্তানাটা বেশ নিরাপদ। যদিও এটা বেশ উপরে, কিন্তু উপরেও তো নানারকম শত্র" থাকতে পারে। তাই অবেলের মন থেকে সংশয় একেবারে দূর হয়না। একটা অজানা ভয় সব সময় বুকের ভেতরে খচ খচ করে।

সে তার নতুন আস্তানায় ব্যবহায্য জিনিস গুলো গুছিয়ে রেখে দেয়। একটা সার্ট, একটা প্যান্ট, মোজা জুতো, আন্ডার প্যান্ট, একটা টাই, জুতোর ফিতা সবকিছু। তার পকেটে রয়েছে পেনসিল, ছবি আকার প্যাড, কিছু টাকা পয়সা, আর পেন-নাইফ। এই জিনিসের সাথে রয়েছে আমান্দার সেই ওড়নাটা, যেটাকে রক্ষা করতে গিয়ে তাই এই করুণ পরিণতি।

আমান্দার ওড়নাটা চোখের সামনে মেলে ধরতেই আবেলের বুকটা ব্যাথায় ভরে যায়। চোখ ফেটে অশ্র" বেরিয়ে আসে। তারই বিপদে আজ তার পাশে কেউ নেই। সে এখন একা। একদম একা। এই নির্জন দ্বীপে যতদিন থাকছে, ততদিন তাকে একাই থাকতে হবে। যদি সে কোনোদিন এই দ্বীপ থেকে ফিরে যেতে পারে তাহলেই সে তার প্রিয়জনদের ফিরে পাবে। নচেৎ নয়। আদৌ কোনোদিন কি সে ফিরে যেতে পারবে? এই প্রশ্নের জবাব একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই দিতে পারবেন। অলসদুপুরে সে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। নদীটাকে দুচোখ ভরে দেখছে। নদীটা কেমন কুলকুল শব্দ করে একা একা বয়ে যাচ্ছে। এই নদীটা যদি এখানে না থাকতো তাহলে আবেলকে এত ভাবতে হতো না। যেভাইে হোক সে এতদিন তার বাড়ি পৌছে যেত। পৃথিবীর যার যে স্থানে থাকার কথা সবাই সেখানে আছে, শুধু এই হতভাগ্য ছাড়া। সে এখন ভিন দেশে। ভিন্ন পরিবেশে।

বেলাশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আবেল গাছে উঠল। একটা ডালে বসে আকাশের দিকে তাকালো। আবেলের প্রিয় তারকাটি ফুটে উঠেছে। ছোট বেলা থেকে সে এই তারাটিকে পছন্দ করে। শৈশবে সে এই তারাটির সাথে অনেক কথা বলেছে। অনেক কৌতুক করেছে। বড় হয়েও সে এখনো তারাটিকে আপনজন মনে করে। আবেল তার তারাটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি আমার বিপদজ্জনক অবস্থা টের পাচ্ছ? মনে হলো তারাটি উত্তর দিচ্ছে। সে বলছে, আমি টের পাচ্ছি।

আবেল আবার জিজ্ঞাসা করল, আমি এখন কি করতে পারি?

তারাটি বলল, তুমি যা খুসি করতে পারো।

প্রিয় তারাটির এই রকম কথা শুনে আবেলের নিজের প্রতি নিজের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। সে গভির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, আবেল স্বর্গ রাজ্যে অনাবিল আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। গাছের উচু শাখায় স্বর্গের যাবতীয় সৌন্দর্য ইদুরের স্বপ্নের মাধ্যে এসে ধরা দিচ্ছে।

আবেল দেখতে পেলো, আমান্দা তার সামনে স্বর্গের অপস্সরার মতো দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্ন শেষ হয়নি এমন সময়ে সে দেখতে পেলো যে সে নিচে পড়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। এক সময়ে সে মাটিতে এসে পড়ল। আবেলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে দেখল সে সত্যি সত্যিই গাছ থেকে নিচে পড়ে গেছে।

এখানে তার স্বপ্ন আর বাস্তবতা এক হয়ে গেছে। নাচের সময়ে গাছের কচি ডাল ভেঙ্গে নিচে পড়েছে। তার হাতের মুঠোয় ডালটা এখনো ধরা আছে। আবেল বুঝে পাচ্ছে না এই জিনিস একসাথে কি ভাবে মিলে গেল।

রাত শেষে সকাল এলো। সকালের আলোয় সে দেখতে পেলোO নদীটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

৬.

সকালের নরম আলোয় নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে নদীতে গেল। হাত মুখ ধুয়ে একটু পানি পান করল। নদীটার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল এই নদী তাকে কত দিন , কতকাল এপারে আটকে রাখবে তা কে জানে। নদী থেকে উঠে তীর ধরে ঝোপ ঝাড়ের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলল। একটু গিয়েই দেখতে পেলো ঝোপের মধ্যে একটা গাছে ছোট ছোট ফল পেকে আছে। সে সেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে পেট ভরে পাকা ফল খেলো। ফল খেতে খেতে তার মাথায় ব্রিজ তৈরীর চিন্তাটা আবার এলো।

সে বনে ঢুকে শক্ত মোটা লতা ছিড়ে নিয়ে এলো। লতাগুলোকে জোড়া দিয়ে লম্বা দড়ি তৈরী করল। সেই দড়ির মাথায় একটা পাথর বেধে দড়িটাকে ছুড়ে দিলে সেটা নিশ্চয় ওপারের ঝোপের মাথায় গিয়ে আটকে যাবে। তখন সে ওই দড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে পার হয়ে যাবে।

এইকাজ করতে তার দুপুর পেরিয়ে গেল। সে ভাবতে লগল দড়ি তো তৈরী হলো। কিন্তু ওপারে আটকানো যাবে কিভাবে ? কাজটা ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে তাকে একটা উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে নদীর চওড়া অপেক্ষাকৃত কম। যেখান থেকে দড়িটাকে ছুড়ে নদীর ওপারে পাঠাতে পারবে।

জায়গা নির্বাচনের জন্য সে হাটতে শুরু করল। এই কাজে তার সারা বিকেল কেটে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। রাত্রি কাটানোর জন্য সে একটা কাটের গুড়িকে নির্বাচন করল। কাঠের গুড়িতে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গাছের মাথায় বাস করার চেয়ে এটা তার জন্য অনেক নিরাপদ। এটা একটা বাড়ির মতো। এর মধ্যে ঢুকে পড়লে বাইরের কোনো শিকারী পশু পাখি তাকে সহজে দেখতে পাবে না। হঠাৎ ছো মেরে তুলে নিয়ে যেতেও পারবে না। এখান থেকে তাকে ধরতে হলে আগে গর্তের ভেতরে ঢুকতে হবে। আর এই ধরনের কাজ করতে পারে একমাত্র সাপ। এখন সে যদি কিছু ছোট ছোট পাথরের টুকরো এনে গর্তে মুখটা বন্ধ করতে পারে তাহলে

তার আর সেই ভয় থাকবে না। সে তার চিন্তা মাফিক কয়েকটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে গর্তের মুখে সাজিয়ে দিয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল।

৭.

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার সাথে সাথে আবেল নদরি ধারে গেল। হাত মুখ ধুয়ে সকালের নাস্তা সারল। তারপর ব্রীজ তৈরীর কাজে লেগে গেল। দড়িটাকে গোল করে একযায়গা কুন্ডলি পাকিয়ে রেখে দড়ির মাথায় একটা লম্বা আকারের পাথর বাধল। তারপর দড়ির ওই পাথর বাধ মাথা মাথার ওপরে নিয়ে জোরে ঘুরিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে ছুড়ে দিলো।

কিন্তু মাত্র নব্বই লেজ দূরে গিয়ে পাথর সমেত দড়িটা গিয়ে পানিতে পড়ল। যে আশা উদ্দম নিয়ে সে কাজটা করছিল তার কোনো কাজ হলো না। সে হতাশ হয়ে দড়িটা গুটিয়ে নিলো। কাজটা সে দুই তিন বার করে চেষ্টা করল। কিন্তু সে লক্ষে পৌছাতে পারল না।

ব্রীজ তৈরীর পরিকল্পনা নস্যাৎ হওয়ার পরে সে ভাবতে লাগল, নদীর পানি তো এখন অনেক কমে গেছে। সে যদি পাথর ফেলে ফেলে নদীটাকে বেধে ফেলতে পারে তাহলেও তো তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। সে সেই কাজ শুরু করল। তার মনে এটা জেদ কাজ করছিল, যে ভাবেই হোক তাকে এই বাধা অতিক্রম করতে হবে। নদী পেরিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে তার চেনা পরিবেশে। আত্মীয় স্বজনদের কাছে, বন্ধু বান্ধবের কাছে, স্ত্রীর কাছে। তার নিজের বাড়িতে।

সারাদিন সে আশ পাশের যাবতীয় নুড়ি কুড়িয়ে এক যায়গায় করল। সেগুলো সারি দিয়ে সাজিয়ে দিতে চেষ্টা করল। প্রথম দিকে কাজ যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে আবেলের মনে আশার সঞ্চার হলো। কিন্তু যখন পানি একটু বাড়ল আর স্রোতের মুখে পড়ল তখন আবেলের ফেলা পাথর গুলো নির্দিষ্ট যায়গায় স্থির রইল না। একখানে ফেললে স্রোতে সেগুলোকে খানিক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সমস্ত দিন এইভাবে পাথর বয়ে সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পরদিন সকালে নদীর তীরে গিয়ে দেখল যে, সে,যে নুড়ি পাথর ফেলেছিল তা স্রোতের টানে সব ভেসে গিয়ে সমান হয়ে গেছে। তার সারাদিনের পরিশ্রম একেবারে বিফলে গেছে। এসব দেখে আবেলের মনভেঙ্গে গেল। সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে পরবর্তি কয়েকদিন বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ালো।

বনে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সে খুজে পেলো চিনা বাদাম, কিছু সবুজ ফল, বুনো সরিসা, বুনো পিয়াজ, নতুন ধরনের মাশরুম এবং আরও নানা রকম খাবার সমগ্রী। এত খাবার দাবার পেয়েও আবেল শান্তিতে ছিল না। একা একা নিঃসঙ্গ জীবনে সে মাঝেই আনমোনা হয়ে পড়ে। হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠে। ভয়ে তার গা ছম ছম করে।

এইভাবে আগষ্ট মাস এসে যায়। এই কয়মাসে এই দ্বীপের প্রায় সবকিছুই তার পরিচিত হয়ে গেছে। সে এখন এই দ্বীপের পুরোনো বাসিন্দাদের একজন। আবেল মাঝে মাঝে ভাবে সে এখানে বেঁচে আছে। এই কথা তার মা বাবা ভাই বোনেরা জানতে পারছে না। তার স্ত্রী আমান্দা কি তার কথা তার মতো করে ভাবে? সে এখন কি করছে?

আমান্দা কি আগের মতো কবিতা লিখতে পারছে? তার খাওয়া ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে? বিশেষ বিশেষ আনন্দ উৎসবে আগের মতো যোগদান করছে?

৮.

সেপ্টম্বর মাসে আবেল নদী পার হওয়ার নতুন পারিকল্পনায় মগ্ন হলো। সে অনেকগুলো ছোট ছোট কাঠের টুকরো জোগাড় করেছে। সেগুলোকে সে নির্দিষ্ট দূরত্বে এমন করে বাধল যে সেগুলো পানিতে ভাসিয়ে দিলে এমন দূরত্বে ভাসবে যার ওপর দিয়ে সে অনায়াসে হেটে পার হয়ে যেতে পারবে।

২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২৪-এর পৃষ্ঠার পর

কাজটা যখন সে শুরু করেছিল তখন তার মানে আশা জেগেছিল এই ভেবে যে আগের পারিকল্পনা গুলো মার খেলেও এবার আর মার খাবে না। কিন্তু যখন সে সেগুলো পানিতে ভাসালো তখন দেখা গেল কাঠের টুকরোগুলো আড়াই লেজের বেশি দূরত্বে গেল না। সে গুলো সোজা নদীর পরপারের দিকে না গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। এখানেও সে যখন বিফল হলো তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

হতাশ হয়ে কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালো। কিন্তু অলসভাবে ক,দিনই বা ঘুরে বেড়ানো যায়। তাই কিছুদিন পরে ব্যর্থতার দুঃখ যখন কমে এলো তখন সে আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার করে ফেলল। আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য ছিল যে ধোয়ার সৃষ্টি করলে অনেক দূর থেকে লোকে দেখতে পারবে। যারা জানে এই দ্বীপে কোনো প্রাণী বাস করে না তারা ধরে নেবে কেউ নিশ্চয় বিপদে পড়ে এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে।

দ্বিতীয়তঃ সে তার সংগৃহিত খাদ্য সষ্যদানা গুলো আগুনে পুড়িয়ে বা সেদ্ধ করে খেতে লাগল। আর এই কাজ সুষ্ঠভাবে করার জন্য তাকে আনুসঙ্গিক আরও কিছু কাজ করতে হলো। সে নদীর তীর থেকে লাল কাদা নিয়ে এলো। সেই কাদা দিয়ে নানা আকারের মাটির পাত্র বানিয়ে সেগুলো পুড়িয়ে নিলো। তার মধ্যে কয়েকটি গামলাও ছিল।

সেই গামলায় চিঠি আর ফুল দিয়ে ভাসিয়ে দিলো। তার ধারনা ছিল, এ গামলা ভাসতে ভাসতে সভ্য সমাজের কারো নজরে পড়তে পারে। যদি কারো নজরে পড়ে তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারবে যে, কেউ একজন বিজন দ্বীপে বিপদে পড়ে এই সংকেত পাঠাচ্ছে। গামলায় রাখা চিঠিটা ছিল এই রকম, যদি কারো হাতে এই চিঠি পৌছায় তাহলে দয়া করে এটি নি ঠিকানায় আমার স্ত্রী-পরিজনদের কাছে পৌছে দেবেন।

ঠিকানা, আমান্দা ডি চিরিকো ফ্লিন্ট। ৮৯ ব্যাংক স্ট্রিট, মসভিল।

চিঠির ভাষা ছিল এরকম,

সুপ্রিয় আমান্দা,

আমি বেঁচে আছি। একাকি একটা দ্বীপে আছি। জানি না এই নির্জন দ্বীপে একা একা এইভাবে কতদিন থাকতে হবে। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি হয়তো চিঠিটা পেয়ে যাবে। এখানে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে একটা লম্বা চেরি গাছ আছে। দ্বীপটি প্রায় বারো হাজার লেজ লম্বা। চেরি গাছটার নিকটেই একটা জলপ্রপাত আছে। চিন্তা কোরো না। পারো তো সাহায্য পাঠাও।

ইতি,

তোমার আবেল।

পুনশ্চঃ যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এই চিঠি পেয়ে আমাকে উদ্ধার করেন তাহলে তাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার দেবো।

আবেল মাঝে মাঝে সেই চেরি গাছটার একেবারে মাথায় উঠে যায়। মগডালে বসে দূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে কোনো সাহায্যকারী দল এদিকে এগিয়ে আসছে কি না। মাঝে মাঝে সে তার সাদা জামাটিও শূণ্যে নাড়িয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

ভরা বাদলের দিনে সারাদিন সে তার সেই কাঠের গুড়ির ভেতরে শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। তার দরোজায় বৃষ্টির ফোটা পড়ার মিষ্টি শব্দ শুনতে পায়। বৃষ্টির ফোটা গুলো যেন তার চোখের অশ্র”ফোটার মতো ঝরে পড়ে। সব কিছু থেকেও আজ তার কিছু নেই।

রাত্রি বেলা বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আবেল বাইরে এসে ভেজা ঘাসের ওপরে দাঁড়ালো। মেঘ কেটে যাওয়ায় চাঁদ বেরিয়ে পড়েছে। চাঁদটা যেন বিশাল আকাশ-সমুদ্রে একা একা সাতার কাটছে। বৃষ্টি ভেজা রাতে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। মনমাতানো বুনো ফুলের গন্ধে তার চেতনা হারিয়ে যেতে থাকে। বাইরে ঝি ঝি পোকার ডাক। নদীর পানির কলকল ছলছল বয়ে যাওয়া শব্দ। সমস্ত প্রকৃতি চাঁদের আলোয় ভাসছে। কিন্তু তার সেই কাঠের গুড়ির ভেতরের ঘরে গাঢ় অন্ধকার তাকে যেন গুপ্ত ঘাতকের মতো আকড়ে ধরেছে।

রাত্রে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে সে বাড়ি ফিরে গেছে। সে আর আমান্দা তাদের বাড়ির ফুল বাগানে পাশা পাশি হেটে বেড়াচ্ছে। পরক্ষণই মনে হচ্ছে সে আর আমান্দা হেটে বেড়াচ্ছে ঠিকই তবে বাগানটা তাদের বাড়ির বাগান নয়। এটা তাদের অপরিচিত একটা বাগান। তবে সেটা তাদের বাড়ির বাগনের চেয়েও বেশি সুন্দর। বেশি সাজানো গোছানো।

হরেক রঙের ফুল ফুটে আছে সেখানে। ফুলগুলো যেমন বাহারি রঙের তেমনি তার সুগন্ধও বিচিত্র রকমের। এই ধরনের সুগন্ধ সে আগে কখনো শোকেনি।

৯.

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এক সকালে আবেল ঘুম থেকে

জেগে দেখতে পেলো ঘাসের আগায় শিশির জমেছে। বাতাসে ঠান্ডার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে সামনেই শীত এসে যাচ্ছে। শীতের কথা মনে হতেই সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। শীতকালে এখানে সে কিভাবে কাটাবে? এখানে শীত কেমন পড়ে তাও তার জানা নেই।

বেড়াতে বেরিয়ে দেখল যে, চীনা বাদাম, কাঠ বাদাম খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। সূর্যমুখি ফুলেও প্রচুর দানা হয়েছে। আবেল তার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বেশি করে এই সব শস্য দানা সংগ্রহ করে তার কাঠের গুড়ির গর্তে জমা করল। কারণ, শীত কালটা যদি দীর্ঘ হয়, সেই সময়ে যদি বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে , অথবা খাদ্য শস্য না পাওয়া যায় তাহলেও তার যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

শীতকালীন সব রকম তোড়জোড় শেষ করে যখন ফ্রি হয়ে গেল। হাতে আর কোনো কাজ থাকল না। তখন সে সময় কাটানোর জন্য মূর্তি তৈরীর কাজে হাত দিলো। সে একজন শিল্পী। প্রথমে সে তার স্ত্রী আমান্দার মূর্তি তৈরী করল। মূর্তিটা অবিকল আমান্দার মতো হলো। মুর্তিটা সুন্দর হওয়ায় সে মনে মনে খুব খুশি হলো।

এর পরে সে তার মায়ের মূর্তি তৈরী করল। যার সম্পত্তি থেকে আবেলের আয় রোজগার আসে। এর পরে একে একে সে তার ùহের ভাই বোনদের মূর্তি তৈরী করল। তার বাবার মুর্তি তৈরী করল। একটা খসখসে কাঠ বাঁকিয়ে সে এটা করল। এই কাজ করতে সে তার চিকোন দাঁত আর পেননাইফের সাহায্য নিলো। তার পিতা ছিল একজন কঠোর মনোভাবের, সৎ ইদুর। সে তার মুর্তির মধ্যে সেটা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলো।

এই দ্বীপে আসার পর থেকে আবেল দিন তারিখের হিসাব রাখতে পারেনি। তবে সে খেয়াল করল, গাছে গাছে পাতার রঙ বদলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গাঢ় সবুজ থেকে যেন কিছুটা হলুদ বর্ণ ধারন করেছে। অল্পদিনের মধ্যে জ্বলন্ত সোনার মতো অথবা লাল শিখার মতো হয়ে যাবে।

শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে ঘাস দিয়ে মাদুর বুনে ফেলল। ঘরের জানালায় পর্দা টাঙ্গিয়ে দিলো। পর্দা যাতে না নড়ে সেজন্য কাটা দিয়ে শক্ত করে আটকে দিলো। এই সব কাজ করতে গিয়ে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হলো। তার জামা কাপড় ময়লা হয়ে গেল। কিন্তু সে সব দিকে নজর দেবার তার সময় নেই।

দ্বীপের উত্তর দিকে ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন একটা ঘড়ি আবিষ্কার করে ফেলল। ঘড়িটা একগাদা পাতার মধ্যে ঢেকে ছিল। ঘড়িটার সাথে লাগানো রয়েছে একটা লম্বা চেন। ঘড়িটা ছিল একটা বড় ডাইনিং টেবিলের মতো বড়, যার ওপরে তিন জন এক সাথে বসে খাওয়া যায়। ঘড়িটার পাশে রয়েছে একটা বিশাল আকারের বই। বইটা ছিল চার লেজ লম্বা আর তিন লেজ চওড়া। বইটার ওপরে একটা পাথর পড়ে আছে। কাদামাটি মাখানো

ভাব দেখে মনে হচ্ছে বন্যার পানিতে এগুলো ধুয়ে গেছে।

আবেল বইটাকে অতি যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করে দেখল। বাইরের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, অনেকদিন এইভাবে পড়ে আছে। এগুলোর ওপর দিয়ে কয়েকটা সৌর বছর তার শীত গ্রীষ্ম পার করেছে। বইয়ের মলাটের ওপরে শিরোনাম লেখা রয়েছে `পুত্র কন্যা,। শিরোনামটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় পড়তে কষ্ট হচ্ছে।

দ্বীপে এই বই ঘড়ির সন্ধান আবেলের কাছে একটা বড় ঘটনা। এ থেকে তার ধারনা হলো, এই দ্বীপে কোনো পিকনিক পার্টি এসেছিল। তারাই ভুল করে জিনিস দুটো ফেলে গেছে। বইটা পেয়ে আবেলের আনন্দ আর ধরে না। সে বইয়ের পাতা উল্টে প্রথম পাতা পড়তে শুরু করল। যদিও পাতাগুলো পানিতে জুড়ে যাওয়ার অবস্থা কিন্তু অক্ষর গুলো স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

বইয়ের কাহিনী চমৎকার। এই ধরনের কাহিনী আবেল ভীষণ পছন্দ করে। সে ঠিক করে ফেলল, আবেল তার অলস সময় গুলো এই বই পড়ে কাটিয়ে দেবে। প্রতিদিন সে একটা করে পরিচ্ছেদ পড়বে।

সেদিনের মতো বইটা মুড়ে আবার পাতা দিয়ে ঢেকে রাখল যাতে রোদ শিশিরে পাতাগুলো আরও ড্যামেজ হয়ে না যায়।

১০.

পরদিন সকাল বেলা আবেল আবার বইয়ের কাছে ফিরে এলো। পাতা সরিয়ে বই খুলে পড়তে শুরু করল। মুখোশধারী বল ড্যান্সারদের বিষয়টি খুবই আনন্দদায়ক। কাহিনীর এক জায়গায় ছিল এক ভালুকের ইদুরের মুখোশ পরার ঘটনা। এই ঘটনা পড়তে পড়তে আবেল হেসে ফেলল। বইয়ের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে লেখা গুলো পড়ে ফেলল।

বই পড়ার সাথে সাথে সে এই দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যেতে লাগল। সে কাদা দিয়ে কিছু সাইনবোর্ড তৈরী করল। সেগুলো সুকিয়ে পুড়িয়ে নিলো যাতে পানিতে গলে না যায়। সাইনবোর্ড গুলোতে

আবেল তার থাকার জায়গার নির্দেশনা দিয়ে দিলো। সাইন বোর্ড গুলো দ্বীপের নানা স্থানে টাঙ্গিয়ে দিলো। যাতে নতুন কেউ এলে সহজেই এগুলো তাদের নজরে পড়ে। এবং তাকে খুজে বের করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

এই ভাবে আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এক কুয়াশা ঢাকা সকালে আবেল নদীর দিকে চেয়ে চমকে উঠল। তার মনে হলো নদীর পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। এখন সে ইচ্ছা করলে হেটেই নদী পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার এই অনন্দ উচ্ছাস বেশিক্ষণ টিকে থাকল না। সে বুঝতে পারল এটা তার চোখের ভুল। এমন দ্রুতগামী স্রোতশীল পানি কখনো জমতে পারে না।

ঘড়িটার প্রতি আবেলের একটা বিশেষ কৌতুহল ছিল। এটা যদি চালানো যেত তাহলে ভালো হতো। আবেল প্রথমে ঘড়িটার গায়ে মেখে থাক কাদামাটি পরিষ্কার করল। তারপর একটা কাঠি দিয়ে এখানে ওখানে খোচা খুচি করল। সম্ভাব্য যে সব জায়গায় নাড়া চাড়া করলে ঘড়িটা চলতে পারে আবেল তার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হলো।

এই দ্বীপে এসে আবেল বিশেষ কিছু শব্দ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন, নদীর কলকল গর্জন, বাতাসের শণ শণ, হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামার ঝুপঝাপ শব্দ, বৃষ্টি শেষে গাছের পাতা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ার টুপটাপ আওয়াজ। পাখির কিচিমিচি। পোকা মাকড়ের একটানা ঝি-ঝি বিলাপের সুর ইত্যাদি। এই শব্দগুলো ছিল প্রাকৃতিক। এবং নিয়মিত। এক একটা শব্দ এক একটা বিশেষ সময়ে শোনা যেত। কিন্তু ঘড়িটা চালু হওয়ার পরে সব সময় টিকটিক করে একটা যান্ত্রিক শব্দের সৃষ্টি হলো।

কাজের মাঝে নিজেকে যতক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে পারে ততক্ষণ আবেল আনন্দে থাকে। কিন্তু যখন সে কর্মহীন অলস সময় কাটায় তখন আবেলের মনে পড়ে তার বাড়ির কথা, মা বাবার কথা, আমান্দার কথা, হাজারো

স্মৃতিময় দিনের কথা। যে সব ঘটনা সে জীবনে ভুলবে না।

এক রাতে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল। সে রাতে আকাশ ছিল পরিষ্কার, আকাশে অসংখ্য তারা মেলা বসিয়েছে। আবেল এক গাছের ডালে বসে আকাশের ওই তারাদের পানে অবাক চোখে চেয়ে ছিল। হঠাৎ একটা উড়ন্ত ছায়া এসে তার ওপরে ঝাপিয়ে পড়ল। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবেল টের পেলো সেই উড়ন্ত ছায়া তার মাজা খামচে ধরে শূণ্যে তুলে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। চোখের নিমেষে তাকে গাছগাছালির ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। যে তাকে এই ভাবে নিয়ে যাচ্ছে তার পায়ের নখ আবেলকে শক্ত করে আকড়ে ধরেছে। আবেল দেখল দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শিকারির পায়ের নখের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থেকে আবেল বুঝতে চেষ্টা করল যে তাকে এভাবে নিয়ে যাচ্ছে। আসলে সে কে?

আবেল দেখতে পেলো সে একটা বড় সাইজের পেচা। পেচাটা তাকে শিকার করেছে খেয়ে ফেলার জন্য। ভাবনাটা মাথায় আসতেই আবেল ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

পেচাটা তাকে নিয়ে একটা গাছের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আবেল মনে মনে ভাবল এভাবে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখলে চলবে না। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। দ্রুত উপায় বের করতে হবে। তা না হলে এই ঘাতক তাকে খুব বেশি সময় বাঁচিয়ে রাখবে না।

আবেলের চিন্তা খুব দ্রুত কাজ করছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে তো পেন নাইফটা রয়েছে। তাহলে সে ওটাকে কাজে না লাগিয়ে এখনো নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে কেন। সঙ্গে সঙ্গে আবেল তার পকেট থেকে পেননাইফটা বের করল। ধারালো ফলাটা খুলে পেচার দুটো আঙ্গুলের ওপরে জোরে জোরে পোচ লাগালো। পেচার আঙ্গুল কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। পেচাটা বুঝতে পারেনি তার ওপরে এই ধরনের আক্রমন হতে পারে। সে ব্যাথায় চিৎকার করে উঠে আবেলকে তার পায়ের মুঠো থেকে ছেড়ে দিলো। আবেল শূণ্যে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে এসে পড়ল।

পেচাটা বনের দিকে উড়ে চলে গেল। তখনকার মতো আর তার খোজ করল না। আবেল একটা বলের মতো মাটিতে পড়ে কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে থামল। এক ঝোপের ভেতরে শুয়ে কিছুক্ষণ হাপালো। অত উপর থেকে পড়ে সে ভীষণ ব্যাথা পেয়েছে। প্রথমে তো মনে হচ্ছিল যে শরীরের হাড় গোড় সব ভেঙ্গে দলা হয়ে গেছে। সে আর কোনোদিন সোজা হয়ে হাটা চলা করতে পারবে না।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে যখন ব্যাথা কমে এলো তখন আস্তে আস্তে উঠে বসল। হাত পা নেড়ে চেড়ে দেখল সত্যি সত্যিই সেগুলো ভেঙ্গে গেছে কি না। কিন্তু না, ভাঙ্গেনি। সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। সে আগের মতোই হেটে চলে বেড়াতে পারছে। তখন সে ধীরে ধীরে আবার তার বাসার দিকে হাটতে শুরু করল। অনেক কষ্টে সে তার আস্তনায় ফিরে এলো।

আবেল ভেবেছিল পেচাটা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। সে আর এদিকে আসবে না। কিন্তু তার এই ধারনা দুদিন যেতে না যেতেই ভুল প্রমানিত হলো। সেদিন রাত্রে সে সেই কাঠের গুড়ির আস্তানায় শুয়ে ছিল। বাইরে তখন জ্যোùায় ভরা। আবেল ভাবছিল এই ফকফকা জ্যোùায় সে একটু বেড়িয়ে বেড়াবে। কিন্তু গর্তের মুখের কাছে এসে দেখল সেই পেচাটা তার বাসস্থানে সেই কাঠের গুড়ির ওপরে বসে ফালুক ফুলুক এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আবেল পেচাটাকে দেখে শিউরে উঠল। সে যেমন গর্তের মুখের কাছে এসেছিল। তেমনি আবার চুপিসাড়ে গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল। গর্তের ভেতরে মরার মতো পড়ে রইল।

পেচাটা বহুক্ষণ বসে থেকে বিরক্ত হয়ে এক সময়ে উড়ে চলে গেল। আবেল ভয়ে সে রাতে আর বের হলো না। দুশ্চিন্তায় সে রাতে আবেলের ভালো করে ঘুম হলো না। সে প্রায় নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দিলো।

পরদিন সকালে বের হওয়ার আগে সে দেখে নিলো পেচাটা তার ঘরের ছাদে বসে আছে কি না। তার পরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রায় সারাদিনই ঘরের মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে দিলো। পড়ন্ত বিকেলে সে ঘর থেকে বের হলো। একটা লম্বা কাঠের লাঠি সংগ্রহ করে আনলো। লাঠির মাথায় তার পেন নাইফটা বেধে সেটাকে বর্শার মতো তৈরী করল।

পেচাটার আগমনের পর থেকে আবেল খুবই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগল। আবেল আগের মতো দিনের বেলাতেও সহজ ভাবে বের হতে সাহস করেনা। কি জানি কোথায় পেচাটা তাকে ধরার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে।

চলবে

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11

অন্ধকারে অনন্ত জ্বালা

আহমদ রাজু

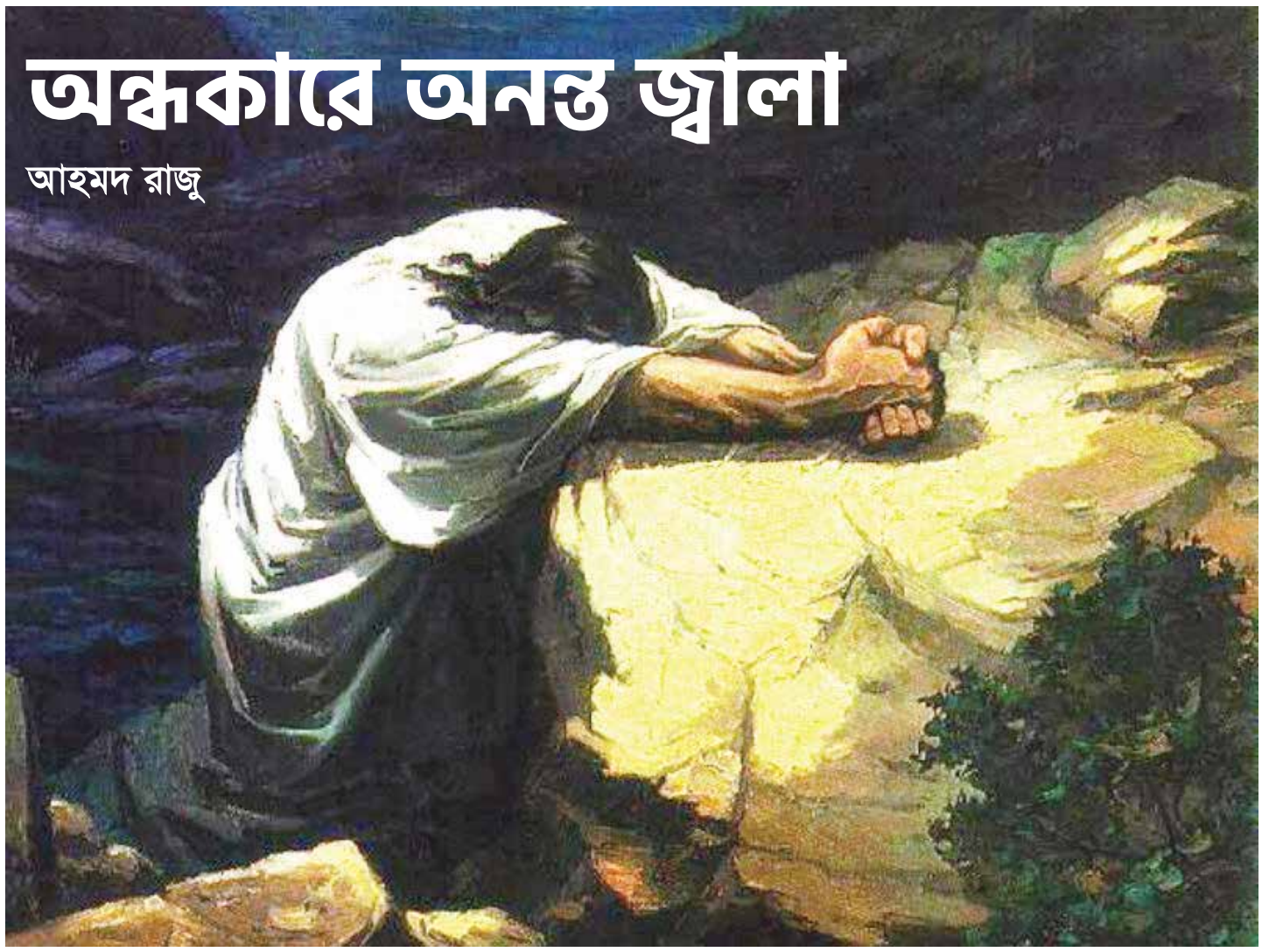

পাহাড়তলী ষ্টেশন থেকে এইমাত্র ট্রেনটা ছাড়লো কু ঝিক ঝিক, কু ঝিকঝিক শব্দে। বান্দরবন জেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সাত দিনব্যাপী কবিতা সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ শেষে বাড়িতে যাবার জন্যে রাত এগারোটার ট্রেনে চেপে বসে অনন্ত।

অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন চলছে তো চলছেই। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলো দৌড়ে পেছনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। যেন তাদের তাড়া করেছে পেছন থেকে কেউ। ফাল্গুন মাস। বাইরের কোমল বাতাস এসে গায়ে লাগে অনন্তর। খারাপ লাগেনা তাতে; ভালোই লাগে। একটু একটু শীত লাগছে থেকে থেকে।

খোলা জানালাটা আগে থেকেই খোলা ছিল। ওর ইচ্ছে হয় না বন্ধ করতে। জানালার ধারে বসে আগামী দিনের মুহূর্তগুলো মনের মাঝে রুটিন হিসেবে তৈরী করছে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে বাড়ী যাচ্ছে আজ।

কলেজ বন্ধ। পড়াশুনার চাপ নেই। সরকারী ও বিরোধী দলের ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়েছে ক'দিন আগে। সেদিন বিরোধী দলের দু'জন খুনও হয়েছিল। যার কারণে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিরোধী দলের চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। শেষ পর্যন্ত কি যে হবে ভেবে পায় না অনন্ত।

বাড়িতে যেয়ে কবিতা গল্প-লেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মাথার চুলের ভেতরে হাত দিয়ে চুলগুলো আলতো করে টান দেয়। এই অভ্যাসটা তার অনেক দিনের। কোন সমস্যায় পড়লে চুলের ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে সামনের দিকে আলতো করে টান দেয়। অনন্তর ধারণা মাথার চুলের ভেতরে বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে। চুল টান দিলেই বুদ্ধি বেরিয়ে আসে গড় গড় করে। সমস্যা সমাধান হয়।

চুলে টান দিতেই বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ে তার। বিড় বিড় করে বলে ওঠে- "তাইতো লেখার সময়ইতো পাবো না ক'দিন। ক্লাব ঘরটা তৈরী করতে না পারলে শান্তি নেই। আমিতো শরীফদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম, বান্দরবন থেকে ফিরে এর একটা বিহীত করবো। সে কথাতো একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এলাকাবাসীর কাছে যেয়ে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। টাকাটাতো আর মায়ের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই দিয়ে দেবে। তার জন্যে একবারের জায়গায় দশবার এক জনের কাছে যেতে হবে। যত পরিশ্রম হোক না কেন আগে ক্লাব ঘরটা তৈরী করে তার পরে অন্য কাজ।„

"এক্সকিউজমি। আমি কি এখানে বসতে পারি?„ সিটের পাশে দাঁড়ানো একটি মেয়ে অনন্তকে উদ্দেশ্য করে বলল।

এতক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল অনন্ত। মেয়েটির কথা কানে যেতেই চোখ ফেরায় সেদিকে। চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে যায় মুহূর্তে। মানুষের কি এত রূপ হয়? নিজের মনকে প্রশ্ন করে অনন্ত। মেয়েটির পরনে কচি কলাপাতা রঙের স্যালোয়ার কামিজ। অদ্ভুত দেখায় তাকে। বয়স ষোল কি আঠারো হবে। সারা শরীর গহনায় আবৃত। শরীর থেকে অপরিচিত পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে অনন্তর। নিশ্চই বিদেশী পারফিউম হবে এটা। নিমেষের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন মনের মাঝ দিয়ে চক্কর দিয়ে যায়।

"আমি কি আপনার পাশে বসতে পারি?„ মেয়েটির আবারো প্রশ্ন।

নিজেকে সামলে নেয় অনন্ত। সিটের ওপর থেকে নিজের ব্যাগটা সরিয়ে নিয়ে বলল, "হ্যা বসুন„।

সামনের সিটে বসা চারজন। ওখানে একজনের জায়গা আছে। অনন্তর সিটে শুধু অনন্ত; বাকী চারটি সিট খালি। মেয়েটি ইচ্ছে করলে সামনের সিটেই বসতে পারতো। তাছাড়া খালি সিটে বসতে অনুমতির কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না অনন্তর। মেয়েটি সিটে বসে। ইতস্তত বোধ করলেও মুখে কিছু বলে না অনন্ত। পাছে মেয়েটি কিছু মনে করে।

ট্রেন চলছে তার নিজস্ব গতিতে। মাঝে মাঝে বিকট শব্দে হুইসেল বাজায়। দূর থেকে ভেসে আসে কুকুর, শেয়ালের ডাক। গ্রামের দু'এক বাড়ি আলো দেখা যায়। তা দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে পেছনে।

"আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?„ মেয়েটার স্বাভাবিক প্রশ্ন।

রেল গাড়ির দোলানিতে নিজের কণ্ঠস্বরও যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। অনন্ত তোতলাতে তোতলাতে বলল, "হ্যা; ব-লু-ন।„

"আচ্ছা; আপনি কোথায় যাবেন?„

"ময়মনসিংহ।„ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যে কষ্ট হয়েছিল এবার তা হয়নি।

"থাকেন কোথায়?„

"ময়মনসিংহে।„

"তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন?„

"বান্দরবন।„

"কেন গিয়েছিলেন?„

"একটি কবিতা সন্ধ্যায় যোগ দিতে।„

"আপনি তাহলে কবি?„

"ঠিক কবি না। এই একটু একটু লিখি মাত্র।„

সাংবাদিকের মতো প্রশ্ন করছে একের পর এক মেয়েটা। অনন্তর কাছে বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হলেও ভাল লাগছে এই ভেবে যে, তার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তার সাথে কথা বলছে; এটাই বড়।

"আপনি কবি মানুষ। একটা কবিতা শোনান না। আমার কবিতা খুব পছন্দ।„

"আমি তেমন কবি নয় যে আপনাকে শুনিয়ে খুশি করতে পারি।„

"হেয়ালী রাখুনতো। দয়া করে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটা একটু শোনান।„

"শুনবেন তাহলে?„

"শুনবোনা মানে; অবশ্যই শুনবো। বলুন আপনি।„

"তাহলে শুনুন। কবিতার নাম, আমার মন আমাকে চেনে না

চোরা কাঁটা আমার পায়ে বিঁধে আছে
সে যন্ত্রণা আমি বুঝি
বোঝে আমার মন,
শুধু সে বোঝে না
যে আমার পায়ে পরাবে নূপুর।„

"চমৎকার কবিতা লেখেন আপনি। কবিতা না শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। আচ্ছা, আপনাকে এবার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো ঠিক ঠিক উত্তর দেবেনতো?„

"বলুন?„

"আপনি বিয়ে করেছেন?„

"কিযে বলেন না; বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি? পড়াশুনাই শেষ করতে পারিনি এখনও।„

"যাক বাঁচা গেল।„

"মানে? ঠিক বুঝলাম না।„

"আর আপনাকে বুঝতে হবে না।„

"ঠিক আছে বুঝলাম না।„

ইতিমধ্যে কামরায় ঝোলানো দেয়াল ঘড়িতে রাত একটা বাজার সংকেত দিয়েছে। দু'জনের চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই। অথচ কামরায় অন্য যেসব যাত্রী আছে তারা সবাই ঘুমে অচেতন।

"আচ্ছা আমি যে আপনাকে এতগুলো প্রশ্ন করলাম; আপনিতো আমাকে কোন প্রশ্ন করলেন না?„

"আপনাকে কি-ইবা প্রশ্ন করবো বলুন?„

"না এই মানে, আমি কি করি, কোথায় থাকি, কোথায় যাচ্ছি, আর কোথা থেকে আসলাম এইসব আরকি।„

"ঠিক আছে, আপনি কোথায় যাবেন?„

"আপনি যেখানে যাবেন।„

"তার মানে?„ চমকে ওঠে অনন্ত। তাহলে কি মেয়েটা আমার সাথে আমাদের বাড়িতে যেতে চায়! মনে মনে ভাবে।

"মানে আমিও ময়মনসিংহ যাবো।„

"ও আচ্ছা।„

"আমি কোথা থেকে আসলাম জানতে চাইলেন না তো?„

"কোথা থেকে আসলেন?„

"চাটগা থেকে। ওখানে আমার আপা-দুলাভাই থাকে। আপা আর দুলাভাই-ই আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলো। আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনিও ময়মনসিংহ যাবেন। তাইতো আপনার পাশের সিটে এসে বসা। যার তার পাশেতো আর বসা যায় না।„

মেয়েটার এমন কথায় বেশ একটু গর্ব অনুভব করে অনন্ত। বলল, "হ্যা তাতো ঠিকই। আজকাল দিনকাল যা পড়েছে তাতে যার তার পাশে বসাতো দূরে থাক, কথাও বলা রিস্ক।„

"আপনি ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা আমার সাথে কথা বলতে কি আপনি সংকোচ বোধ করছেন?„

"কেন বলুন তো?„

"আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। আর পারবেনই বা কেমন করে, আপনি তো কবি মানুষ। অবশ্য কবিদের সঙ্গ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।„

"না; তা হবে কেন; আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মত একজন অপরূপ সুন্দরী মেয়ের সাথে এক সিটে বসাতো দূরে থাক, কখনও কথা বলতে পারবো স্বপ্নেও ভাবিনি।„

"সত্যি বলছো?„ অনন্তর বাম হাত নিজের মুঠোর ভিতর পুরে নেয় মেয়েটা।

হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করলে যেমন ঝাকুনী খেতে হয় ঠিক তেমন মেয়েটা হাত ধরার সাথে সাথে অনন্তন সমস্ত শরীর দুলে ওঠে। কোন কথা বলে না, তবে মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা কোন এক ভয়ঙ্কর জন্তু বের হয়ে আসার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। যা অনন্ত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে।

"এই কিছু বলছো না যে?„ অনন্তর হাতে মৃদু চাপ দেয় মেয়েটা।

অনন্ত নিজেকে ঠিক মেনে নিতে পারছে না। এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি সে কখনও হয়নি।

"কী বলবো?„

"কিছুই কি বলার নেই?„ আরো জোরে হাত চেপে ধরে মেয়েটা। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় অনন্তর। পরক্ষণে ভাবে, এমন একটা সুন্দরী মেয়ের মুঠোর ভেতরে এই অপদার্থ কবির হাত! থাক না; ছাড়িয়ে কাজ নেই। ভালই তো লাগছে। অনন্ত এ সময় অনুভব করে তার নিঃশ্বাস ঘন্টায় একশো মাইল বেগে চলছে। সে গতিকে রুখবার মতো কেউ নেই পৃথিবীতে। ইচ্ছে হয় মেয়েটাকে তার নিঃশ্বাসের তোড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে।

সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক এক নজর দেখে নেয় অনন্ত। না কেউ জেগে নেই। সবাই অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নিজের সিটে বসে আবার।

"কী দেখলে ওমন করে?„ মেয়েটা জিজ্ঞাসা করে। অনন্তর হাত তখনও তার হাতের মুঠোর ভেতরে।

"দেখলাম সবাই জেগে না ঘুমিয়েছে।„ উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে অনন্তর। মেয়েটার প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন তার গলা আওড়িয়ে যায়।

সিটগুলো এমন ভাবে সাজানো তাতে এক সিটের লোকজন অন্য সিট থেকে দেখা যায় না। এতে অনন্ত কিংবা মেয়েটাকে অন্য সিটের কেউই দেখতে পারবে না স্বাভাবিকভাবে। তবে কেউ যদি দাঁড়িয়ে দেখে তাহলে দেখতে পারবে।

"এই তোমার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।„ অনন্তর জিজ্ঞাসা।

"কী আমার পুরুষ রে; রাতের অন্ধকারে পাশে থাকা যুবতীর নাম এতক্ষণ পরে জানতে চাচ্ছে। কেন আগে জানতে পারোনি।„

"ভুল হয়ে গেছে আমার।„ বলেই মেয়েটিকে কাছে টেনে নেয় অনন্ত।

"এই কি হচ্ছে এসব?„ বললো মেয়েটা।

অনন্ত প্রশ্নটির কোন উত্তর না দিয়েই বলল, "তোমার নামটা কিন্তু বলোনি।„

"আমি শ্রাবনী।„

"খুব চমৎকার নাম তোমার।„

"সত্যি?„

"সত্যি। হাজার সত্যি, একশো সত্যি।„

শ্রাবনী অনন্তর বুকের ভেতরে মুখ গুজে দেয়। "আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না অনন্ত।„ সস্তা সিনেমার ডায়ালগ বলে শ্রাবনী।

"মাত্র ঘন্টা দুই আগেও কল্পনা করতে পারিনি আমরা দু'জন দু'জনার এত আপন হবো।„ অনন্ত বলল।

ট্রেনের ঝাকুনি আর অনন্ত- শ্রাবনীর হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসায় পৃথিবীটা জেগে ওঠে। বিভিন্ন মসজিদে আজান দিতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। সিটে বসে থাকা অনন্তর বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমাতে চেষ্টা করে শ্রাবনী। অনন্ত তাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। তার চোখে ঘুম নেই। কেন ঘুম আসছে না তা সে জানে না। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্যে বড় বেশি ভাগ্যবান বলে মনে হয় নিজেকে। এমন একটা মুহূর্ত জীবনে তার প্রথম।

ঘুম জড়িত কণ্ঠে শ্রাবনী প্রশ্ন করে, "সকাল হতে আর কতক্ষণ বাকী?„ অনন্তর বুকের ভেতরে তখনও সে মুখ গুজে আছে।

"এইতো; আর একটু পরেই ফর্সা হয়ে যাবে।„ অনন্ত মুখ নিচে করে শ্রাবনীর কপালে চুমু দেয়।

"তুমি এতো ফাজিল কেনো?„ শ্রাবনী বলল।

অনন্ত কোন কথা বলে না। সে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে প্রশ্নটা শুনে। শ্রাবনীকে আরো জোরে আকড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে। বাধা দেয় শ্রাবনী। না অনন্ত। এখন আর পাগলামি করোনা লক্ষ্মীটি। কামরার অনেকে জেগে আছে। কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে কেলেংকারীর শেষ থাকবে না। বিয়ের পরে যত খুশি পাগলামি করো। তোমাকে বাঁধা দেবো না।

অনন্ত নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

২৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২৬-এর পৃষ্ঠার পর

ময়মনসিংহ ষ্টেশনে সকাল সাতটায় ট্রেন এসে থামে। দু'জন ট্রেন থেকে নামে। দু'জনের পথ দু'দিকে। এখনই যে যার গন্তব্যের দিকে ছুটবে।
শ্রাবনী অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "মুখটা মোছ এখন। সারা মুখে লিপিষ্টিকে ছেয়ে আছে। এভাবে যদি কেউ দেখে তাহলে...।„ হাসতে থাকে শ্রাবনী। অনন্ত শ্রাবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কি নজর কাড়া হাসি তার শ্রাবনীর! মনে মনে ভাবে।
পিছনের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে গেলে শ্রাবনী বলল, "দাও আমি মুছে দিচ্ছি।„ অনন্তর হাত থেকে রুমাল নিয়ে মুখ মুছে দেয়।

স্বর্ণের সমস্ত সুখ যেন অনন্তর হাতে এসে ধরা দিয়েছে। এর আগে কোনদিন কল্পনাও করেনি এমন অপরূপ মেয়ে তার জীবনে এসে ধরা দেবে এবং তার জীবন ভরে দেবে আদর সোহাগে?
"আবার কবে দেখা হবে অনন্ত?„ শ্রাবনীর জিজ্ঞাসা।
"তুমি বলো?„
"আজই বিকেল বেলা।„
"কোথায়?„
"পৌর পার্কে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।„
"কয়টায়?„
"বিকেল পাঁচটায় আসো।„
"না, না; তিনটায়।„
"তুমি কী পাগল হয়েছ, তিনটা মানেতো ভর দুপুর?„
"তোমাকে ছেড়ে যেতেই আমার মন চাইছে না। তিনটা পর্যন্ত তোমাকে না দেখে থাকবো কেমন করে তাইতো ভেবে পাচ্ছিনে। তুমি কিন্তু তিনটায় এসো।„
"আচ্ছা আসবো। পাগল ছেলে।„
অনন্ত রিক্সা ডাকে। শ্রাবনী রিক্সায় চেপে বসে। রিক্সা চলে যায় অনন্তর নজরের বাইরে। অনন্ত রিক্সা ডেকে তাতে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

আজ দু'দিন হলো কোন কবিতা লেখা হয়নি। আর গল্প লেখা? সেতো প্রশ্নই ওঠে না। বান্দরবন জেলা পরিষদ সাহিত্য আলোচনার ধকলটা কম গেল না। সেই প্রস্তুতি নিতে যেয়েই তো এদিকে মাথা ঘামানো যায়নি।
বাড়ি এসে বিশ্রাম নেবার সময় নেই তার। কবিতা লেখার জন্যে টেবিলে বসে। একটা কবিতা তাকে লিখতেই হবে আজ শ্রাবনীকে নিয়ে। তার প্রিয়তমের চেয়ে সুন্দর আর কেউ পৃথিবীতে আছে সেকথা বিশ্বাস হয় না তার। কবিতার কথা ভাবতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই হাসি মুখ, যার সাথে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ট্রেনের মধ্যে পরিচয়; তারপর...।
তিনটে বাজার অনেক আগে পৌর পার্কে যেয়ে অপেক্ষা করতে থাকে অনন্ত। কখন আসবে তার শ্রাবনী? আরতো দেরী সহ্য হয় না। হাতে ঘড়ি নেই যে ক'টা বাজে তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে। এই ভর দুপুরে আশে পাশে কেউ নেই। থাকলে তো জেনে নিতে পারতো তিনটা বেজেছে কি না। তার ধারণা তিনটা অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। যদি তাই হয়, তবে কি শ্রাবনী আসবে না? তার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে? শ্রাবনীকে দেখেতো মনে হয়নি সে মিথ্যাবাদী? হয়তো কোন সমস্যায় আটকে গেছে, যার কারণে দেরী হচ্ছে আসতে। আসুক না একটু দেরী করে, তাতে অসুবিধা কী? মনে মনে ভাবে অনন্ত।

শত বছরের আম গাছের নিচে বসে কাধে ঝোলানো ব্যাগে রাখা কাগজ-কলম বের করে কবিতা লিখতে চেষ্টা করে-
"ক্লান্তিহীন দুপুরের কড়া রোদ্দুরে
অপেক্ষায় আছি তুমি আসবে।
তোমার ফাগুন ঝরানো আগুনের উল্কা বৃষ্টিতে
আমি যে ভিজে আছি, সিজে গ্যাছি।„

"এই অনন্ত কী লিখছো?„ অনন্তর কোঁকড়া কালো চুলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বলল শ্রাবনী। মুখে তার দুর্লভ হাসি। সে হাসিতে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যাবে যে কেউ।
"এসেছো তুমি? দেরি করলে কেন? আমিতো অপেক্ষা আছি সেই কখন থেকে।„
"কেন অপেক্ষায় থাকবা? আসার কথা ছিল কয়টায়?„ অনন্তর গা ঘেঁসে বসে শ্রাবনী।
"তিনটায়।„
"এখন কত বাজে?„
"তাতো জানিনা। আমার কাছে ঘড়ি নেই।„
"আমার কাছে আছে। এই দ্যাখো।„ ডান হাত লম্বা করে হাতে বাধা ঘড়িটা প্রদর্শণ করে অনন্তর দিকে।
অনন্ত বলল, "তাইতো এখনই তো কাটায় কাটায় তিনটা বাজে।„
শ্রাবনী বলল, "আমি তিনটা বাজার এক মিনিট আগেই এসেছি।„
"কিন্তু আমি?„ অনন্ত ঠিক বুঝতে পারে না। বাসার

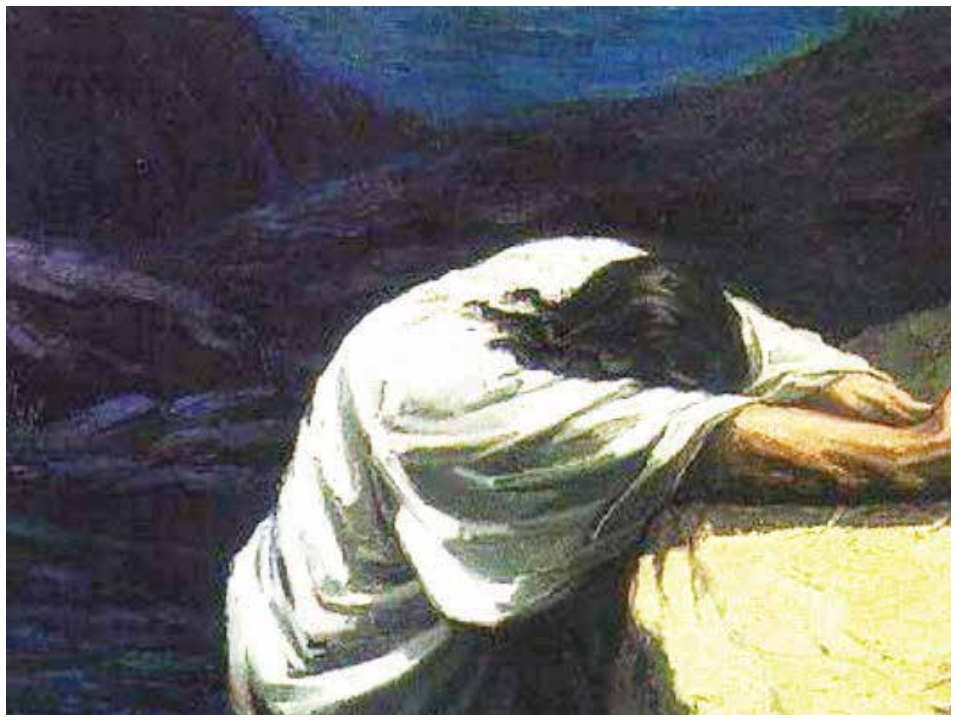

ঘড়িতে কী.....।
অনন্তর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্রাবনী বলল, "বাসার ঘড়ির কাটা তিনটার ঘর ছুঁই ছুঁই বলে মনে হয়েছিল তাই না?
"হ্যাঁ।„ মাথা চুলকায় অনন্ত।
"এই ভুল দেখবার জন্যে তুমি অবশ্যই একটা পুরস্কার পাবে।„
"কী পুরস্কার?„
শ্রাবনী এদিক ওদিক এক নজর তাকিয়ে অনন্তর ঠোঁটে চুমু একেঁ দেয়। "কি পুরস্কার পেলে তো?„ প্রশ্ন শ্রাবনীর।
"হ্যাঁ।„
"এখন কী লিখলে বলো?„ শ্রাবনীর প্রশ্ন।
"কবিতা লিখতে চেষ্টা করছিলাম।„
"শোনাও না কী লিখেছো।„
"এখনও তো শেষ করতে পারিনি।„
"যেটুকু লিখেছো সেটুকু।„
অনন্ত শোনায় শ্রাবনীকে তার অসমাপ্ত কবিতা।
"তুমি এত সুন্দর করে কবিতা লেখো কীভাবে?„
"তোমার জন্যে।„
"মানে?„
"তোমাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি তাই।„
"বুঝতে পারছি।„
"কী?„
"তুমি পাগল হয়ে গ্যাছো।„
"হয়তো ঠিক। আমি যদি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যায় তাহলে হবো তোমার জন্যে। পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে দিতে পারি শুধু তোমাকে ছাড়তে পারবো না।„
"আচ্ছা, আমি যদি কখনও মেঘের দেশে হারিয়ে যাই?„
"তাহলে আমি সমুদ্রের পানির সাথে মিশে থাকবো। যাতে বাস্প বানিয়ে কাছে টেনে নিতে পারো।„
"সময় যত গড়াচ্ছে তত আমিও তোমার জন্যে পাগল হয়ে উঠছি। জানি না এর পরিণাম কী? আসলে আমি এখনও বুঝতে পারছি না, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এত আপন হলাম কী করে।„
অনন্ত বলল, "নিঃশ্বাস নিতে যেটুকু সময় লাগে মনের সাথে মন মিলতে সেটুকু সময়ও লাগে না।„
"শুধু তাই নয়, তোমার কবিতাই তো আমাকে পাগল করেছে। তোমার কবিতা শুনে আমার হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন ঢেলে দিয়েছি নিমেষের মধ্যে, এতটুকু সময়ও অপেক্ষা করিনি। আগে পাছে কোন কিছু ভাবিনি।„
"কিছুই ভাবতে হবে না। তুমি আমার শ্রাবণের রোদ্দুর। আমি তোমার অনন্ত আকাশ।„ অনন্ত শ্রাবনীকে কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করে।
"ছাড়ো কেউ দেখে ফেলবে।„ শ্রাবনী বলল।
"দেখুক না। শ্রাবনী আমার জ্যোৎস্নার বাগান। সেখানে আমি যা খুশি তাই করবো তাতে কার কী আসে যায়?„

দিন মাস বছর পেরিয়ে যায় অনন্ত -শ্রাবনী ভেসে বেড়ায় স্বপ্নে ভেলায়। একদিন বিকেলে শ্রাবনী অনন্তদের বাসায় উপস্থিত। অনন্ততো অবাক। এর আগে অনন্তদের বাসায় শ্রাবনী কোনদিন আসেনি। আজই প্রথম। ভাগ্যিস অনন্তর বাবা মা কেউই বাড়িতে ছিল না। থাকলে তাকে জেরার মুখে পড়তে হতো।
শ্রাবনী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। আজই চিঠি পেয়েছি বাবা নাকি খুবই অসুস্থ। দেখেই চলে আসবো।„
"আমি আসবো তোমার সাথে?„
"না না; তুমি গেলে কেউ কিছু মনে করতে পারে। গ্রামের মানুষতো। তারা ঠিক কোন কিছু স্বাভাবিকভাবে নেয় না। তুমি কোন চিন্তা করো না; আমি চলে আসবো।„
"তোমাকে না দেখে থাকবো কীভাবে?„
"মাত্র দু,একটা দিন। যখন খুব মনে পড়বে আমাকে তখন চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করো, দেখো আমি ঠিকই তোমার সামনে হাজির হবে। আর হ্যাঁ, এবার কিন্তু আমরা বিয়ে করবো। আর দেরী করতে পারবো না।„
অনন্তর চোখ আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠে।
"সত্যি বলছো তুমি?„
"হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি; তিন সত্যি।„
"আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।„
শ্রাবনী চলে যায় সেদিনই গ্রামের বাড়ী।

একদিন-দু,দিন করতে করতে অনেক দিন পেরিয়ে যায়। শ্রাবনী আসে না। তবে কি তার বাবা মারা গেছে? যদি তাই হয় তাহলে একটা চিঠিতো দিতে পারতো এতদিনে। আমি কী তার পর? তাদের বাড়ির ঠিকানা জানি না যে যেয়ে দেখা করে আসবো কেমন আছে আমার শ্রাবনী। মনের মাঝে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয় অনন্তর।
সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছে শ্রাবনীকে। কোথাও পায়নি। এমনকি তার বাড়ির ঠিকানাও কেউ বলতে পারেনি সঠিকভাবে। কেউ বলে রাজশাহীর চণ্ডিপুরে, কেউ বলে আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুরে, কেউবা বলে কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর পাড়ে। যে যখনই যে ঠিকানার কথা বলেছে সেখানেই অনন্ত ছুটে যেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। শহরের কথাতো বাদই দিলাম। সারাক্ষণ অলিতে গলিতে তার সজাক দৃষ্টি। কখনও যদি তার শ্রাবনীর দেখা পায় সেই আশায়। এমনিভাবে খুঁজতে খুঁজতে বিশটি বছর পেরিয়ে যায় তবুও খোঁজার মাত্রা এতটুকুও কমেনি অনন্তর।
দিন পাল্টেছে, পাল্টেছে সমাজের পট। অনন্ত ময়মনসিংহ ছেড়ে ঢাকা এসে ব্যবসা শুরু করেছে। দিন দিন ব্যবসায় বেশ উন্নতি হচ্ছে। এখানে সে অন্তু রায়হান বলে পরিচিত। গ্রামের অনন্ত নামটা মুছে গেছে সময়ের সাথে।
খালেদ হাসান অন্তু রায়হানের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। ঢাকা আসার পর থেকে দু,জনার চেনা জানা। সে চেনা জানা এখনও অটল রয়েছে। ব্যস্ততার কারণে দু,জনের মধ্যে দেখা হয় খুব কম।
খালেদ হাসান চাকরী করে একটি প্রাইভেট ফার্মে। থাকে গুলশান সাত নম্বর সেক্টরের একটি ভাড়া বাড়িতে। স্ত্রী আছে, সংসার আছে তার।
অন্তু রায়হান ঢাকায় থাকলে কি হবে, যখনই সময় পায় তখনই তার শ্রাবনীকে খুঁজতে যায় ময়মনসিংহ। তার ব্যস্ততা এখন খুব বেশি। দেশের নামকরা কবি সে, তাছাড়া একজন ভাল ব্যবসায়ী। টাকা পয়সার কোন কমতি নেই। অবস্থার এত উন্নতি কীভাবে হলো তা নিজেও জানে না। তার ধারণা সততা এবং আদর্শ-ই এতদূর আসতে সাহায্য করেছে। ধানমণ্ডির এগারো নম্বর সেক্টরে একা একা বিলাস বহুল বাড়িতে থাকে। বাড়ীর সামনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান।

মা মারা গেছে পাঁচ বছর গত হয়েছে। মার জন্যে এখনও মন ডুকরে কেঁদে ওঠে তার। বাবাতো মা মারা যাবার আরো সাত বছর আগে চলে গেছে পরপারে।
বিয়ে করেনি এখনও। আর করবে বলে মনে হয় না। সে সময়ও পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, শ্রাবনীকে খুঁজতে খুঁজতে।
মতিঝিলে অফিস অন্তু রায়হানের। সাজানো গোছানো ছিমছাম অফিসটা। দেখলে যে কারো ভালো লাগবে। সারাক্ষণ অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তার ওপর লেখালেখিতো আছেই। শুধু ব্যবসা করলেতো চলে না? ভক্তরা আসে দলে দলে অফিসে। তাদের সময় দিতে হয়। ভক্তদের সাথে কথা না বললে তারা অসন্তুষ্ট হয়।
এত ব্যস্ততা, এত ঐশ্বর্য, তারপরও শ্রাবনীকে মন থেকে মুছতে পারে না অন্তু রায়হান। যদি কখনও কোনদিন তার দেখা পায়।

অফিসের কাজে ব্যস্ত অন্তু রায়হান। খালেদ হাসান আসে অফিসে। অন্তু রায়হানের সাথে দেখা করতে হলে অনুমতি নিতে হয়; শুধু খালেদ হাসানের হয় না। কারণ অফিসের সবাই জানে বসের বন্ধু সে। বন্ধুর সাথে বন্ধুর দেখা করতে অনুমতি কিসের?
"আচ্ছা, সত্যি করে একটা কথা বলবি?„ খালেদ হাসানের জিজ্ঞাসা।
"তোর কি ধারণা আমি তোর সাথে মিথ্যে কথা বলি?„ অন্তু রায়হান বলল।
"সে বিশ্বাস তোর প্রতি আমার আছে।„
"তাহলে বল কী জানতে চাস।„
"আমাকে কি তুই সত্যি বন্ধু মনে করিস, নাকি...।„
কথা শেষ করতে পারে না খালেদ হাসান। অন্তু রায়হান মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "তোর মাথায় সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। চল আমার সাথে ডাক্তারের কাছে। আর হ্যাঁ; তুই ছাড়া আমার আর কোন আপন জন আছে বলে আমি জানি না।
"যদি তাই হয় তাহলে আজ পর্যন্ত একটি দিনও আমার বাড়ি যাসনি কেন?„
"সময় পাই কখন বল?„
"তারপরও সময় করে যাওয়া উচিৎ ছিল।„
"তুই কবে যেতে বলিস?„
"আমি বাকীতে বিশ্বাসী নয়। আজই চল আমার সাথে।„
"আজ নয়। দু,একদিন পরে আমি নিজেই হঠাৎ তোদের বাড়িতে উপস্থিত হবো তোদের সবাইকে চমকে দিয়ে।„
"দেখ; এমন কথা তুই আগেও অনেকবার বলেছিস। বিশেষ করে আমার বিয়েতে তোকে অনেকবার অনুরোধ করেছিলাম তুই যাসনি। তাহলে তোর বন্ধুতের গভীরতা আমি মাপবো কীভাবে? তোর ভাবী কী বলে জানিস?„
"কী বলে?„ অন্তু রায়হানের জিজ্ঞাসা।
"তার ধারণা আমরা গরীব বলে তুই আমাদের ওখানে যাসনে। অর্পিতার কথা না হয় বাদই দিলাম। তবে যা-ই বলিস না কেন, অর্পিতা-অর্পিতার মা তোর ভক্ত; খুব গভীর ভক্ত। তোর সব বই আমি না পড়লে কি হবে ওই দুই ভক্ত সব পড়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। তোকে নিয়েতো প্রায়ই বাড়িতে আলোচনা হয়।„
"আলোচনা? কি নিয়ে?„ অন্তু রায়হানের বিস্ময়বোধক জিজ্ঞাসা।

"তুই খুব ভাল লিখিস। তোর সব লেখার ভেতরে কেমন যেন একটা চাপা আর্তনাদ থাকে। কোন লেখায় কতটুকু দুঃখ ইত্যাদি। বিয়ে করিসনি কেন তা নিয়েও আলোচনা হয়। তবে এ বিষয়টার কেউ কুল কিনারা করতে পারেনি। এই ক্ষুদে দুই ভক্ত যদি তোকে সামনে পায় তাহলে নিশ্চই খুশিতে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তোর ভাবীতো প্রায়ই বলে- আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় কুঁড়ি বছর; অথচ একদিনও তোমার লেখক বন্ধুকে দেখলাম না। আসলে কি সে তোমার বন্ধু, নাকি মিথ্যে বন্ধু সেজে আছো? বল এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো? আমিতো কিছু বলতে পারি না। সব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। আর তুই এমন একরোখা যে বইতে কোন ছবি দিস না, যা তোর ভাবীকে দেখাবো।„
"আচ্ছা ঠিক আছে। চল আজই স্বশরীরে যাবো তোদের ওখানে।„
"সত্যি বলছিস?„ অন্তু রায়হানের হাত চেপে ধরে খালেদ হাসান।
"হ্যাঁ সত্যি বলছি। আর ক,দিন বা বাঁচবো। সময়তো অনেক বয়ে গেলো। তোদের বাড়ীতে না যাবার জন্যে আমি দুঃখিত। বড়লোক গরীব কোন ব্যাপার নয়। ধন-সম্পদ দিয়ে বন্ধু হয় না। তুই আমার মনের সম্পদ। তোর সাথে এমন কোন ব্যবহার করেছি যে, তোর আমার ব্যবধান ফুটে উঠেছে? বন্ধুতের জন্যে আমি অনেক কিছু করতে পারি যা তুই নিজেও জানিস না।„
খালেদ হাসান বলল, "সে বিশ্বাস আমার আছে। আর আছে বলেই তুই আমার এত আপন।„
অফিসের কাজ শেষ করে খালেদ হাসানের সাথে তাদের বাড়িতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।

২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11

২৭-এর পৃষ্ঠার পর

খালেদ হাসান তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় "এ হলো আমার বন্ধু তোমার কাঙ্ক্ষিত লেখক অন্তু রায়হান।„ খালেদ হাসানের স্ত্রী মনে মনে লজ্জা পায়। তবুও সে লজ্জাকে আড়াল করে বলল, "আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন এ আমি ভাবতেই পারিনি এতদিন।„ মুখে যাই বলুক না কেন, মনটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে তার। অন্তু রায়হানকে কেমন যেন অনেক দিনের চেনা মনে হয়। কোথায় দেখেছে? কোথায় পরিচয় তা ঠিক মনে করতে পারে না।
অন্তু রায়হানের মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে গেছে। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কবি হিসেবে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই আছে অন্তু রায়হানের মধ্যে। শুধু লেখা নয়, তাকে দেখেই বোঝা যায় তিনি কত বড় মাপের লেখক।
অর্পিতা পাশের ঘরে পড়ছিলো। অন্তু রায়হান এসেছে শুনে ছুটে আসে। সালাম দেয়, "আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আঙ্কেল?„
"খুব ভালো আছি মামনি। তুমি কেমন আছো?„ অন্তু রায়হান অর্পিতার হাত ধরে কাছে বসায়।
"আপনার মতো যার আঙ্কেল আছে সে কি ভাল না থেকে পারে?„
"তাই?„
"ঠিকইতো। আমার বিশ্বাস ছিলো, একদিন হলেও আপনি আসবেন।„
"আমার লক্ষ্মী মামনিকে দেখতে আসবো না সে কি হয়?„
"আপনারা বসে কথা বলুন, আমি চা করে নিয়ে আসছি।„ উঠে রান্না ঘরের দিকে চলে যায় খালেদ হাসানের স্ত্রী শ্রাবনী। রান্না ঘরে যেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে সে। কে এই অন্তু রায়হান? কেন তাকে দেখে আমার মনের মাঝে ঝড় শুরু হয়েছে?
পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করে। কলেজ জীবনে অনেকের সাথে তার পরিচয় ছিলো। তাদের কেউ বলেতো মনে হয় না এই লোকটাকে দেখে। অথচ মনে হচ্ছে এই অন্তু রায়হানকে সে চেনে যুগ যুগান্তর ধরে।
তবে কি এ অনন্ত! বিশ বছর আগের এক ভরা মৌসুমে যাকে ভালবাসতো, আদর করতো, আগামী দিনের স্বপ্ন দেখাতো। যাকে নারীত্বের সবকিছু বিকিয়ে দিয়েছিল! না না; তা হবে কেমন করে? তবে সেও কবিতা লিখতো, গল্প-উপন্যাস লিখতো, তাই বলে এতবড় লেখক সে হতে পারে না। আর তাদের পারিবারিক অবস্থাও ভাল ছিল না। অন্তু রায়হান কোটিপতিদের একজন। এ নিজের মনের ভুল। অনেক কথা মনের মাঝে উঁকি দেয় শ্রাবনীর।

চায়ের কাপে চুমুক দেয় অন্তু রায়হান। শ্রাবনী আর খালেদ হাসান অন্তু রায়হানের সামনের সোফায়। অর্পিতা অন্তু রায়হানের পাশে।
"আচ্ছা আঙ্কেল আপনি বিয়ে করলেন না কেন?„ অর্পিতার সহজ সরল জিজ্ঞাসা।
"কে বলল আমি বিয়ে করিনি?„
"কে বলবে; আমি সব জানি।„
"তুমি কিচ্ছু জানো না।„
"তাহলে আপনার স্ত্রী-সন্তান কই?„
"স্ত্রী নেই ঠিকই। কিন্তু তুমিতো আছো। তুমি আমার সন্তান হতে পারো না?„ এই প্রথম অন্তু রায়হানকে অসহায় মনে হয়।
"কেন পারবো না। আপনিতো আমার বাবার মতো।„ খালেদ হাসান বলল, "আমার মেয়েটাকে তুই শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিলি; এখন আমি যে একা হয়ে গেলাম।„ সবাই হেসে ওঠে। অন্তু রায়হানের নজর যায় খালেদ হাসানের স্ত্রীর দিকে। চমকে ওঠে সে। এতো অবিকল সেই হাসি। যে হাসির জন্যে জীবনের আনন্দঘর মুহূর্তগুলি বিলিয়ে দিয়েছে আধারের মাঝে। তবে কী? না না কী ভাবছি এসব বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে? চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্তু রায়হান।
"আপনারা কথা বলুন আমি রান্নার ব্যবস্থা করি।„ উঠে চলে যায় শ্রাবনী। খালেদ হাসান কোন কথা বলে না। চুপচাপ বসে আছে।
"আপনার নিজের মুখের একটি কবিতা শোনাতে হবে আঙ্কেল।„ বলল অর্পিতা।
"কোন কবিতা মামনি?„ অন্তু রায়হানের প্রশ্ন।
"আপনার সবচেয়ে পছন্দের কবিতাটি।„
"আমার কি সব মুখস্ত আছে?„
"থাকবে না কেন? প্রিয় কবিতা আর প্রিয় মানুষকে কেউ কোনদিন ভোলে না।„
"কিরে খালেদ তোর মেয়েতো কবি হয়ে গেছেরে।„
"হবে না। তুইতো একটু আগেই বললি, অর্পিতা তোর মেয়ে। আমার মেয়েতো আমার মতোই হবে।„ হেসে ওঠে সবাই।
"আঙ্কেল কবিতা শোনাবেন না?„
"ঝামেলায় ফেললে। কোনটা শোনাবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে।„
"আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে কবিতা সেটাই শুনবো।„

"তাহলে শোন, আমার কবিতাটির নাম মেঘ কুমারী।
কেমন আছো তুমি; এই শ্রাবণ-এই বরষায়?
আমি মেঠো পথের জল তরঙ্গে
খুঁজি আজো সেই সখন কবের চেনা জানা
হিরোশিমার মৃত্তিকা পল্লব- তোমার মুখ

নেভানো আগুনের গন্ধে তুমি
লাফিয়ে ওঠো, কলমী লতারা
আর ফুলগুলো ঝরে যায়- উড়ে যায়- ছিঁড়ে যায়
চৌরাস্তার মোড়ে।

গৃহবাসী আমি।
আমার আশ্চর্য মলম তোমার ক্ষতস্থানে
লাগানোর মতো কেউ নেই
সময়ের মন্দীরে।

ক্ষত স্থানের যন্ত্রণা এখনও কি
তোমার আকাশে ঘুরপাক খায়?
যদি এখনও নিহারিকারা তোমার
চোখে চোখ রাখে- গান গায় ভ্রমর বিলাসী, তবে
ভুল করে ফিরে এসো বাতাসের সাথে
আমার এই ঘুনে ধরা জানালায়।„
বসার ঘরের পাশেই রান্না ঘর। এখানে কথা বললে ওখান থেকে সব শোনা যায়। কবিতার প্রথম লাইন কানে যেতেই হৃদস্পদন যেন বন্ধ হয়ে যায় খালেদের স্ত্রীর। মনে পড়ে তার সেদিনের কথা।
প্রায় এক সপ্তাহ পরে পৌর পার্কে দেখা অনন্ত-শ্রাবনীর। "এতদিন দেখা করোনি কেন?„ অনন্তর জিজ্ঞাসা।
"আর বলোনা; সমস্যায় ছিলাম বলেইতো দেখা করতে পারিনি।„ শ্রাবনীর উত্তর।
"যে তোমাকে একদিন না দেখলে আমার সবকিছু উলোট পালট হয়ে যায় সেই তুমি কিনা সাত দিন আমার চোখের আড়াল হয়ে ছিলে! তোমাকে না দেখলে যে কি কষ্ট হয় তা তুমি বোঝ?„
"সরি অনন্ত। আর এমন হবে না। এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি।„ অনন্তর ডান হাতের আঙ্গুলে কামড় দেয় শ্রাবনী।
"এটা কী হলো?„ অনন্তর প্রশ্ন।
"মুরব্বীরা বলে বিষে বিষ কাটে। তাই তোমার কষ্টের ভেতরে আর একটু কষ্ট দিয়ে সব কষ্টকে ম্লান করে দিলাম।„
আমার লক্ষ্মী সোনা। শ্রাবনীকে জড়িয়ে ধরে অনন্ত।
"আমাকে কেন এক কষ্ট দাও? তুমি জাননা, আমার সমস্ত পৃথিবী তোমার মাঝে বন্দী হয়ে আছে?„
"আমিও কি তোমার জন্যে পাগল হয়নি অনন্ত? আমি তোমার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, তুমি দেখে নিও।„
শ্রাবনীর চোখে চোখ রেখে অনন্ত বলে, "সে বিশ্বাস আমার আছে।„
"এতদিন নিশ্চই বিরহের কবিতা লিখেছো।„
"হু।„ সম্মতি সূচক মুখ ঝাকায় অনন্ত।
"শোনাও কী লিখেছো।„ অনন্ত কবিতা শোনায়। শ্রাবনী কবিতাটিকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলেছিলো সেদিন। কবিতাটা যেন অন্য কোথাও না প্রচার হয় তার জন্যে অনন্তকে অনুরোধ করলে বলেছিল, "এ কবিতা শুধু তোমার জন্যে। আমার হাজার কবিতা ছাপা হলেও এটা ছাপা হবে না।„
তারপর প্রতিদিন একবার সেই কবিতা শ্রাবনীকে শোনাতে হতো।
সেই প্রিয় কবিতা কবি অন্তু রায়হান পেলো কোথায়? কবিতাটিতো অনন্ত তার শ্রাবনীর জন্যে লিখেছিলো? প্রচণ্ড কান্না পায় খালেদ হাসানের স্ত্রীর। এই মাঝ বয়সে এসে সেই যৌবনের উত্তাল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে বারবার। অনন্ত কোথায় আছে তা জানে না সে। তাকে মনে মনে অনেক খুঁজেছে।
পায়নি। আজ তার সেই কবিতা সবকিছু উলট পালট করে দিচ্ছে কেন? এই কবিতার সাথে জড়িয়ে আছে আর অনেক কিছু। তার একমাত্র সন্তান অর্পিতা। অন্তু রায়হান কোথায় পেলো এই কবিতা? তাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে। মনে মনে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে শ্রাবনী।
গভীর রাত। সমস্ত শহরটা ঘুমিয়ে আছে। এখন আর কারো ব্যস্ততা নেই। গাড়ির হর্ণ বাজে না। নেই বায়ু দূষণ।
খালেদ হাসান অঘোর ঘোরে ঘুমোচ্ছে নিশ্চিত হয়ে সতর্কতার সাথে পা টিপে টিপে অন্তু রায়হানের ঘরে আসে শ্রাবনী। অন্তু রায়হান শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। রাত জেগে পড়া তার অভ্যাস। আজও সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি। শ্রাবনী পাশে যেয়ে দাঁড়ালে অন্তু রায়হান উঠে বসে। বিস্মিত চোখে জিজ্ঞাসা, "ভাবী কিছু বলবেন?„
কোন কিছু না বলেই প্রশ্ন ছুড়ে দেয় শ্রাবনী, "আপনি এ কবিতাটি কোথায় পেয়েছেন?„
"কোন কবিতা?„
"এই যে যেটা অর্পিতাকে শোনালেন।„
"কেন বলুনতো?„ শ্রাবনীর চোখে চোখ রাখে অন্তু রায়হান।
"প্রয়োজন আছে।„ ঠোট কেঁপে ওঠে শ্রাবনীর।
"কবিতা কি কোথাও পাওয়া যায়? কবিতাতো সৃষ্টি হয় জীবন থেকে।„
শ্রাবনীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, "অনন্ত।„ তার চোখ থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ ভেঙ্গে যাবার মতো।
এই শহরে এই নামটা কেউ জানে না। মনে মনে ভাবে অন্তু রায়হান। সময়ের সাথে সাথে নামটাও বিলীন হয়ে গেছে। তার বুঝতে বাকী থাকে না, এই তার শ্রাবনী। "তুমি...।„
অন্তু রায়হানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "হ্যা হ্যা আমি-ই তোমার শ্রাবনী। কেমন আছো তুমি?„ শ্রাবনীর ইচ্ছে হয় শব্দ করে কাঁদতে। পারে না। যদি শব্দ শুনে স্বামী- মেয়ে জেগে ওঠে? দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্তু রায়হানের পাশে বসে।
"তুমি বলতে পারো শ্রাবনী, আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম? কেন আমাকে এত কষ্ট দিলে?„
"আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি অনন্ত। বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলো। আমার কোন কথাই শোনেনি সেদিন। আমার মনের কোনে আজো আছো তুমি মমি হয়ে। তোমাকে আমি ভুলিনি এক মুহূর্তের জন্যেও।„
"আমিও কি ভুলতে পেরেছি? বিশটা বছর তোমাকে খুঁজে ফিরছি। কোথায় না খুঁজেছি! কোথাও পায়নি। অথচ ধারের কাছে তোমার আবাস জানা ছিলো না। জানলে ভালই হতো। অন্ততঃ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।„
"এতদিন পরে তোমার-আমার দেখা আর তাকে তুমি পরিস্থিতি বলছো?„
কেন বলবো না বলো? তুমিতো এখন আমার থেকে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে। তাছাড়া তুমি আমার বন্ধুর স্ত্রী।„
"যদি তাই বুঝে থাকো তাহলে তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করেছো কেন? কেনই বা পাহাড় কষ্ট বুকে নিয়ে আমাকে খুঁজে ফিরছো এতটা কাল?„
"এই জন্যে যে, একটা কচি মন কেন তুমি ভেঙ্গে দিলে সেটা জানার জন্যে।„
"আমি ভাঙ্গতে চাইনি অনন্ত। নিয়তিই আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে।„ অন্তু রায়হানের গায়ে হাত রাখে শ্রাবনী। একটু সরে বসে অন্তু রায়হান। "না শ্রাবনী, তুমি এখন আমার বন্ধুর স্ত্রী। আমার শরীর স্পর্শ করার কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি ভুলে যাও অনন্ত বলে কাউকে তুমি কখনও চিনতে।„
বিস্ময়ভরা চোখে অন্তু রায়হানের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রাবনী। যে নিজের ভালবাসার জন্যে সবকিছু উৎসর্গ করলো আর এখন তাকে কাছে পেয়েও ঠেলে দিচ্ছে দূরে! কি করবে শ্রাবনী বুঝতে পারে না। তার চোখে বন্যার পানি উথাল পাথাল করতে থাকে।
"তুমি এখন যাও। তোমার স্বামী যদি দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি চাই না তোমার এ ঘর এ সংসারের সুখ সামান্যতম লীন হোক।„
"ক'টা দিন আমাদের সাথে থাকবে কথা দাও।„
"তার কী প্রয়োজন বলো? তাছাড়া আমার সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। বোঝোইতো কাজের মানুষ।„
"আমি জানি তুমি দেশের নামকরা কবি। আমি নিজেও তোমার ভক্ত। অথচ জানতামনা তুমিই আমার সেই অনন্ত। তোমার লেখা পড়ে কষ্ট পেতাম। মনে মনে ভেবেছি কবি নিশ্চই কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খায় চব্বিশ ঘন্টা। খালেদের কাছে তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। যা হবার তাতো হয়েই গেছে, এখন একটা বিয়ে করো।„
"বিয়ে!„ হেসে ওঠে অন্তু রায়হান। "এখন কি সে বয়স আছে? তাছাড়া আমার কবিতা, আমার উপন্যাসই আমার সবকিছু। এর বাইরে কোন জগৎ আছে সেটা আমার মনে হয় না। ব্যবসাটা শুধু বেঁচে থাকার জন্যে। আর কিছু নয়। তুমি এখন যাও প্লিজ। খালেদ জেগে উঠবে।„
"যানো তোমার অর্পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। অথচ সে জানে না তার আসল পরিচয়।„ শ্রাবনী এ কথাটা বলতে চায়নি প্রথমে। সত্য গোপন আর কতদিন করা যায়। সত্যতো একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।
"কী বলছো শ্রাবনী?„ বিস্ময়ে মাথা ঘুরে ওঠে অন্তু রায়হানের।
"আমি সত্যি বলছি অনন্ত। এতদিন ধরে যে নির্মম সত্য মনের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিলাম সেটা আজ আর না বলে পারলাম না। অর্পিতা তোমার সন্তান। অর্পিতা যখন দেড় মাস পেটে তখন খালেদের সাথে আমার বিয়ে হয়। অথচ লোক লজ্জার ভয়ে আমি কোন কিছু বলতে পারিনি। আমি খালেদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছি। আমি পাপী, শ্রাবনী আবারো কাঁদতে থাকে।„
"অর্পিতা আমার মেয়ে!„ পৃথিবীটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায় তার। ইচ্ছে হয় মেয়েকে কোলের কাছে বসিয়ে বলতে, "এতদিন জানতাম আমি একা, আমি একা নয় আর। তুই আমার মেয়ে। আমার সমস্ত পৃথিবী।„
"অর্পিতা আমার মেয়ে?„ চোখ ছল ছল করে ওঠে অন্তু রায়হানের।
"আমি তোমাকে এই কথাটা বলার জন্যে অনেক খুঁজেছি। কোথাও পায়নি। আজ কথাটা বলতে পেরে খুব হালকা লাগছে নিজেকে। আমার আর কোন দুঃখ নেই। ইচ্ছে করলে তুমি নিয়ে যেতে পারো আমার বুকের মানিককে।„ চোখ থেকে ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে শ্রাবনীর।
"না শ্রাবনী। সন্তানের পিতৃ পরিচয় দাবী করে তোমাদের সুখের সংসারে নতুন কোন উপাখ্যানের জন্ম দিতে আমি চাইনা। তার চেয়ে ভালো আমি যেখানে আছি সেখানেই ফিরে যাই। এখন আর কোন দুঃখ নেই আমার। অন্ততঃ পৃথিবীতে আমি একা নই। আমার মেয়ে আছে। আমার নিজস্ব গ্রহের জন্ম হয়েছে আজ।„

ক'দিন থেকে অন্তু রায়হানের কোন খোঁজ পাচ্ছে না খালেদ হাসান। শুধু খালেদ হাসানই নয়, সমস্ত সংবাদ মিডিয়াগুলো খুঁজছে কবি অন্তু রায়হানকে। দেশের একজন নামকরা কবি হঠাৎ উধাও! ভাবা যায় বিষয়টা। বাড়িতে- অফিসে, কোথাও তার পাত্তা নেই। কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারে না।
দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শ্রাবনী।
"খালেদ সাহেব নেই?„ একটি অপরিচিত লোকের প্রশ্ন।
"না; উনিতো অফিসে।„ শ্রাবনীর উত্তর।
"আমি এ্যাডভোকেট বদরুদ্দোজা। আপনি হলেও হবে।„
"আসুন ভেতরে আসুন।„ বসার ঘরে যেয়ে বসে। অর্পিতা এসে বসে মায়ের পাশে।
ব্রিফকেসের ভেতর থেকে একটি দলিল বের করে সামনে মেলে ধরে এ্যাডভোকেট বদরুদ্দোজা।
"তোমার নাম নিশ্চই অর্পিতা?„ প্রশ্ন এ্যাডভোকেট বদরুদ্দোজার।
"হ্যাঁ।„ অর্পিতা বলল।
"দলিলটাতে একটা সই করোতো মা।„
"কিসের দলিল ওটা?„ অর্পিতার মায়ের প্রশ্ন।
"বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী অন্তু রায়হান তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর আপনার মেয়ের নামে উইল করে দিয়ে গেছেন।„
"কী বলছেন আপনি!„ বিস্ময়ে চোখ ছল ছল করে ওঠে শ্রাবনীর।
ব্যাপারটা কি ঘটছে তা কিছু বুঝতে পারেনা অর্পিতা। হঠাৎ কেন কবি অন্তু রায়হান তার নামে তার সম্পত্তি লিখে দেবেন? সে প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় সারাক্ষণ।
"উনি এখন কোথায় বলতে পারেন?„ অর্পিতার মায়ের প্রশ্ন।
"আমাকে যতদূর বলেছে, তাতে সে এতক্ষণ হয়তো দেশের বাইরে চলে গেছেন স্থায়ীভাবে।„
অন্তু রায়হানের অফিসে ছুটে যায় অর্পিতার মা। অন্তু রায়হান নেই। কোথায় গেছেন? অভ্যর্থনা কক্ষে জানতে চাইলে বলল, উনি হঠাৎ করে বিদেশে চলে গেছেন। তবে কোন দেশে গেছেন তা আমরা জানিনা। আপনার নামটা যদি বলেন?
নিজের চোখের পানির জোয়ার অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে বলল, "শ্রাবনী।„ লোকটা ড্রয়ার থেকে একটি চিঠি বের করে শ্রাবনীর হাতে দিয়ে বলল, "স্যার এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।„
চিঠিটা হাতে নিয়ে দ্রুত খামের মুখ ছিড়ে কাঁপা হাতে চিঠি মেলে ধরে সামনে।

শ্রাবনী-
এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি অনেক অনেক দূরে। আমি চাইনি তোমার সংসারে শ্রাবণের ধারা নেমে আসুক আমার জন্যে। অনেক ভেবে দেখলাম, দেশে থাকলে হয়তো আমার মেয়েকে কাছে পেতে ইচ্ছে করবে। তাইতো আমি চিরদিনের জন্যে চলে গেলাম অনেক অনেক দূরে। আর আমার সমস্ত সম্পত্তি অর্পিতার নামে লিখে দিলাম। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আমার মেয়ে যেন কোনদিন কোনক্রমে কষ্ট না পায়। আমি যে তার বাবা একথাও যেন আমি আর তুমি ছাড়া কেউ না জানে। এ আমার শেষ অনুরোধ।
-অন্তু রায়হান।

দুপুরের কড়া রোদ্দুরে হঠাৎ শ্রাবনীর আকাশটা মেঘে ঢেকে যায়। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে। সে অন্ধকারের ভেতরে হাতড়ে সামনের পথ চলতে থাকে। সে পথে সুখ নেই, শান্তি নেই; আছে শুধু অনন্তর অনন্তলোকে পৌঁছানোর আশা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2020
Year-11
30

আরিয়ানের নববর্ষ

মীম মিজান

আরিয়ান। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের স্টান্ডার্ড সিক্সের ছাত্র। নিজ পাঠ্য বইয়ে পড়েছে বাংলা নববর্ষের উৎসবের ব্যাপারে। এছাড়াও পল্লীগ্রাম থেকে আসা বন্ধুদের কাছে সে শুনেছে বৈশাখী মেলার মজার মজার খাবারের কথা। তাই মা,কে জোরাজুরি করে রমনার বটমূলের বৈশাখী মেলায় নিয়ে যাবার জন্যে।

রমনার বটমূলে দেখে একতারা দোতারা হাতে উস্কু-খুস্কু চেহারার আউলা বাউলা পোশাকের কিছু লোক গান গাইছে। গানের কথাগুলো তাকে ভালো লাগে না।

`ওগুলো কী গান মা?,

`ওগুলো বাউল গান। আমাদের বাঙালি ঐতিহ্যের গোড়ায় এ গান।,

`মা, আমার ঐ গানগুলো একটুও পছন্দ না।,

এরকম কথোপকথনের মধ্যেই আরিয়ান ও তার মা চলে আসে পান্তা ইলিশের দোকানে। আরিয়ান তার মা,কে বলে সে পান্তা ইলিশ খাবে। আরিয়ান ও তার মা পান্তা ইলিশ খেতে বসে। বসতে দিয়েছে কাঠের তৈরী এক ধরনের ছোট্ট টুলে। আরিয়ান সেই টুলে বসতে পারছে না। তারপরও শখের পান্তা ইলিশ খাওয়ার জন্যই অপ্রকৃতস্থ লোকের মতই বসে পড়ে। মা,কে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছে,

`মা এই টুল টাইপের জিনিসটার নাম কি?,

মা ও হাসিমুখে অনুচ্চ স্বরে বলছে।

`এইটার নাম পিড়ি।,

আরিয়ান হতভম্ব হয়ে বলছে,

`কী? এইটার নাম সিঁড়ি? এটা আবার কেমন সিঁড়ি?,

মা তার ছেলের এরকম শব্দের ভুল অর্থ ও উচ্চারণ বুঝার জন্য হাসছে। আবারও বলছে,

`সিঁড়ি না, এটা পিড়ি, পিড়ি।,

আরিয়ান চুপ হয়ে যায় নিজের বোকামির জন্য। পান্তা ইলিশের দোকানের পরিবেশনকারী দু,হাতে দু,টো পান্তার প্লেট নিয়ে আসে। আরিয়ান একটি প্লেট ও তার মা আরেকটি প্লেট নিয়েছে।

আরিয়ানের কাছে এই পান্তার প্লেটটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো মনে হয়। প্লেটে পানির মধ্যে ভাত। সেই পানিতে ডুবন্ত ভাতের মধ্যে একটি ইলিশ মাছের পেটি। একটি ছিলানো পেঁয়াজ। ইয়া লম্বা একটি কাঁচামরিচ। সরিষার তেলের ছোপ ছোপ মেঘ ভাসছে পান্তার প্লেটের পানির আকাশে। এই রকম একপ্লেট পান্তা দেখে পেটের ভিতর কেমন যেন উলোট পালোট শুরু হয় আরিয়ানের। দোকানের পরিবেশনকারী আবার দু,টো বাটি এনে আরিয়ানদের সামনে দেয়। আরিয়ান দেখছে ছোট্ট ছোট্ট গোল করা কিছু বিভিন্ন রংয়ের বস্তু। আরিয়ানের মা বলছে,

`এই কালো কালো গুলো হচ্ছে শুটকি ভর্তা। সবুজ সবুজগুলো কাঁচামরিচ ভর্তা। এই সাদা সাদাগুলো আলু ভর্তা। এই হালকা লালচে কালারের এইগুলো চিংড়ি ভর্তা। এই এগুলো লাউশাকের ডগার ভর্তা।,

আরিয়ান বলছে, `এইগুলো কী খাওয়া যায় নাকি? কী কালাররে বাবা! দেখলেই তো কেমন ভমিটিং লাগে!,

পাশে বসা অন্যান্য লোকগুলি সেই ইয়াবড় কাঁচামরিচ পান্তার মধ্যে ডলে ডলে লবণ মিশিয়ে লোকমা মুখে তুলে দিচ্ছে। আর হাত থেকে পান্তার পানি টপটপ করে পান্তার প্লেটে পড়ছে। ইলিশের পেটিটিতে কামড় দিচ্ছে। ভর্তার বাটি থেকে একটু একটু ভর্তা মুখে দিচ্ছে। এ ধরনের পরিবেশে আরিয়ান কেমন যেন নার্ভাস ফিল করছে। মা ইঙ্গিতে তাকে খেতে বলছে। তাই পাশের লোকজনের দেখাদেখি সেও সেই কাঁচামরিচ ডললো। খানিকটা লবণ মেখে নিল পান্তাতে। এক লোকমা তুলে মুখে দিল। দুই তিনবার চাবানোর পর দুনিয়ার ঝাল তার মুখে ভর করে। মা,র দিকে মুখ করে লাল টকটকে হয়ে বলছে,

`মা ঝাল! ঝাল! পানি খাব! ওরে বাবারে মরে গেলাম ঝালে!,

পরিবেশনকারী দ্রুতই একগ্লাস পানি দেয়। আরিয়ান পানি খাচ্ছে আর চোখ মুছছে। একগ্লাস পানি একবারেই খেয়ে ফেলল তবুও ঝাল কমলো না। আরো দ্বিগুন বেড়ে গেলো ঝাল। পানি খাওয়াতে মুখটা পরিস্কার হয়েছে এইজন্য আরো বেশি ঝাল লাগছে আরিয়ানের। আরিয়ানের মা তাড়াতাড়ি আরিয়ানের হাত ধোয়ায়ে দিয়ে পান্তার দাম পরিশোধ করে বেরিয়ে পরে পান্তার দোকান থেকে। একদিনের বাঙালিয়ানা প্রদর্শনের জন্য পান্তা ও ইলিশ ভক্ষণে ব্যস্ত মুখগুলো হা হয়ে আরিয়ানের কাণ্ড দেখছিল।

আরিয়ান তার মা,কে বলছে,

`চলো আমরা বাসায় চলে যাই। ঝালে আমি আর কিছু বুঝতেছি না। আমার সকাল বেলার জ্যাম পাউরুটি অনেক ভালো।,

গেট দিয়ে বের হয়ে একটা রিক্সায় ওঠে মা ছেলে। কান পর্যন্ত গরম হয়ে গেছে আরিয়ানের। রিক্সা সুপ্রিমকোর্ট পার হয়ে যেই প্রেসক্লাবের সামনে গেছে অমনি ওয়াক ওয়াক করতে করতে মুখ ভরে বমি করে আরিয়ান। রিক্সাওয়ালা মনে মনে বলছে,

`বড়লোকের স্মার্টপোলার একদিনের বাঙালি সাজোনের পান্তা ঐ পেটে সহ্য হবো না। ওনে লাগবো চাইনিজ।,

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE | FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, April-2020, Volume-04, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au